উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,৬৩২.৬৮ (+৪৪৬.২১)
নিফটি : ২৬,১৯২.১৫ (+১৩৯.৫০)

বিলের জন্য অনন্ত অপেক্ষা নয়
বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল অনুমোদন দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল অনির্দিষ্টকাল ফেলে রাখতে পারেন না। বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। » ৭

নেপালে নতুন করে অশান্তি
আবার উত্তপ্ত নেপাল। জেন-জেড আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন ওলি সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে নেপালের বারা জেলার সেমরায়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	২৮°	১৫°
জলপাইগুড়ি	২৮°	১৬°
কোচবিহার	২৮°	১৬°
আলিপুরদুয়ার	২৮°	১৫°

দশমবারের জন্য বিহারের কুর্সিতে নীতীশ » ৭

শিলিগুড়ি ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 21 November 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 182

উত্তরের খোঁজে

সিমলা, উটির কাছে গোহারা হার দার্জিলিং টয়ট্রেনের

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

প্রতিদিন রাত সাড়ে তিনটের সময় কালকা শহরকে ভোরের অ্যালার্ম দিয়ে জাগিয়ে সিমলার দিকে চলে যায় দিনের প্রথম টয়ট্রেন। জঙ্গল ও পাহাড়ি পথে।

ভোর পৌনে পাঁচটায় আবার দ্বিতীয় ট্রেন। এই করতে করতে সকাল আটটা পাঁচের মধ্যে ছ'টা টয়ট্রেন রওনা হয়ে যায় সিমলা। ন্যারো গেজের জন্য কালকায় বরাদ্দ চারটে প্ল্যাটফর্ম। এই সময় জায়গাটা সরগরম। দু'তিনজন হকার চলে এসে খাবারদাবার বানান প্ল্যাটফর্মে।

সিমলা স্টেশনে আবার বিকেল চারটে থেকে ছ'টা চল্লিশের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। রাত হয়ে যাচ্ছে তো কী, এর মধ্যেই পাঁচটা টয়ট্রেন ছাড়বে কালকা যাওয়ার জন্য। ৯৬ কিলোমিটার পথ। তার জন্য টয়ট্রেনের রাতে যাতায়াত আটকাচ্ছে না।

এসব দৃশ্য দেখতে দেখতেই বারবার ভেসে আসছিল দার্জিলিং-শিলিগুড়ি টয়ট্রেনের অস্বস্তিকর যাতায়াতের কথা।

এরপর দশের পাতায়

গ্রামবাসীর তাড়ায় পালাচ্ছেন বিএলও। হেমতাবাদে বৃহস্পতিবার রাতে।

বিএলও-কে ঘিরে বেধড়ক মার হেমতাবাদে

বিশ্বজিৎ সরকার ও অভিষেক ঘোষ

হেমতাবাদ ও মালবাজার, ২০ নভেম্বর : কাজের চাপে মালবাজারের এক বিএলও 'আত্মহত্যা' করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল বুধবার। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরেক বিএলও-কে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল হেমতাবাদে। মারের চোটে ওই বিএলও'র চোখের নীচে রক্ত জমাট বেঁধেছে, মুখ রক্তাক্ত হয়েছে। অভিযোগ, একদল গ্রামবাসী জগদীশ সাউ নামে ওই বিএলও-কে নিগ্রহ করেছেন।

মালে আত্মঘাতী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ওপর চাপের তত্ত্ব

এনুমারেশন ফর্ম জমা নিয়ে সই করার সময় তিনি 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লেখায় যত বিপত্তি হয়। তাতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে যেতে পারে আশঙ্কায় গ্রামবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে জগদীশের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। তিন ঘণ্টা আটকে রেখে তাঁকে লাথি, ঘুসি তো বটেই, ইটের মতো ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী এবং হেমতাবাদের বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেন। পেশায় শিক্ষক, নিগৃহীত জগদীশ বলেন 'এক দশক ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি শিক্ষক পদে কাজ করছি। ভাবতে অবাক লাগছে, যাঁদের ছেলেমেয়েকে পড়াই,

এরপর দশের পাতায়

বাংলা ছেড়েছেন ১১ শিল্পপতি

জমির দাম বেশি, সরকারি সাহায্যে জট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে শিল্প গড়তে চেয়ে সরকারি সাহায্য না পাওয়ায় এবং জমির দাম অত্যধিক বেশি হওয়ায় শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে ১১ জন শিল্পপতি চলে গিয়েছেন বিহারে। বিহারের ঠাকুরগঞ্জে শিল্পকারখানা তৈরি করেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে শিল্প সংক্রান্ত বৈঠকে এনিয়ে ক্ষোভ জানাল শিল্পপতিদের সংগঠন নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের আরও অভিযোগ, এমএসএমই-র আওতায় অন্তত ৫০ জন শিল্পপতি কারখানা তৈরি করে সরকারি সাহায্যের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

সরকারি শিল্পতালুকে জমি না পেয়ে শিলিগুড়ির শিল্পোদ্যোগী হরিশ আগরওয়াল ফুলবাড়ি এলাকায় চাল কল করবেন বলে ব্যক্তিগত জমি কেনার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতে পারেন, বিহারের ঠাকুরগঞ্জে সরকারি জমি অনেক কম দামে মিলছে। তাই ফুলবাড়ির জমি না কিনে শিল্প স্থাপন করতে চলে যান ঠাকুরগঞ্জ। জমি কিনে চাল কল নির্মাণের কাজও শুরু করেছেন তিনি।

জেলার ফুলবাড়ি ও ডাবগ্রাম এলাকায় জমির আকাশছোঁয়া দাম শুনে শিল্পোদ্যোগীদের চক্ষু চড়কগাছ। একদিকে শিল্প গড়তে সরকারি জমি না পাওয়া, অন্যদিকে ব্যক্তিগত জমির দাম বেলাগাম বাড়তে থাকায় শিল্পোদ্যোগীরা অনেকেই আর এখানে শিল্প গড়তে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। জমির দাম ঠাকুরগঞ্জেই রাইস মিল করছি।' শিল্পপতিদের সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেখানে ঠাকুরগঞ্জে বিহার সরকারের জমি বিঘা প্রতি দাম ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা, সেখানে ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়িতে বিঘা প্রতি ব্যক্তিগত জমির দাম ৫০

জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে বৃহস্পতিবার শিল্প বিষয়ক বৈঠক।

সরকারি রেটের তুলনায় এতটাই বেশি যে, এখানে শিল্পকারখানা তৈরি আর লাভজনক নয় বলেই মনে করছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দপ্তরে শিল্প বৈঠকে এনিয়েই ক্ষোভ জানিয়েছেন শিল্পপতিরা।

শিল্পপতি হরিশ আগরওয়াল এদিন দিল্লি থেকে ফোনে বলেন, 'ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়িতে জমির প্রচুর দাম। ঠাকুরগঞ্জে অনেক কম দামে ভালো জমি পেয়েছি। তাই লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা। অথচ ঠাকুরগঞ্জে বিহার সরকারের জমির প্লট তুলনায় অনেক ভালো। সেখানে পরিকাঠামোও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।

নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল বৈঠকে অভিযোগ করেন, 'সরকারিভাবে শিল্প স্থাপনে জোর দেওয়া হচ্ছে। আমাদের শিল্প সম্মেলনে ডাকা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

দিলীপের সঙ্গে রফাসূত্র খুঁজছে দল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : ৪৮ ঘণ্টা যেতে না যেতেই দিলীপ বনাম গৌতম এবং রঞ্জনের ঝামেলার সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, তাই কোনও পক্ষই নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাড়াতে চাইছে না বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বেরও নাকি সেরকমই নির্দেশ। দলের অন্দরে এই ধরনের সমস্যা চলতে থাকলে নির্বাচনে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের। তাই ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও তৃণমূল কাউন্সিলাররা কেউই দিলীপের বিরুদ্ধে রাজ্য নেতৃত্বকে চিঠি দেননি। বুধবার যে দুই কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা এবং রঞ্জন শীলশর্মা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন তাঁরাও চিঠি দেওয়া হয়েছে কি না সেই বিষয়ে কিছু বলতে পারছেন না। সঞ্জয় বলছেন, 'পুরনিগমে তৃণমূলের পরিষদীয় দলনেতাকে জিজ্ঞাসা করুন।' আবার রঞ্জন শীল শর্মা বলছেন, 'এরকম তো কোনও কথা হয়নি।'

পুরনিগমে তৃণমূলের পরিষদীয় দলনেতা তথা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সূত্রের খবর, তৃণমূলের বর্ষীয়ান কাউন্সিলারদের একটি অংশ গৌতম ও রঞ্জনের সঙ্গে দিলীপের মধ্যস্থতা করানোর চেষ্টা করছেন। সূত্রের খবর, দুই পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসা হতে পারে। বিষয়টি অনেকটাই এগিয়েছে বলে খবর। এই আলোচনা হলে সমস্যা মিটেও যেতে পারে বলে তৃণমূলের একাংশের ধারণা। যদিও

এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলাররা কেউই মন্তব্য করতে চাননি। দিলীপের প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'একজন কাউন্সিলার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমি তো দলের ঊর্ধ্বে নই। যদি আলোচনা করে বিষয়টি মেটাতে চান তবে আমি রাজি আছি।'

এরপর দশের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BERHAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9289937557.

Brief Referral

The undersigned, invites Walk-in-Interview for engagement of Assistant Accountant (Contractual-Block/Municipality level) under PM POSHAN Programme vide No./DM/MDM dated/10/2025 for details please visit **www.uttardinajpur.nic.in**

Sd/-
District Magistrate
Uttar Dinajpur

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA NAGRAKATA, JALPAIGURI, W.B.
An Autonomous Organization under Ministry of Education
Department of School Education & Literacy
Govt. of India

NOTIFICATION FOR CONDUCT OF CLASS XI LEST 2026

It is to inform all concerned that the Class XI Lateral Entry Selection Test (LEST) for admission against vacant seats has been rescheduled. The examination will now be held on 15.03.2026 instead of 07.02.2026 due to administrative exigencies. The admit cards for all registered candidates of Class XI LEST 2026 will be released separately.

Issued by PM SHRI School JNV, Nagrakata

DINHATA- I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Quotation item wise rate are invited from bonafide resourceful Contractor/Bidder for NIQ No- Din-I/Quotation/01/25-26 (2nd call), dated - 14.11.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 9 nos item for construction of PLC out RGSA Fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in**. The last date for submission of tender upto 13.12.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK
P.O- DINHATA, DIST - COOCHBEHAR, P.S- DINHATA, PIN- 736135

E-Tender are invited from bonafide resourceful Contractor/Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/10/25-26, dated- 14.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/11/25-26, dated- 14.11.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/02/25-26 (2nd call) & NIT No- Din-I/BDO/APAS/08/25-26 (2nd call), dated- 14.11.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block under APAS fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in**. The last date for submission of tender upto 13.12.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block
Dinhata : Coochbehar

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ডব্লু _২ _৬২৩_১৬_ এসসিওইউআর_এমএলডিটি, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রখ্যাত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের ব্রীজ নং. ৩৪০/এ, ৩৮৩/ডি এবং ১৩০-এ আর্মার ইকো-রেঞ্জ এসএস৫১০ স্মার্ট সেন্সর বা সমতুল যন্ত্র দ্বারা সোনার ইকো - রেঞ্জ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিতগুলির ক্রমান্বয়িক ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নজরদারি করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৩,২৭,৫২০.৪১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,২৬,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। বিশদ টেন্ডার নথি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। MISC-296/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কমলা চাষে নয়া দিশা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ নভেম্বর : কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ কিরণ সুনার। গবেষণার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতে কমলা চাষের উপযোগী অণুজীব আবিষ্কার করেছেন উদ্ভিদবিদ্যার এই অধ্যাপক। কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখানো দেশের অন্যতম প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ইন্ডিয়ান মাইকোলজিক্যাল সোসাইটির তরফে 'ফেলো' সম্মানে সম্মানীত করা হল তাঁকে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার ফেলোশিপ, বিজ্ঞানের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয় বলে গবেষক মহলে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। ডঃ সুনার উত্তর-পূর্ব ভারতের কমলা চাষে, বিশেষত দার্জিলিং পাহাড়ের কমলা চাষের উপযোগী জৈব সার তৈরির গবেষণায় যুক্ত আছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে দার্জিলিংয়ের মাটি থেকে বেশ কয়েকটি নতুন অণুজীব শনাক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে আরও কার্যকর জৈব-প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উন্নয়নে বড় ভূমিকা নিতে পারে এইসব অণুজীব। গত ১৫ এবং ১৬ নভেম্বর কালিম্পং বিজ্ঞানকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'টেকসই কৃষি পদ্ধতিতে জীবাণুর ভূমিকা : জলবায়ু পরিবর্তন ও রোগজনিত জীবাণুর বিস্তার' নামক জাতীয় সম্মেলনে ডঃ সুনারের হাতে সম্মান তুলে দেন সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক বিএন চক্রবর্তী এবং সচিব অধ্যাপক উষা চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত বসু সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষক ও অধ্যাপকরা। দেশে দশজন গবেষণা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এই ফেলোশিপ পেয়েছেন। সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের অধ্যাপক ডঃ সুনার।

তিনি বলেন, 'নতুন বিশুদ্ধ লাইনের কৃষি-বান্ধব অণুজীব ও রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি নিয়ে আরও গভীর গবেষণা করতে চাই। জেলার তরুণ গবেষকদেরও আন্তর্জাতিক মানের কাজে উৎসাহিত করা আমার লক্ষ্য।'

আকাশবাণীর 'শিশুশ্রী' সম্মান

মালদা, ২০ নভেম্বর : শিশু অধিকার রক্ষা নিয়ে নির্মিত আকাশবাণী এফএম বাংলা বিভাগ অর্থাৎ এফএম রেনবো এবং এফএম গোল্ডের অডিও ডকুমেন্টারি 'ঝরা শৈশব' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'শিশুশ্রী' মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হল। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবসে মালদার দুর্গাকিংকর সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আকাশবাণী এফএম বাংলা বিভাগের হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন অনুষ্ঠান আধিকারিক শুভায়ন বালা।

রাজ্য সরকারের 'শিশু অধিকার ও সুরক্ষা আয়োগ' দপ্তর শিশুর অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকে প্রতিবেদন তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছিল। রেডিওতে ওই বিষয়ের ওপর সেরা প্রতিবেদন বানানোর জন্যে সেই সম্মানপ্রাপ্তিই হল আকাশবাণী এফএম বাংলা বিভাগের। অনুষ্ঠান আধিকারিক শুভায়ন বালা বলেন, 'এবিষয়ে আমি আকাশবাণী কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।' এধরণের কাজ জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্ব রেলওয়ের ডিসেম্বর-২০২৫-এর ই-নিলাম কর্মসূচি আহ্বান করা হচ্ছে।

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ১৮.১১.২০২৫

ক্র.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, লিলুয়া ওয়ার্কশপ, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৮.১২.২০২৫	১৫.১২.২০২৫	২২.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৫
২.	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ ও শিয়ালদহ ডিভিশন	০৯.১২.২০২৫	১৬.১২.২০২৫	২৩.১২.২০২৫	৩০.১২.২০২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো, জামালপুর ওয়ার্কশপ ও মালদা টাউন ডিভিশন	০৫.১২.২০২৫	১২.১২.২০২৫	১৯.১২.২০২৫	২৬.১২.২০২৫
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	০৪.১২.২০২৫	১১.১২.২০২৫	১৭.১২.২০২৫	৩০.১২.২০২৫
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০২.১২.২০২৫	০৯.১২.২০২৫	১৬.১২.২০২৫	৩০.১২.২০২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৮.১২.২০২৫	১২.১২.২০২৫	১৮.১২.২০২৫	২৪.১২.২০২৫
৭.	মালদা টাউন ডিভিশন	মালদা টাউন ডিভিশন	০৩.১২.২০২৫	১০.১২.২০২৫	১৮.১২.২০২৫	৩০.১২.২০২৫

STORES-51/2025-26 চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার/সেলস

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস নং সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৫-পার্ট-III তারিখ: ১৮-১১-২০২৫। **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৩৭ টি স্টেশনে স্বদেশী/স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শন/বিক্রি দ্বারা ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রডাক্ট স্কিমে অংশগ্রহণের জন্যে আবেদন। **সিলবদ্ধ লেফাফায় (ইওআই) জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময়:** ১৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটায়। **সিলবদ্ধ ইওআই বক্স খোলার তারিখ এবং সময়:** ১৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘটায়। উপরোক্ত টেন্ডার নোটিসটি **www.nfr.indianrailways.com** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-প্রোকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০১৪/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮-১১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম. নংঃ১; টেন্ডার নং ঃ এনজে২৫৫১৮৫এ;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০৮-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ সংযুক্তি অনুসারে আইজিবিটি ভিত্তিক কনস্ট্যান্ট/কারেন্ট/কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ব্যাটারি চার্জ/ডিচার্জ প্যানেল (১৫৫ভি-১০০এ) সরবরাহ এবং কমিশনিং। **পরিমাণ:** ০১টি।

প্রেরক: - এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

ক্রম. নংঃ২; টেন্ডার নং ঃ এনজে২৫৫২১৯;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০৮-১২-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ ডব্লিউএজি- ৯এইচসি শ্রেণীর লোকোমোটিভের জন্য ড্রাইভারের ভিজিল্যান্স কন্ট্রোল ডিভাইস সহ ব্রেক কন্ট্রোল সিস্টেম স্পেসিফিকেশন : সিএলডব্লিউ/এমএস/৩/০০১ এএলটি.১৬ অনুসারে ফার্ম -এর অফার: ডব্লিউএজি৯ লোকোর জন্য ফার্ম -এর সিস্টেম পার্ট নং এফটি০০৫৩০৮৪-১০০ অনুসারে সম্পূর্ণ ই৭০ ব্রেক কন্ট্রোল এবং নিউমাটিক সরঞ্জাম স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লিউ/এমএস/এস/৩/০০১ অল্ট.১৬ অনুসারে এবং সরবরাহের পরিধি সংযুক্ত এফটিআরআইএল পরিশিষ্ট অনুসারে। **পরিমাণ:** ০১টি।

প্রেরক: - এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-016/2025-26** Last date of online bid submission **16/12/2025 Hrs 10:00 AM.** For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-64 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 64 of 2025-26** Closing date extended upto 21/11/2025 17.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

আমমোক্তারনামা (বিজ্ঞপ্তি)

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ছোটন সেখ, পিতা-নুর মহাম্মদ, রফিকুল আলি, পিতা-আমেরুল উভয়ের সাং- টেংরিয়াপাড়া, পোঃ- দেবীগঞ্জ, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদহ এর নিকট গত ইং-১৩/১১/২০২৪ তারিখে তুলসিহাটা এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত। 13759 নং কোবাল দলিল মূলে নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি মৃত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকারের ওয়ারিশগণ শ্রী মনোজ সরকার, শ্রী ইন্দ্রনীল সরকার, শ্রীমতী মহুয়া সরকার ত্রয়ের নিকট হইতে গত ইং-০৮/০৯/২০০৯ তারিখে মালদহ সদর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 135 নং আমমোক্তারনামা মূলে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে ও নিজপক্ষে স্বয়ং শ্রীমতী উমা সরকার বিক্রয় করিয়াছেন এবং আমার মক্কেলগণ তপশিল সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য B.L. & L.R.O, H.C.Pur-I এ দরখাস্ত করিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই আমমোক্তারনামা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O., অফিসে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

তপশিল সম্পত্তি

জেলা-মালদহ, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, মৌজা-কোনার, জে.এল. নং-৭৩, এল.আর.খতিয়ান নং-৩৫০, দাগ নং-৮৪২, রকম-নামা, পরিমাণ ৯৭ শতক মধ্যে ৩২ শতক।

Biswanath Deb Gupta, Advocate
Chanchal Sub-Divisional Court
Enrol. No : WB-134/1993
M-9635699769

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/৪২এন্ড৪৩, তারিখ ঃ ১৮-১১-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং -১: টেন্ডার নং ঃ এপি-এসটি-৪২-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ এডিইএন/ইস্ট/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন নিউ বানেশ্বর-নিউ আলিপুরদুয়ারের মধ্যে কিমি-১৩৬/৫-৬ -এ বিয়ার নং ১৪৩ এবং ৩১ (হিউম পাইপ) আরসিসি বাক্স ৩.০ মি × ৩.০ মি -এর প্রতিস্থাপন (এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ১১,৬৮,০২২/-টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২৩,৪০০/- টাকা; ক্রম নং -২; টেন্ডার নং ঃ এপি-এসটি-৪৩-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে ১৫টি স্টেশনে ২১টি এটিভিএম-এর স্থাপন এবং এলএএন সংযোগের খরচ (এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ১৭,২০,৯৪৩.৫২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫-১২-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ডে আমার বাবার নাম Badal Khandakar থাকায় দিনহাটা নোটারি কোর্টে (30/10/25) ১৩ নং অ্যাফিডেভিট বলে Ekramul Haque Khandakar হল। Rejaul Khandakar, সাং কিশামত মোকারারি, গোবরছড়া, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

আমি Humayun Sekh S/O - Fajlur Hoque আমার ছেলের মাধ্যমিকের মার্কশিট, সার্টিফিকেট ও অ্যাডমিট কার্ডে Roll - 105441N NO - 0283 আমার নাম Humayun Sk থাকায় গত 15/02/25 এ প্রথম শ্রেনী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Humayun Sk থেকে Humayun Sekh করা হলো। (C/119368)

•

আমি সুশীল দাস, পিতা- মৃত মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, গ্রাম+পো: টাকাগাছ, থানা- পুন্ডিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার। আমার মেজো কন্যা সুর্পনা দাস, দীর্ঘদিন ধরে আমার ও আমার স্ত্রী রত্না দাস-এর কোন সু পরামর্শ কর্নপাত করে নাই এবং আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া আসিতেছে এবং গত ১৮/১১/২০২৫ সে স্ব ইচ্ছায় নিজের পছন্দ মতো বিবাহ করে। এমতাবস্থায় আমি ১৯/১১/২০২৫ তারিখ হইতে তাহাকে ত্যাজ্য কন্যা বলিয়া স্বজ্ঞানে ঘোষাণা করিলাম যে, ভবিষ্যতে তাহার সহিত আমার ও আমার স্ত্রীর আর কোনরূপ সম্পর্ক রহিলো না। আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে তাহাকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করিলাম।

•

My father's name has been recorded as Jagadish Sikhder in my Aadhaar card & Jagadish Sikder in my M.P Registration Certificate in place of Jagadish Chandra Sikder. In my voter card, my name has been recorded as Shubhendu Sikdar, S/o Jagadish Sikdar in place of Subhendu Sikder, S/o Jagadish Chandra Sikder. So by affidavit on 20.11.2025 at Alipurduar 1st class J.M court it has been declared that Shubhendu Sikdar, S/o Jagadish Sikdar, Jagadish Sikhder, Jagadish Sikder & Subhendu Sikder, S/o Jagadish Chandra Sikder is one & same identical person. (C/118738)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 19940937427, Pan Card No. ACZPR 7641F, Epic Card No. WB/01/005/624397 আমার নাম ভুল থাকায় গত 19-11-25, J.M. 1st Court, Sadar, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sanjay Kumar Roy Choudhury, Sanjay KR. Ray Choudhury, Sanjoy Kumar Roy Choudhury এবং Sanjay Ray Chowdhury এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দিনহাটা রোড, সেবাভবন হাইস্কুলের নিকট, গ্রাম: ছাট গুড়িয়াহাটি, পো : গুড়িয়াহাটি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পিন : 736101. (C/118199)

NIQ No. 7 of 25-26 Dt. - 19.11.2025

NIQ for supplying of food packets for Kreta Suraksha Mela - 2025 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIQ is 26/11/2025 at 14.00 Hours

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ভাল রান্না জানা, ঘরের কাজের জন্য মহিলা (২৪ ঘণ্টার) লাগবে। আকর্ষণীয় বেতন(সাক্ষাতে)।8961091308. (C/119371)

•

শিবমন্দির এ মুদির দোকান চালানোর জন্য একজন অভিজ্ঞ লোক চাই। সময়:- 8 A.M. To 4 P.M. Ph - 9734737862. (M/M)

•

শিলিগুড়ি মহকুমায় বসবাসকারী মোটরসাইকেল আছে এমন একজন যুবক (25-35 বৎ), Marketing পদে 10000/- মাসে, জন্য ইন্টারভিউ 23/11/25, 11 AM, ফোন 8016421331. (C/119335)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20110929858 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 13-11-25, J.M 3rd Court (S) কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Mantu Haque, S/o Babu Miya এবং Mantu Hoque, S/o Babu Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার এবং বাবার নাম Mantu Haque, S/o Babu Miya (পুরো, শুভ এবং সঠিক নাম) প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম: পশ্চিম ঘুঘুমারি, পো : টাপুরহাট, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। (C/118198)

•

আমি Firen Chowdhury, Vill+P.o- Sova Nagar, P.S- English Bazar, Dist- Malda আমার ছেলের মাধ্যমিক Admit Card Roll- 107701N No- 0069. আমার নাম ও আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 21.06.24-এ প্রথম শ্রেণীর J.M Malda অ্যাফিডেভিট বলে Bisal Chowdhury S/o- Biren Chowdhury থেকে Bishal Chowdhury S/o- Firen Chowdhury করা হল। (M/115440)

•

আমি Raju Kar, s/o Subhash Chandra Kar, গ্রাম - রাধানগর, পোস্ট - গোবিন্দপুর, থানা - কুমারগঞ্জ, জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, পিন - 733133, আমার পাসপোর্টে (যার নং N7873381) আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 20/11/2025 তারিখে বালুরঘাটে দক্ষিন দিনাজপুর নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবার নাম Subhas Chandra Kar থেকে Subhash Chandra Kar করা হলো, যা উভয়ই নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119370)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
MASTIII-4
*ing : Ritesh, Vivek Oberoi, Nargis, Fakhri & Others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
MASTIII-4
*ing : Ritesh Deshmukh, Aftab Shivdasani, Vivek Oberoi, Arshad Warsi
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
A.C/Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

Mastiii 4	SHOW TIME 11.00 AM, 7.00 PM HINDI (A)
De De Pyaar De 2	SHOW TIME 1.30 PM HINDI (U/A)
ডিপ ফ্রিজ	SHOW TIME 4.15 PM BENGALI (U/A)

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
कयर बोर्ड

কয়ার বোর্ড, উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়, কলকাতা
সুক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রালয়
ভারত সরকার

কয়ার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কলকাতার কয়ার বোর্ড উপ-আঞ্চলিক অফিস ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মহিলা কয়ার যোজনা (MCY) এবং মূল্য সংযোজিত পণ্য (VAP) সম্পর্কিত দুই মাসব্যাপী মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজিত হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি মাসে ₹৩০০০/- হারে ভাতা প্রদান করা হবে।প্রতি ব্যাচে সর্বাধিক ২০ জন প্রার্থী গ্রহণ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নিবন্ধনের জন্য কয়ার বোর্ড উপ-আঞ্চলিক দপ্তর, কলকাতা-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ থাকবে।

ই-মেইল : cbsrokol@gmail.com
ফোন : 033-22625735
17.11.2025
www.coirboard.gov.in

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়
কলকাতা
CBC/25131/12/0020/2526

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন
শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় :: ভারত সরকার
ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্যনিধি ভবন, দিন বাজার, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
ই-মেইল: ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর: ০৩৫৬১-২৩০২৭১/২৩০৭৩১

আবেদন

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রক ডিজিটাল পরিষেবাগুলি উন্নততর করার মাধ্যমে নিজেদের সদস্যদের জন্য এক নূতন দিশার সূচনা করেছে। এখন ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নং (UAN) তৈরি এবং সক্রিয় করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং সহজতর হয়ে গেছে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন 'UMANG' অ্যাপের দ্বারা মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (FAT)-সূচনার মাধ্যমে নতুন সুবিধার সুত্রপাত করেছে। মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি প্রথাগতভাবে চলতে আসা OTP -এর দ্বারা যাচাইকরণ থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং সঠিক পদ্ধতি। এর ফলে EPFO সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণ করা যাবে এবং সদস্য নিয়োগকর্তা অথবা EPFO কার্যালয়ের সাহায্য ছাড়াই সদস্যরা নিজেদের মোবাইল থেকে যে কোনো পরিষেবা উপভোগ করতে পারবেন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বেতন মাসের জন্য সংশোধিত ইলেক্ট্রনিক চালান সহ রিটার্ন (ECR) ৩.০ -এর সূচনা করেছে, যার ফলে পরিষেবা প্রদানকারীদের চালান ট্র্যাকিং এবং রিটার্ন ফাইলিং -এর মতো প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করা অনেক সহজতর হয়ে উঠবে। এই নতুন প্রক্রিয়াটির মধ্যে ECR ভুল জমা হওয়া, প্রতিরোধ করার জন্য সিস্টেমের মাধ্যমে যাচাইকরণ, ECR এর সাথে ভবিষ্যৎ সঠিক হিসাব এবং সুদের গণনা করা যাবে, ECR-এ সংশোধন ইত্যাদি পদ্ধতি অন্তর্গত রয়েছে। ECR Revamped সংস্করণ ইপিএফও-এর ওয়েবসাইটের কার্যক্ষমতা উন্নততর করার সাথে সাথে রিটার্ন এবং চালানের ট্র্যাক করার প্রক্রিয়াটি আরও সহজতর করে তুলেছে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন কিছুদিন আগেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফর্ম ৫এ (প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সম্পর্কিত বিবরণ) পূরণ করার অনুরোধ জানাচ্ছে যেখানে- প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা, ইপিএফ কোড সংখ্যা, কভারেজের তারিখ, শাখার সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণ স্পষ্ট এবং খুব সহজভাবে দেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বার, কোম্পানির ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে প্রদর্শন করাটি অনিবার্য করে তুলেছে যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এই বিবরণগুলি দেখতে পারেন। এটির প্রধান উদ্দেশ্য হল কর্মচারীরা তাদের নিয়োগকর্তা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সম্পর্কে অবধারণ করতে পারবেন সঙ্গে ইপিএফও -এর নিয়মগুলির সঠিক কার্যকারিতাগুলি সম্পর্কে অবগত করানো যাবে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ইফিএফও নিজেদের সমস্ত অংশীদারদের অনুরোধ করছে যে, অননুমোদিত এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকুন এবং নিঃশুল্ক তথা সুরক্ষিত অনলাইন পরিষেবাগুলির জন্য ইপিএফও এর আধিকারিকদের পোর্টালটি ব্যবহার করুন। যার বিস্তারিত তথ্য লিংক http://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2136622 -তে উপলব্ধ রয়েছে।

ভারত সরকার কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা ঘোষণা করেছে ০১.০৭.২০২৫ তারিখ যার বিস্তারিত জন্য http://pmvbry.labour.gov.in লিংক এবং http://pmvbry.epfindia.gov.in অথবা কিউআর কোডটিতে উপলব্ধ।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কার্যালয় এর মাধ্যমে সেই সমস্ত অংশীদারদের উৎসাহিত করছে যেখানে নিয়মানুসারে অনলাইন দাবি প্রস্তুত করা যাবে না অথবা শুধুমাত্র ভৌতিক রূপে দাবিগুলি জমা দেওয়া যেতে পারে যেমন ই-নামাঙ্কনবিহীন পিএফ/ইডিএলআই/পেনশনারদের দাবি। এই ধরনের মামলায়, কার্যালয়ে দাবি প্রস্তুত করার সহিত সমস্ত দাবি এবং নথিগুলিকে ডিজিটাল রূপে সংস্থা/অনুমোদিত আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে ই-মেলের মাধ্যমে কার্যালয়ে পাঠানো যেতে পারে যাতে দাবি শোধের প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটালিকরণ এবং অত্যন্ত উন্নততর এবং সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। সঙ্গে কার্যালয়ের দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, অভিযোগকারীরা চাকরি ছাড়ার পর পি.এফ.এ ভুল সম্পর্কিত নানারকম অভিযোগ করেন, তাঁদের বিশেষ করে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা- সংস্থার কাজ করার সময়কালে নিজে যে কাজ করেছেন তার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রমাণ যেমন - নিয়োগপত্র, পারিশ্রমিকের স্লিপ এবং খাতায় পারিশ্রমিক জমা হচ্ছে কিনা- এই সমস্ত প্রমাণগুলি যাতে সাবধানে গুছিয়ে রাখেন যাতে পিএফ ভুল হওয়ার অভিযোগের সময় এগুলি প্রমাণ হিসেবে প্রস্তুত করতে পারেন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারত সরকার রোজগারকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগারে যোজনার ঘোষণা ০১-০৭-২০২৫ তারিখে করা হয়েছে, যেটির বিস্তারিত তথ্য লিংক http://pmvbry.labour.gov.in/এবং http://pmvbry.epfindia. gov.in/অথবা QR code টিতে উপলব্ধ রয়েছে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কেন্দ্রীয় সরকার, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় কর্মচারী ভবিষ্যৎনিধি সংগঠনের দ্বারা 'কর্মচারী নামাঙ্কন অভিযান ২০২৫'- ১ নভেম্বর ২০২৫ সাল থেকে চালু করেছে। এই যোজনায় সেই সমস্ত কর্মচারীরা যাঁরা ১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩১শে অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে কোম্পানিতে নিয়োগ হয়েছে কিন্তু তাঁদের পি.এফ খাতা এখন পর্যন্ত বানানো হয়নি তাঁদের জন্য কোম্পানি ১ নভেম্বর ২০২৫-এর পরবর্তীতে ঘোষণা করতে পারবেন এবং তারপরই তাঁরা এই যোজনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং পেনশন, বিমা ও অবসরের মতো সুবিধাগুলি লাভ করতে পারবেন। এই যোজনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল, বেশি মাত্রায় কর্মচারীদের ইপিএফও-এর অন্তর্ভুক্ত করা, সোশ্যাল সিকিউরিটি সম্পর্কিত তথ্য কোম্পানির প্রমাণ হিসেবে এবং নিয়মিতকরণের জন্য প্রেরিত করা।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কর্মচারী পেনশন যোজনা, ১৯৯৫ অনুসারে পেনশনভোগীদের এখন আর জীবন প্রমাণপত্র জমা করার জন্য আর ব্যাংক অথবা অন্য কোনও কার্যালয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন এবং ভারতীয় পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে এই সুবিধাটি এখন ঘরে বসে পাওয়া যাবে। এই অভিযানটির সূত্রপাত ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু করা হয়েছে যেখানে ডাকবাহক অথবা গ্রামীণ ডাক সেবক পেনশনারদের বাড়িতে গিয়ে ডিজিটাল প্রমাণপত্র জারি করবে।

@socialepfo @socialepfo Youtube.com/@officialepfo

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৮। **নিলামকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনি. ডিসিএম/শিয়ালদহ। **নিলাম শুরু হবে (সকল লটের) ঃ** ০৩.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টায়। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৩.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে ১০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ ঃ** ৩০ মিনিট। **ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের অন্তর্বর্তী সময় ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ঃ** ১০ বার। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ঃ** স্বয়ংক্রিয়। **আরপি প্রদর্শিত হবে -** না, **আরপি-র চেয়ে কম দর অনুমোদিত -** হ্যাঁ। **বিবরণ ঃ** এসএলআর কোচের পার্সেল স্পেস (এক কামরা) [এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/২২ পর্যন্ত] এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস [এসইকিউ নং. এবি/১]। **এসইকিউ. নং., লট নং /বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা /দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নোক্ত মতো হবে ঃ** এএ/১, ১২৩৭৭-এসএলআর-আর১- এসডিএএইচ-এনওকিউ -২৫-৩ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। এএ/২, ১৫০৪৭-এসএলআর-এফ১- কেওএএ-জিকেপি-২৫-৩ (পার্সেল - এসএলআর), ৬২৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট। এএ/৩, ১২৩৪৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। এএ/৪, ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-জেএটি-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১টা। এএ/৫, ২২১৯৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ-ভিজিএলজে-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ১০ মিনিট। এএ/৬, ১২০৭৯-এসএলআর- এফ১- এসডিএএইচ- এএসআর-২৫-৩ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ২০ মিনিট। এএ/৭, ১২৩৭৭-এসএলআর- এফ১-এসডিএএইচ- এনওকিউ-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। এএ/৮, ১২৩১৩-এসএলআর- এফ১- এসডিএএইচ- এনডিএলএস-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ৪০ মিনিট। এএ/৯, ১২৩২৯-এসএলআর- এফ১- এসডিএএইচ- এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। এএ/১০, ১৩১৪৭-এসএলআর- এফ১- এসডিএএইচ- বিএক্সটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ২টো। এএ/১১, ১৩১০৫-এসএলআর- আর১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ২টো ১০ মিনিট। এএ/১২, ১২৩১৫-এসএলআর- এফ১-কেওএএ -ইউডিজেড-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ২টো ২০ মিনিট। এএ/১৩, ১২৩৬৩-এসএলআর- আর১-কেওএএ - এইচডিবি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৬৯, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ২টো ৩০ মিনিট। এএ/১৪, ১২৪৮৭-এসএলআর- আর১ -এসডিএএইচ -এআইআই -২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ২টো ৪০ মিনিট। এএ/১৫, ১৩১০৫-এসএলআর- এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৭০, ০৩.১২.২০২৫, দুপুর ২টো ৫০ মিনিট। এএ/১৬, ১৩১৮১-এসএলআর- এফ১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৩ টে। এএ/১৭, ২২২০১-এসএলআর- আর১-এসডিএএইচ-পিইউআরআই-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৭০, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৩ টে ১০ মিনিট। এএ/১৮, ১৩১১৫-এসএলআর- এফ১-এসডিএএইচ-জেপিই-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৩ টে ২০ মিনিট। এএ/১৯, ১৩১২১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ - জিসিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিট। এএ/২০, ১২২৫৯-এসএলআর- এফ১-এসডিএএইচ-বিকেএন-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৬২৬, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৩ টে ৪০ মিনিট। এএ/২১, ১৩১৫১-এসএলআর- এফ১-কেওএএ-জেএটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৩ টে ৫০ মিনিট। এএ/২২, ১২৩৫৭-এসএলআর- এফ১-কেওএএ - এএসআর-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৪ টে। এবি/১, ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১- কেওএএ - এসএমআই-২৪-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ৩১৩, ০৩.১২.২০২৫, বিকেল ৪টে ১০ মিনিট। **দর হার একক ঃ** প্রতি ট্রিপের লাইসেন্স ফি [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/২২ পর্যন্ত] এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (দুই অভিমুখে) [এসইকিউ. নং. এবি/১-এর জন্য]। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** ০.২ [প্রতি ক্ষেত্রে]। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১০% [প্রতি ক্ষেত্রে]। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** ০ [এসইকিউ. নং. এএ/৪ থেকে এএ/৬, এএ/৯, এএ/১২ ও এএ/১৩, এএ/১৫ থেকে এএ/১৯ এবং এএ/২২ -এর জন্য], ২০০০০০০ [এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৩, এএ/৭, এএ/১০ ও এএ/১১, এএ/১৪, এএ/২০ ও এএ/২১ এবং এবি/১ -এর জন্য] এবং ৫০০০০০০ [এসইকিউ নং. এএ/৮-এর জন্য]। **লট স্ট্যাটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং [প্রতি ক্ষেত্রে]। SDAH-263/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জন্মদিনের পার্টির নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল

তিন নাবালিকার উধাওয়ে রহস্য

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : একজন পড়ে ক্লাস এইটে। বাকি দুজন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। অষ্টম শ্রেণিতে পড়া নাবালিকাটির জন্মদিন ছিল বুধবার। কথা ছিল দুই বান্ধবীর সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি ফিরে আসবে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেলেও ওই তিন নাবালিকার কেউই বাড়ি ফেরেনি।

নিখোঁজ এক কিশোরীর বাড়ির সামনে জটলা। বৃহস্পতিবার।

বুধবার প্রধাননগর থানা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জন্মদিন উপলক্ষ্যে বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্য ওই নাবালিকা মায়ের কাছ থেকে ৩০০ টাকা চেয়ে নিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সে বলে যায় এলাকারই একটি ক্যাফেতে খাওয়াদাওয়া করে ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে। মায়ের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পর সে বাকি দুই বান্ধবীকে তাদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েন। নাবালিকারা বাবা-মায়ের ফোন ব্যবহার করত। তাই তারা ফোন নিয়ে যায়নি। বেলা অনেক গড়িয়ে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোক এলাকার রেস্তোরাঁগুলিতে গিয়ে খোঁজ নিলে জানতে পারেন ওরা সেখানে যায়নি। এরপর নানা জায়গায় খুঁজেও মেয়েদের না পেয়ে বুধবার রাতেই পরিবার প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ওই তিন নাবালিকা বাড়িতে যে ফোনগুলো ব্যবহার করত সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ওদের সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। তাই কেউ জোর করে ওদের কোথাও নিয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আশা করছি শীঘ্রই ওদের সন্ধান পাওয়া যাবে।'

যে নাবালিকার জন্মদিন ছিল তার বাবা বলেন, 'ওর জন্মদিন ছিল। বান্ধবীদের খাওয়াবে বলে বাড়ি থেকে টাকাও নিয়েছিল। জানি না কী হল।'

আরেক নাবালিকার বাবা বলেন, 'ওর এক বান্ধবীর জন্মদিন ছিল তাই ওরা তিনজন খেতে বেরিয়েছিল। অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় গোটা এলাকাতে ওর খোঁজ করি। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ওদের স্কুলের কাছে একটা খাবারের দোকান থেকে ওরা খাবার কিনছিল।'

১৭ নভেম্বর এই শহরেই আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। চার নাবালিকা বাড়ির অনুমতি ছাড়া ঘুরতে বেরিয়ে শিলিগুড়ি জংশনে টিটির কাছে ধরা পড়ে পাচারের গপ্পো ফাঁদে। তার দু'দিন পরেই আরও তিন নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও গন্ধ আছে কি না সেই সন্দেহ প্রবল হয়।

এদিন দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'শিলিগুড়ি জংশনের ঘটনা এবং এই ঘটনাটির রিপোর্ট তৈরি করে আমরা শিশু সুরক্ষা কমিশনে পাঠাব।'

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এদিন ওই তিন নাবালিকার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি প্রধাননগর থানার আইসির সঙ্গে কথা বলেন।

যা ঘটেছে

- জন্মদিনে দুই বন্ধুকে খাওয়াবে বলে বুধবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরোয় এক নাবালিকা
- বিকেলেও তারা কেউ বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোক বিভিন্ন জায়াগায় খোঁজ শুরু করেন
- খোঁজ না পেয়ে শেষমেশ বুধবার রাতে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের
- সিসিটিভি ফুটেজে তিন নাবালিকার সঙ্গে আর কাউকে দেখা যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে
- বিধায়ক শংকর ঘোষ নাবালিকাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি প্রধাননগর থানার আইসির সঙ্গেও কথা বলেন

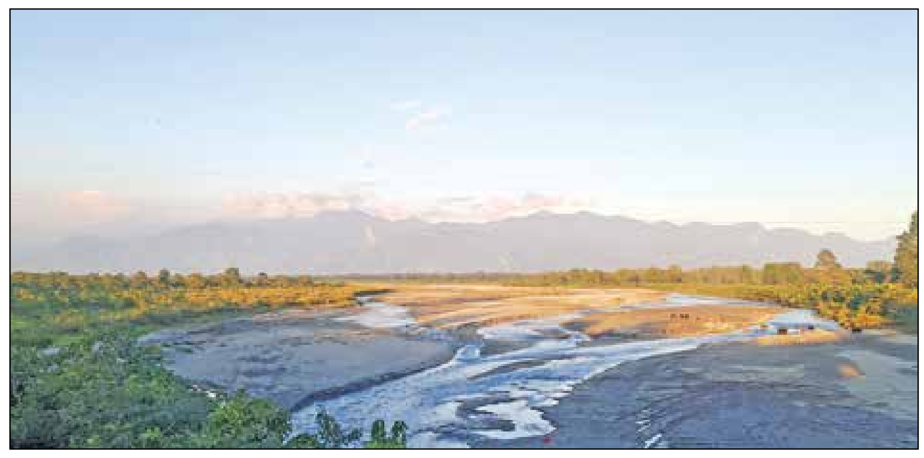

বেলাশেষে।। হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসরা নদীতে রোদ-ছায়ার খেলা। বৃহস্পতিবার। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ডুমুরিয়া নদী থেকে বেলাগাম বালি লুট

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২০ নভেম্বর : ডুমুরিয়া নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে খড়িবাড়ির কদমতলা মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে দুটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ট্র্যাক্টর দুটির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ রুস্তম ও প্রদুম মণ্ডল। নদী থেকে বালি তুলে বিহারে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ট্র্যাক্টর দুটির চালকরা কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য জানান, ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেছেন।

ডুমুরিয়া থেকে বালি চুরির অভিযোগ নতুন নয়। লাখ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চলছে বালি মাফিয়াদের সিন্ডিকেট। সব জেনেও নাকি প্রশাসনের মুখে কুলুপ। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় বাসিন্দারা ও বিরোধী শিবির মনে করছে, শাসকদলের মদত ছাড়া এই কাজ সম্ভব নয়। যদিও তড়িঘড়ি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন খড়িবাড়ি ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ।

বুড়াগঞ্জ গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া ডুমুরিয়া নদীর কোনও ঘাটেই বর্তমানে সরকারি লিজ নেই। অথচ চুচুরমুচুর, গুয়াবাড়ি, তেলেঙ্গাজোত, গাইনজোতের মতো ঘাটগুলি থেকে লাগাতার বালি-পাথর তোলা চলছে। সূর্য ডুবলেই নদীর ঘাটে জড়ো হয় ট্র্যাক্টর ও আর্থমুভার। রাতভর বালি তোলা চলে। সেই বালি কিছুদিন নদীর পাশেই মজুত রেখে ডাম্পারে চাপিয়ে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

নদীগর্ভে এই খোঁড়াখুঁড়িতে নদী গতিপথ হারিয়েছে। ভূমিক্ষয় বেড়েই চলেছে। এমনকি নদীর জলস্তর কমে যাওয়ায়, নদী লাগোয়া অনেক গ্রামেই রীতিমতো জলসংকট দেখা দিয়েছে। এনিয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলেও তাঁদের মাফিয়াদের হুমকির মুখে পড়তে হয়। থানাঝোরা চা বাগানের পাশে চুচুরমুচুর ঘাট থেকে বালি তোলা নিয়ে ইতিমধ্যে সরব হয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ। ম্যানেজার অম্লানকুসুম গড়াই বলেন, 'শুধু বালি তোলাই নয়, এখন নদী লাগোয়া বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে বালি মজুতও করে রেখে যাচ্ছে পাচারকারীরা। গত ১৪ নভেম্বর বিডিও, বিএলএলআরও এবং পুলিশকে আমরা অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'এনিয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কল্যাণ প্রসাদের দাবি, প্রশাসন আর শাসকদলের যোগসাজশেই এই কাজ চলছে। নাহলে এত প্রাকৃতিক অবক্ষয়, হাহাকারের পরেও কীভাবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এই কাজ চলতে পারে! যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে কিশোরীমোহন বলেন, 'বালি তোলা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পুলিশ প্রশাসন উচিত ব্যবস্থা নিক। কিন্তু এর সঙ্গে শাসকদলকে যুক্ত করার কোনও ভিত্তি নেই।'

এবিষয়ে খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'বাগানের তরফে অভিযোগ পেয়েছি। বিএলএলআরও ও খড়িবাড়ি পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।' খড়িবাড়ির বিএলএলআরও এখন ছুটিতে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূমি রাজস্ব আধিকারিক কুণাল সেওয়ার যুক্তি, অফিস টাইমের পর বালি তোলা শুরু হচ্ছে। শীঘ্রই বিশেষ অভিযান করা হবে বলে জানান তিনি।

কালা কারবার

- ডুমুরিয়া নদীর চুচুরমুচুর, গুয়াবাড়ি, তেলেঙ্গাজোত, গাইনজোতের মতো ঘাটগুলি থেকে দেদার বালি পাচার চলছে
- প্রশাসনিক উদাসীনতায় স্বভাবতই শাসকদলের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার সন্দেহ করছেন স্থানীয়রা
- বালি পাচারের অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে দুটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

রোহিণীর জিরো পয়েন্টের কাছে কমসেরি চা বাগানে পাতা তোলার ব্যস্ততা। ছবি : সূত্রধর

দুই ভাইকে বিদ্যুতের পোলে বেঁধে মার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বধূ পেটানোর দায়ে দুই ভাইকে বিদ্যুতের পোলে বেঁধে উত্তমমধ্যম দিলেন পরিবারের লোকজনের পাশাপাশি পড়শিরা। মদ্যপ দুই ভাইকে উদ্ধার করার পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। যদিও পরবর্তীতে ব্যক্তিগত জামিনে দুজনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহামায়া কলোনিতে।

মদ্যপ অবস্থায় প্রত্যেকদিন স্ত্রী মাম্পি ঢালিকে পেটানো অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন বাড়ির বড় ছেলে অভিজিৎ ঢালি। অভিযোগ, স্বামীর পাশাপাশি মদ্যপ অবস্থায় দেওর প্রসেনজিৎ ঢালিও তাঁকে মারধর করেন। মারধর সহ্য করতে না পেরে বিয়ের দুই বছরের মাথায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান প্রসেনজিতের স্ত্রী। কিন্তু দুই সন্তান, শ্বশুর ও শাশুড়ির জন্য স্থায়ীভাবে বাপের বাড়ি যাননি মাম্পি। কিন্তু নিত্যদিনের অত্যাচার সহ্য করতে করতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় বুধবার সুযোগ পেয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। জানা গিয়েছে, দু'দিনের জন্য বাপের বাড়িতে যাওয়া অভিজিতের স্ত্রী মাম্পি পড়শিদের থেকে রাতে জানতে পারেন, মদ্যপ দুই ভাইকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখার কথা। যথারীতি বাড়ির সামনে এসে তিনি দেখতে পান বাইরে পায়চারি করছেন শাশুড়ি এবং বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। প্রতিবেশীরা যে তালা লাগিয়েছেন, তা তাঁদের থেকে জানতে পারেন তিনি। দরজা খুলে দেখেন বেসরকারি সংস্থার কর্মী স্বামী ও দেওর একসঙ্গে বসে মদ্যপান করছেন। যথারীতি মাম্পিকে দেখে ঝামেলা শুরু করে দেন দুই ভাই। পাড়ার লোকজন বাড়ির সামনেই ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দুই ভাই বাইরে বের হতেই তাঁরা সকলে মিলে বিদ্যুতের পোলে বেঁধে রাখেন তাঁদের। বৃহস্পতিবার মাম্পি বলেন, 'দুই ভাইয়ের অত্যাচারের কারণে দু'দিনের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। স্থানীয়রা ফোন করে ডাকেন। এসে দেখি স্থানীয়রাই দরজায় তালা মেরে দিয়েছেন। শাশুড়ি বাইরে ঘুরছেন। ভেতরে ঢুকে দেখি, দুই ভাই একসঙ্গে মদ খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই ফের ওরা ঝামেলা শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির বাইরে বের হলে সকলে মিলে শাস্তি দেওয়া হয়।'

কী ঘটনা

- মদ্যপ স্বামী ও দেওরের হাতে প্রত্যেকদিন মার খেতে হয় বধূকে, দুই ভাইয়ের অত্যাচার পাড়াতেও
- অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান প্রসেনজিতের স্ত্রী, বাপের বাড়ি যাননি মাম্পি
- মদ্যপ অভিজিৎ ও প্রসেনজিতকে আটকে ঘরে তালা লাগান স্থানীয়রা, পরবর্তীতে দুই ভাইকে বিদ্যুতের পোলে বেঁধে মার

শুধু মাম্পিকে নয়, নিজেদের মাকেও মারধরের অভিযোগ রয়েছে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

মদ্যপ দুই ভাইয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মহামায়া কলোনির বাসিন্দারাও। স্থানীয় সুনীতা প্রসাদ, ধীরা রায়দের অভিযোগ, রাত হলেই মদ্যপ অবস্থায় দুই ভাই এলাকায় গালিগালাজ করেন। বিভিন্ন বাড়িতে চড়াও হন। এ কারণে বুধবার রাতে দুই ভাইকে ঘরে আটকে তালা লাগানো হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অমর আনন্দ দাস বলেন, 'ওই দুই ভাই সম্পর্কে এর আগেও একাধিকবার অভিযোগ পেয়েছি। ওদের বুঝিয়েছি। আবার ওদের নিয়ে আলোচনায় বসব।'

শাশুড়িকে মা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম

চোপড়া, ২০ নভেম্বর : চোপড়ায় এক পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধে শাশুড়িকে মা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠেছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারটোল এলাকার বাসিন্দা তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ললিতা বিশ্বাসের স্বামী অমৃত বিশ্বাস বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। এদিকে, অমৃতের শাশুড়ি অঞ্জলি বিশ্বাস জামাইয়ের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ এনে মৌখিকভাবে বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে এনেছেন। যদিও চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'এ ব্যাপারে লিখিত কোনও অভিযোগ পাইনি।'

অমৃতর সাফাই, 'কয়েক বছর আগে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছে। কলকাতার ঠিকানায় আধার কার্ড ও স্কুল সার্টিফিকেট সব রয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে এখানেই বসবাস করার সুবাদে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য স্থানীয় অভিভাবকের নাম দিতে গিয়ে ভুল করে শাশুড়ির নাম দেওয়া হয়েছে। সংশোধনের চেষ্টা করা হলেও সমস্যা রয়েই গিয়েছে। ভুল সংশোধন করে নেওয়া হবে।'

এদিকে, কুমারটোলের বাসিন্দা অঞ্জলি বিশ্বাস বলছেন, 'জামাই আমাকে না জানিয়েই সম্ভবত অন্য কোনও অসৎ মতলবে একাজ করেছে। এসআইআর-এর জন্য এনুমারেশন ফর্ম থেকে বিষয়টি নজরে এসেছে।' অঞ্জলি জানান, ব্যারাকপুরে জামাইয়ের বাড়ি। তাঁর নিজের মা জীবিত রয়েছেন। তাঁর নাম কেটে ওঁর মায়ের নাম ব্যবহার করলে কোনও আপত্তির জায়গা থাকবে না। সে কারণেই প্রশাসনের কাছে নালিশ করা হয়েছে।

২০১১ সালে ললিতার সঙ্গে অমৃতের বিয়ে হয়। কয়েক বছর থেকে কুমারটোলে শ্বশুরবাড়ি ঘেঁষে ঘর বেঁধে সংসার পেতেছেন তিনি। এরই মধ্যে ২০২৩ সালে তৃণমূলের টিকিটে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছেন ললিতা। ললিতা বলছেন, 'বিয়ের পর আমি স্বামীর সঙ্গে ব্যারাকপুরে ছিলাম। কিন্তু আমার মায়ের দেখভালের জন্য আমরা এখানে চলে আসি। অমৃতের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ ঠিক নয়। মাকে কেউ ভুল বুঝিয়েছে যে জামাই নাকি সব সম্পত্তি হাতিয়ে নেবে। এভাবে কেউ মায়ের কান ভারী করে এসব করাচ্ছে।'

বধূ নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সেনাবাহিনীর ল্যান্সনায়েক পদের অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান সন্তোষ দার্নাল। মাটিগাড়া থানার পুলিশ ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে হাজির করলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। সন্তোষের স্ত্রী কবিতার অভিযোগ, 'বিয়ের দুই বছর পর থেকেই আমার স্বামী অত্যাচার শুরু করেন। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি মারধর করতেন।' সমস্তটাই অবশ্য সহ্য করে নিচ্ছিলেন ওই বধূ। সম্প্রতি সেই অত্যাচার হাতের বাইরে চলে যায়।

ওই বধূর অভিযোগ, 'গত রবিবার আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়। আমি কোনওভাবে ছুটে ফ্ল্যাটেরই একটি রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। স্বামীর হাত থেকে বাঁচার জন্য পুলিশে ফোন করি। পুলিশ আসতেই আমার স্বামী পালিয়ে যান।' বুধবার মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছি।'

জঙ্গলে পুলিশকর্মীর দেহ

আলিপুরদুয়ার, ২০ নভেম্বর : প্রায় সাতদিন নিখোঁজ থাকার পর পুলিশ লাইন থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে দমনপুরের জঙ্গলে এক পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত দেহ মিলল। খোদ পুলিশকর্মীর এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ারে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে দমনপুর ইস্ট রেঞ্জের বনকর্মীরা পেট্রলিংয়ের সময় মৃতদেহের দুর্গন্ধ পান। খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই গাছের ডালে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তাঁরা। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। দেহটি যে নিখোঁজ কনস্টেবল রাজেন মার্ডিরই, তাতে নিশ্চিত পুলিশ। ইতিপূর্বে জয়গাঁয় এক নিখোঁজ পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটল। মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ লাইনে তাঁর আবাসন থেকে এত দূরে দেহ পাওয়ায় সকলে ধোঁয়াশায় রয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

মুরাদাবাদে খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : ভেনাস মোড় থেকে ৩০ লক্ষ টাকা সহ গ্রেপ্তার হওয়া মহম্মদ ওয়াসিম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মুরাদাবাদ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে, ওয়াসিম উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদের বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের খাতায় পূর্ব কোনও অপরাধে জড়িত থাকার রেকর্ড রয়েছে কি না, সেব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যই মুরাদাবাদ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের অনুরোধ করা হলেও পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

রাতভর জিজ্ঞাসাবাদে ওয়াসিম নিজেকে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ ছেড়ে ফুলবাড়িতে এসে ঘরভাড়া নিয়ে ছিলেন বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর কাছে নগদ এত টাকা কীভাবে এল, আপাতত সেটাই জানা তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য। এদিকে, গোটা ঘটনায় ফের একবার ভাড়াটিয়া তথ্য সম্পর্কে অসচেতনতার ছবি নজরে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশ থেকে ফুলবাড়িতে এসে বাড়িভাড়া নিলেও বাড়ি মালিকের তরফে সে সংক্রান্ত কোনও তথ্যই পুলিশকে দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ওই বাড়ি মালিকের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ওয়াসিম ভাড়ায় ওই স্কুটি কোথা থেকে নিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি। এমনকি তাঁর কাছে এত টাকা কীভাবে এল, তা নিয়েও কিছু বলতে চাননি। ফলে পুলিশকর্তাদের সন্দেহ আরও বাড়ছে। হঠাৎ করে তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে এখানে এসে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করলেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি দাবি করেছেন ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধার কারণেই তাঁর এখানে আসা। তবে, তাঁর দাবিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না তদন্তকারীরা।

উদ্ধার শিশুকন্যা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে খুন হওয়া সাবি কুমারী নামে ওই মহিলার তিন বছরের শিশুকন্যাকে অবশেষে বিহারের সমস্তিপুরের একটি হোম থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই শিশুটিকে জলপাইগুড়ি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে মৃতের স্বামী বিশ্বনাথ সিং হরিচন্দ্রপুরের মহরাপাড়া গ্রাম থেকে এনজেপি থানায় ছুটে এসে নিজের শিশুকন্যাকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানান পুলিশকে।

খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা চিতনায়ারণ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে মৃতের পরকীয়া চলছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শিশুটিকে নিয়ে চিতনায়ারণ ও সাবি এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন ওই হোটেলে উঠেছিলেন। সেখানেই ২৪ অক্টোবর সাবিকে খুন করে ওই শিশুটিকে নিয়ে চিতনারায়ণ পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। চিতনারায়ণ পুলিশের জেরায় স্বীকার করেন, তিনি এক মহিলার হাতে শিশুটিকে দিয়েছিলেন। পরে ওই মহিলা আবার শিশুটিকে সমস্তিপুর স্টেশনে ফেলে গেলে, জিআরপি তাকে উদ্ধার করে একটি হোমে নিয়ে গিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা প্রধান সর্দার - কে

21.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39C 37629 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির ছোট্ট একটা টিকিট আমার জীবনে এবং আমার পরিবারে একটি বড় আর্থিক পরিবর্তন এনেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা দিন বলে উপলব্ধি হচ্ছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

দলছুট হস্তীশাবক

বাগডোগরা, ২০ নভেম্বর : দিশেহারা অবস্থা দলছুট হস্তীশাবকের। বয়স মেরেকেটে ৫ বছর। একে তো বাবা-মা সহ পরিবারের কোনও সদস্য ধারেকাছে নেই। তার উপর চারদিকে অতি উৎসাহী লোকজনের ভিড়। বনকর্মীরা তো আছেনই। বনের পথও অচেনা। কোথায় যাবে কী করবে কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না সে। দলছুট হয়ে মাথাও গরম হয়ে আছে। ফলে মানুষ দেখলেই তেড়ে যাচ্ছিল। বুধবার ভোর থেকে এমনই দৃশ্য দেখা গেল পাহাড়গুমিয়ার জেরামণিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কার্সিয়াং বনবিভাগের ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু, বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া, টুকুরিয়া রেঞ্জ, এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের কর্মীরা।

বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার বলেন, 'প্রায় ৭০টি হাতির একটি দল বুধবার রাতে বাগডোগরার জঙ্গল থেকে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে টু-র কিরণচন্দ্র করিডর হয়ে উত্তর চাঁদের ছাট (ইউসিসি) জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল। ভোরের দিকে দলটি বাগডোগরার জঙ্গলে ফিরছিল। সেই সময় শাবকটি দলছুট হয়ে যায়। একাকী শাবকটি দলের বাকি সদস্যকে না দেখতে পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে। বিকেল ৫টা নাগাদ বুনোটিকে বাগডোগরা জঙ্গলে ফেরানো হয়েছে।

এদিন শাবকটি পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের ১৫ নম্বর সেকশন এবং জেরামণিতে ছোটাছুটি করছিল। বনকর্মীরা কাছে গেলেই তাঁদের দিকে তেড়ে যাচ্ছিল বুনোটি। শান্তা নাগাসিয়া, বিক্রম বড়াইকের মতো আরও অনেকে এদিন হাতি দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন।

রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসব, দিনক্ষণ ঘোষণা

আলিপুরদুয়ার, ২০ নভেম্বর : মনীষী পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতির সহযোগিতায় ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সপ্তম আন্তর্জাতিক রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসব। বৃহস্পতিবার আয়োজক কমিটির সদস্য ও পুরসভার প্রতিনিধিরা অবকাশ হলে চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে একটি আলোচনা সভা করেন।

আয়োজক কমিটির সম্পাদক সুরেশ রায় জানিয়েছেন, ১ হাজার বৈরাতি নৃত্যশিল্পীর নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উৎসবে থাকবে রাজবংশী সংস্কৃতির বহুমাত্রিক উপস্থাপনা- দোতারা পরিবেশনা, গম্ভীরা গান, কুষান গান, হস্তশিল্পমেলা, ছবি প্রদর্শনী, বাঁশ খেলা সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্প। নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে চলচ্চিত্র পরিচালকদের একটি প্রতিনিধিদল উৎসবে যোগ দেবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজবংশী সমাজ, লোকজ জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নির্ভর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি উদীয়মান তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্যও থাকবে বিশেষ সেগমেন্ট।

আফজলের দাবি নিয়ে ধন্দে পুলিশ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২০ নভেম্বর : এটিএম লুটের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেও লুট হওয়ার টাকার হদিস পায়নি পুলিশ। বরং ঘটনার মাস্টারমাইন্ড আফজল খান পুলিশকে জানিয়েছেন, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার সময় সংলগ্ন এলাকায় খাবার ও জলের খোঁজে গেলে সরস্বতীপুর বনবস্তির কয়েকজন বাসিন্দা তাঁর কাছ থেকে লুটের টাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পুলিশের জেরায় আফজল জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গীরা ধরা পড়ার পর তিনি তাঁর হরিয়ানা ও রাজস্থানের ডেরায় ফিরে যান। সেখানে তাঁর ধৃত সঙ্গীদের পরিবারের লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করে লুটের টাকার ভাগ চেয়েছিলেন। তাঁদেরও তিনি একই কথা বলেছিলেন। সরস্বতীপুর বনবস্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ আফজলের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি এখনও। তবে, টাকা আত্মসাৎ করতেই আফজল এমন দাবি করছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা পুলিশের।

আফজলকে নিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

বৃহস্পতিবার আফজলকে নিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। সেখানে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করার পাশাপাশি আফজলকে সঙ্গে নিয়ে সরস্বতীপুর বনবস্তিতেও যান তদন্তকারী অফিসাররা। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ সমীর আহমেদ বলেন, 'আফজলের বক্তব্য প্রাথমিকভাবে মিথ্যা বলেই মনে হচ্ছে।' তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি তিনি।

চলতি বছর ১৩ জুন বৌলবাড়িতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম লুটের ঘটনা ঘটে। পুলিশি অভিযানে ইরফান খান, নরেশ কোহলি, সামসের খান ও আসলুপ খান নামে আফজলের চার সঙ্গী ধরা পড়েন। তবে আফজল পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষমেশ রাজস্থানের আলোয়ার জেলার কিষানগড় থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেখান থেকে বুধবার তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

এটিএম লুটের পর দুষ্কৃতীদের পিছুধাওয়া করে ও বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ আফজলের চার সঙ্গীকে ধরার পর তাঁদের কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। তবে লুট করা ৪৫ লক্ষ টাকার সিংহভাগই আফজলের কাছে ছিল বলে ধৃতরা পুলিশকে জানান।

তদন্তকারীদের জেরায় আফজল জানিয়েছেন, দিল্লি পুলিশের লোক পরিচয় দিয়ে তাঁরা সরস্বতীপুর বনবস্তিতে খাবার ও জলের খোঁজে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েকজনের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের আটকে জেরা করতে শুরু করেন। একসময় ধস্তাধস্তির মধ্যে টাকা ছিনিয়ে নেন কয়েকজন। আফজল সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হলেও টাকার ঝোলা সঙ্গে নিতে পারেননি।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবলচন্দ্র ঘোষ জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পুলিশ ময়নাগুড়ি থানায় যোগাযোগ শুরু করেছে আফজলের বিষয়ে। দিল্লি, রাজস্থান ছাড়াও রাজ্যের মালদা, চাকদা, নদিয়া, রায়গঞ্জ, ইটাহারের মতো বিভিন্ন থানায় আফজলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। লুটের বাকি টাকা উদ্ধারকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছে পুলিশ।

শেষ লগ্নে লোকারণ্য রাসমেলা

বুধবারই শেষ হয়েছে রাস উৎসব। নির্ধারিত দিনে বৃহস্পতিবার শেষ হল রাসমেলা। ভাঙামেলা হবে না ধরে নিয়ে এদিন সকাল থেকে দেদার ছাড় মিলেছে কেনাকাটায়। উপচে পড়ে ক্রেতাদের ভিড়। রীতি মেনে এদিন বিকেলে ডাঙ্গরআই ও রাজমাতা মন্দিরের দুই মদনমোহন নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। দিনভর বারান্দায় থাকার পর রাতে নিজের ঘরে ঢুকেছেন বড় মদনমোহন। বৃহস্পতিবার বিকেলে জয়দেব দাসের তোলা ছবি। তথ্য : শিবশংকর সূত্রধর

ডাম্পার আটক, উত্তেজনা

বাগডোগরা, ২০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার আঠারোখাইয়ে বালাসনের কাছে বালি-পাথরবোঝাই গাড়ি থেকে রাজস্ব আদায়ের টোলের লিজ হোল্ডারের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের ঝামেলা বাধে। স্থানীয়রা আঠারোখাইয়ের সাধন মোড়ে ডাম্পার আটকে দেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয় শিসাবাড়ি এবং মাউরিয়া বস্তির বাসিন্দাদের অভিযোগ, সারাদিন বালাসন নদীর বালি নিয়ে ডাম্পারগুলি চলাচল করায় ধুলোয় টেকা যায় না। এজন্য তাঁরা টোলের কর্মীদের রাস্তায় জল ছিটিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা জল দেন না। সেই নিয়ে ঝামেলা বাধে এদিন। ডাম্পার আটকে রাখা হয়। এর পরে টোলের কর্মীরা সাধন মোড়ে টোটো চলাচল বন্ধ করে দেন। উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পলাশ বর্মন নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'টোল আদায় করতে পারছে, অথচ আমাদের সমস্যা কেন দেখা হবে না?'

টোলের লিজ হোল্ডার দীজেন্দ্র কাপুরের অভিযোগ, 'তৃণমূলের নাম করে কয়েকজন তরুণ আমাদের সাধন মোড়ের টোলের অফিসে এসে কর্মীদেরকে বের করে দেয়। আসলে এতদিন কিছু তরুণ ডাম্পার থেকে অবৈধভাবে টাকা তুলত। এখন লিজ পাওয়ার পর আমরা সরকারি বিধি মেনে রাজস্ব নিচ্ছি। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করব।'

তৃণমূল যুবর আঠারোখাই অঞ্চল সভাপতি (গ্রামীণ) বাপি রায়ের দাবি, 'শিসাবাড়ি, মাউরিয়া বস্তির লোকজন ডাম্পার আটকে দিয়েছিল। এর পরে টোলের লোকজন সাধন মোড়ে টোটো আটকে রাখে।' মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষের বক্তব্য, 'আমার মতে ওখানে টোল না করলেই ভালো হত। এটার জন্য ওখানে ঝামেলা চলছে।'

ধুঁকছে স্কুলের পরিকাঠামো

নেশাগ্রস্ত, গোরুর বিচরণ

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ২০ নভেম্বর : টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে থালা তুলে নিল ওরা। গরম গরম ভাতের ওপর ডিমের ঝোল পড়তেই জল চলে এল জিভে। খাবার নিয়ে মাঠের মাঝে গুছিয়ে বসতেই হাজির অযাচিত অতিথিরা।

প্রায় রোজই খেতে বসলে ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়ায় গোরু, বাছুরের দল। মুখ নামিয়ে থালা থেকে খাওয়ার চেষ্টা করে। তাই বাধ্য হয়ে সন্তান ও তার খাবার থালা পাহারা দেন মায়েরা। কখনও আঁচল ঝাপটে, কখনও হাত উঁচিয়ে, 'হ্যাট... হুরর... যা...' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে গবাদি প্রাণীদের সরানোর চেষ্টা করেন। মাঝেমধ্যেই আধপেটা খেয়ে উঠে যেতে হয় পড়ুয়াদের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ছবিটা চোখে পড়ল ফুলবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ধনতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে। এই স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ২৪০। বছর কয়েক আগেও সংখ্যাটি ছিল ৫০০-র বেশি। মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ঘর না থাকায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় ভবনের সামনে ফাঁকা জায়গায় বসতে হয় ছোটদের। এদিকে, বিদ্যালয়ের চারপাশে সীমানা প্রাচীরও নেই। তাই ক্যাম্পাসে গোরু, ছাগলের অবাধ বিচরণ। অভিযোগ, সন্ধ্যার পর স্কুলটি সমাজবিরোধীদের নেশার আসরের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। নানা সমস্যার কারণে বহু অভিভাবক তাঁদের সন্তানকে এখান থেকে সরিয়ে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন।

এদিন ছেলের পাশে বসে চারদিকে নজর রাখছিলেন স্থানীয় রেখা রায়। বিরক্তির সুরে বললেন, 'পড়াশোনা ভালো হয়, কিন্তু পরিকাঠামোর বেহাল দশা।' স্কুলের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের আর্জি নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা দপ্তর, বিডিও অফিস এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দরবার করেছিল। প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জুলা রায় বর্মন বললেন, 'আমি নিশ্চিত, সীমানা প্রাচীর আর মিড-ডে মিলের ঘর হলে পড়ুয়া সংখ্যা আরও বাড়বে। নিরাপত্তা নিয়ে আমাদেরও সবসময় চিন্তা হয়। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে, জানি না।'

স্কুলটিতে ঢোকার মুখে দেখা গেল, জনা তিরিশেক তরুণ আড্ডা জমিয়েছেন। কাছেই পূর্ব ধনতলা হাইস্কুল। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কয়েকদিন আগেই নাকি দুই পক্ষের মারামারি হয়েছে। যখন-তখন লোকজন স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে। বছর দুয়েক আগে রাতে এক ব্যক্তির ওপর দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছিল। পুলিশ মাঝেমধ্যে স্কুলের চারপাশে টহলদারি করে। কিছুদিন আগে মদের আসর থেকে কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

টুলি বিশ্বাসের দুই মেয়ে প্রাথমিক স্কুলটিতে পড়ে। তাঁর অভিযোগ,

আঁধারে পাঠশালা

পূর্ব ধনতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়।

'চারপাশে নেশাগ্রস্তদের আড্ডা বসে। স্কুল ছুটির আগেই চলে আসি ওদের নিতে। সীমানা প্রাচীর ও শক্তপোক্ত গেট সবার আগে প্রয়োজন।'

ছয়টি ক্লাসঘর রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১২ জন। ঘরের অভাবে আলাদা সেকশন বানিয়ে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় বিধায়ক বললেন, 'স্কুলটিতে আমি গিয়েছিলাম। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বড় পরিকল্পনা রয়েছে। এক এক করে কাজ করব।' সুভদ্রা অধিকারী মেয়ের মিড-ডে মিল খাওয়ার সময় পাশেই বসেছিলেন। একটি গোরুকে রীতিমতো ঠেলে সরানোর পর হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'পাশে তিস্তা ক্যানাল। চারপাশ খোলা। বাচ্চারা ক্লাসরুম থেকে যেখানে-সেখানে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। স্কুলে পাঠানোর পর সবসময় চিন্তায় থাকতে হয়। আমাদের পক্ষে এখান থেকে তো আর নজরদারি চালানো সম্ভব নয়।'

ন্যাফের দাবি

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঠেকাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্পিডব্রেকার তৈরি, সাইনবোর্ড লাগিয়ে সচেতনতা বাড়ানো সহ একাধিক দাবি নিয়ে উত্তরের প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভির সঙ্গে দেখা করলেন ন্যাফের (হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন) সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার সিসিএফের হাতে দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। ন্যাফের দাবি, কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের আশপাশের এলাকার রাস্তায় যেভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে সেই পদ্ধতি উত্তরবঙ্গেও ব্যবহার করতে হবে। স্পিড লিমিট লেখা বোর্ড লাগাতে হবে। গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পুলিশ-জনতা ধস্তাধস্তি

লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বিক্ষোভ গোয়ালপোখরে

অরুণ ঝা

গোয়ালপোখর, ২০ নভেম্বর : গোয়ালপোখর থানার পুলিশ শাসকদলের হয়ে কাজ করছে, এমন অভিযোগে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখাল জনতা। মূলত ১৮ নভেম্বর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ৫-৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এদিন আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। তবে অরাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলা হলেও বিজেপি ও কংগ্রেস নেতাদের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। যদিও বিরোধীদের দলের কোনও ঝান্ডা চোখে পড়েনি। জনতার সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়।

পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি। বৃহস্পতিবার।

অন্যদিকে, এদিনের আন্দোলনকে 'কংগ্রেস-বিজেপির আঁতাত' বলে কটাক্ষ করেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। যদিও এই আন্দোলন 'রাজনৈতিক নয়, সামাজিক' বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রীর ভাই গোলাম সারোয়ার। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস অবশ্য পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এদিনের ঘটনা নিয়ে পুলিশ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল আনোয়ারুল হক নামে গোয়াবাড়ি গ্রামের এক বাসিন্দার। সেই ঘটনায় উলটে আনোয়ারুলের পরিবারের সদস্যদের নামেই মিথ্যা মামলার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। নিহতদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ১৮ নভেম্বর রাতে বিজেপি নেতা গোলাম সারোয়ার গোয়ালপোখর থানায় পৌঁছান। সারোয়ারের অভিযোগ, থানায় কর্তব্যরত কর্মীরা আচমকা লাঠিচার্জ শুরু করেন। তাতে অনেকে জখম হন। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন ৫-৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে হাজারখানেক জনতা মিছিল করে ডেপুটেশন দিতে গোয়ালপোখর থানায় পৌঁছায়। পুলিশ তাদের আটকালে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করার পাশাপাশি টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। দুপুর প্রায় ১২টা থেকে ঘণ্টা চারেক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। পরবর্তীতে আন্দোলনকারীরা পুলিশকে স্মারকলিপি জমা দেন। বিকেল ৪টে নাগাদ অবরোধ উঠে যায়।

জমায়েতকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যুব কংগ্রেসের সভাপতি ইরশাদ আলম ও বিজেপি নেতা গোলাম সারোয়ার। সারোয়ার বলেন, 'মাস ছয়েক আগে যিনি খুন হয়েছিলেন, তাঁর বাড়ির সদস্য সহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধেই পুলিশ মামলা করে। এর থেকে পরিষ্কার, শাসকদলের নির্দেশে পুলিশ মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করছে।' তাঁর সংযোজন, 'এনিয়ে আমরা ১৮ নভেম্বর থানায় কথা বলতে এলে আমাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। এক মহিলার হাত ভেঙে যায়। এসবের প্রতিবাদে এলাকার মানুষ এদিন কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা ছাড়া আন্দোলনে শামিল হন।' যুব কংগ্রেস নেতা ইরশাদ বলেছেন, 'অন্যায়ের প্রতিবাদে এলাকার বাসিন্দা হিসেবেই আন্দোলনে শামিল হয়েছি।'

অন্যদিকে রব্বানির বক্তব্য, 'কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে যে আঁতাতের কথা আমি বলতাম, এদিনের আন্দোলনে সেটা ফের প্রমাণ হল।' পুলিশ সুপার বলেছেন, 'পুলিশ আইন মেনেই কাজ করছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হ্যালো।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন অঙ্কিতা ভাওয়াল।

অণিমার কর্মস্থলেও নজর তদন্তকারীদের

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : থারুঘাটিতে দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এবার পুলিশের নজরে অণিমা রায়ের কর্মস্থল। অণিমা ফাড়াবাড়ির ওই প্লাস্টিকের বোতল কারখানায় তিন মাস ধরে কাজ করছিলেন। কারখানায় অণিমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারা ছিলেন, তাঁদের কাছে তিনি পরিবার বা ব্যক্তিগত কথা কী বলেছেন, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য খুঁজে পেতে চাইছেন পুলিশকর্তারা।

ঘটনার দিন অণিমার স্বামী তপনের সঙ্গে কার কার দেখা হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গেই বা তাঁর কী কথা হয়েছিল, সেই তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীরা মনে করছেন, অণিমার খুনের জট খুলে গেলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে। যদিও ঘটনার পেছনে প্রথম থেকেই দাবি করে আসা ঋণতত্ত্বই মূল কারণ হতে পারে বলে এদিনও দাবি করেছেন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

কারখানার সহকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অণিমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে তিনজন ছিলেন। প্রত্যেকেই অবশ্য অণিমা কারখানায় ঢোকার আগে থেকেই কাজ করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে প্রণীতা ছেত্রী অন্যতম। তিনি বলছিলেন, 'অণিমা প্রথমে সংলগ্ন অন্য একটি কারখানায় কাজ করতেন। পরবর্তীতে ওই কারখানায় অণিমার এক ছেলে কাজে ঢোকে। এরপর অণিমা প্লাস্টিকের এই বোতল তৈরির কারখানায় কাজে যোগ দেন। সকাল নয়টার সময় রোজ কাজে আসতেন। সন্ধ্যা ছয়টায় কাজ করে বাড়ি ফিরতেন। স্বামীই তাঁকে সময়মতো দিয়ে ও নিয়ে যেতেন।'

অণিমার পরিচিত অন্য কেউ কোনওদিন কারখানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি বলে দাবি করেছেন তাঁর সহকর্মীরা। এমনকি গল্পগুজব করলেও বাড়ির ব্যাপারে খুব একটা বেশি কথা বলতেন না বলেই প্রণীতারা জানিয়েছেন। এদিকে, কারখানার কার্যত উলটোদিকে একই কম্পাউন্ডে অন্য একটি কারখানায় অণিমার এক ছেলে কাজ করলেও তাঁরা আলাদাই যাওয়া-আসা করতেন।

পরিবার সূত্রে খবর, উলটোদিকে কারখানায় কর্মরত

ধাঁধার থেকেও জটিল যেন দম্পতির রহস্যমৃত্যু

অণিমার ছেলে সুজন তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গেই অধিকাংশ সময় বাড়ি ফিরতেন। তাই মায়ের সঙ্গে ফেরা হত না। ঘটনার দিন কাজ করার সময় অণিমা তাঁর কাছে পাঁচশো টাকা চাইতে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন সুজন। তিনি বলেন, 'ওইদিন দুপুরের দিকে মা হঠাৎ করেই আমার কারখানায় এসে পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। কী কারণে চেয়েছিল, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আমি বলেছিলাম, বাড়ি ফিরে দেব। মা সেটা শুনে চলে যায়। তারপর আর ফিরলই না।'

বাঘ সাফারির এনক্লোজারের পরিধি বাড়ছে

বেঙ্গল সাফারি পার্কে জনসমক্ষে স্বচ্ছন্দে কিকা ও দুই শাবক

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বাঘের সফল প্রজনন ঘটিয়ে নজির গড়েছে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক। পর্যটকদের আকর্ষণ ও বন্যপ্রাণের বর্ধিষ্ণু সংখ্যার কথা মাথায় রেখে এবার টাইগার সাফারির জায়গা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ। আগে ২০ হেক্টর জায়গায় এনক্লোজার তৈরি করে বাঘ সাফারি হত বেঙ্গল সাফারি পার্কে। সেটা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৪০ হেক্টর। এব্যাপারে সেন্ট্রাল জু অথরিটি ও রাজ্য জু অথরিটির অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। নতুন করে আরও ২০ হেক্টর এলাকায় ফেন্সিং দেওয়া শুরু হয়েছে। ডিসেম্বরের শেষে কাজ শেষ হওয়ার কথা। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো বাঘ জনসমক্ষে আনা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, সাদা বাঘ কিকা ও তার সাত মাসের দুই শাবককে জন্মের পর জনসমক্ষে আনা হল এই প্রথম। পরীক্ষামূলকভাবে ৩০ মিনিটের জন্য মা ও শাবকদের সাফারির এনক্লোজারে ছাড়া হয়। বাইরের পরিবেশে দুই শাবক নিজেদের দিব্যি মানিয়েও নিয়েছে বলে জানালেন পার্ককর্তারা। বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর ই বিজয়ের বক্তব্য, 'আমরা বাঘের সাফারির এনক্লোজার বাড়ানোর কাজ শুরু করেছি। বাঘেদের পরিবার বাড়ছে, তাই জায়গা বৃদ্ধির অনুমতি মিলেছে।'

২০১৬ সালে ওড়িশার নন্দনকানন থেকে দুটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার আনা হয় শিলিগুড়িতে। তারপর থেকে একের পর এক সফল প্রজননে সাফারি পার্কে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। একসময় সবমিলিয়ে পার্কে ২০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছিল।

বেঙ্গল সাফারিতে বাঘের এনক্লোজার। -ফাইল চিত্র।

এই মুহূর্তে অবশ্য রয়েছে ১৪টি। এরমধ্যে দুটি শাবক। ছয়টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার দার্জিলিং, আলিপুর সহ একাধিক চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে। ১৪টি রয়েল বেঙ্গলের জন্য ২০ হেক্টরের এনক্লোজার ছোট হয়ে যাচ্ছিল। আগামীতে সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী সাফারির কর্তারা। তাই এলাকা বাড়াতে কর্তৃপক্ষ রাজ্য জু অথরিটির কাছে প্রস্তাব পাঠায়। সেখান থেকে সবুজ সংকেত মিলতেই শুরু করা হয়েছে কাজ। তবে সিংহ সাফারি শুরুর জন্য অনুমতির ফাইল এখনও কেন্দ্রীয় জু অথরিটির টেবিলেই আটকে।

- বর্তমানে ১৪টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে
- ভবিষ্যতে সংখ্যা আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা, ২০ হেক্টর জায়গা যথেষ্ট নয়
- পার্ক কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে আরও ২০ হেক্টরের জন্য সবুজ সংকেত

পার্কে আরও কয়েকটি নতুন প্রাণী আনার প্রক্রিয়াও সেন্ট্রাল জু অথরিটির অনুমতি না পাওয়ার কারণে থমকে রয়েছে। সাফারি শুরু না হলেও বনের রাজা এখানকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের বেশ মানিয়ে নিয়েছে বলে জানা গেল সাফারির সিংহের গাইডদের সঙ্গে কথা বলে।

ধর্নায় মমতাবালা

বনগাঁ পুরসভার ৬ কাউন্সিলারের বাড়ির সামনে হামলার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার তাঁদের নিয়ে থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর।

নথিতে মৃত

গোপালগঞ্জে জীবিতকে মৃত বলে এনুমারেশন ফর্ম না দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ, ইস্যু হওয়া মৃত্যুর শংসাপত্র বাতিল করে সমস্ত নথি চালু করতে হবে।

বন্ধ সেতু

মেরামতির কারণে রবিবার ফের বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু। সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মেরামতির কাজ চলছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে চাইছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন।

ফল প্রকাশ

সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি সপ্তাহেই নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। একান্ত সম্ভব না হলে আগামী সোমবার ফল ঘোষণা হতে পারে বলে জানিয়েছে এসএসসি।

১০ নম্বর নিয়ে মামলায় অনুমতি

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশের সময়, নাকি তার আগেই শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর দেওয়া হবে, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার ছাড় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। তাই বিচারপতি অমৃতা সিনহার মন্তব্য, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করেই কোন পরিস্থিতিতে নম্বর যোগ করা হবে তা ঠিক হবে। তাই আবেদনকারীরা চাইলে শীর্ষ আদালতে আবেদন করতে পারেন।'

ইতিমধ্যেই এসএসসির নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। কোন সময়ে ওই ১০ নম্বর দেওয়া হবে, তা নিয়েও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এই সংক্রান্ত মামলায় আবেদনকারীর আইনজীবী বৃহস্পতিবার আদালতে জানান, পর্ষদ কোন পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশের আগে ১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই নম্বর চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় দেওয়া উচিত। তবে আবেদনকারীকে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে হাইকোর্ট।

এছাড়াও নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ২৪ ও ২৬ নভেম্বর শুনানির পর হাইকোর্ট ২৮ নভেম্বর সেটি শুনবে। আংশিক সময়ের চাকরি প্রার্থীরা ওই ১০ নম্বর পাবেন কি না, তা নিয়েও এদিন নতুন মামলা দায়ের হয়েছে।

এদিকে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য অনলাইন আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ১৩৪২১টি শূন্যপদের মধ্যে কোন জেলায় কত শূন্যপদ, কোন কোন বিষয়ে কত শিক্ষক নিয়োগ হবে তার তালিকা প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে

আংশিক সময়ের শিক্ষকদের আর্জি

প্রাথমিকের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীদের যুক্তি, ২০১৭ ও ২০২২ সালের প্রশ্ন ভুল মামলায় এখনও বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। তার আগে কীভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। তাই তাঁদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। সূত্রের খবর, শুক্রবার ওই প্রশ্ন ভুল সংক্রান্ত মামলার বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করবে আদালত।

এসআইআর বন্ধ করার আর্জি

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে মমতার চিঠি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজ আপাতত স্থগিত রাখা হোক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে এদিন এই আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের এই অল্প সময়ের মধ্যে কমিশনের নির্দেশ মেনে এসআইআর করতে গিয়ে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এমনকি প্রাণও যাচ্ছে বিএলওদের। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এসআইআরের কাজ আপাতত স্থগিত রাখার আর্জি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসআইআরের ফর্ম বিলির শুরু থেকেই চাপ বেড়েছে বিএলওদের ওপর। এসআইআর চলাকালীন রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি কয়েক জনের মৃত্যুও ঘটে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ির মাল-এ এরকমই এক বিএলও কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চরমে ওঠে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে লেখা চিঠিতে সেই প্রসঙ্গও এদিন উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, কমিশনের নির্দেশ মেনে এত অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআর সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে। তার ফল ভুগতে হবে সাধারণ মানুষকে। রাজ্যে চালু এসআইআর অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছেছে বলেও মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই ব্যবস্থা শুধু আতঙ্ক বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করেনি, ভয়ংকর হয়ে উঠছে। কারণ হিসেবে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি না করে এসআইআরের মতো কাজ শুরু করার জন্যে কমিশনকে দুষেছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, প্রস্তুতি ছাড়াই এই ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রথম দিন থেকেই অপব্যবস্থাকে চরমে তুলেছে। বিএলওদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়ের অভাবে বিএলওদের ওপর মারাত্মক কাজ চাপ তৈরি হচ্ছে। পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া এবং বিপুল কাজের চাপ তৈরি হওয়ায় বিএলওরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। কমিশনের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাঁদের সীমার বাইরে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। অনলাইনে ফর্ম আপলোড করার মতো বিষয়ে বিএলওদের সমস্যার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে কমিশনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বিএলওদের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা না দিয়ে তাঁদের শোকজ নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। যে কাজ তিন বছর লাগে তা তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে বলা হচ্ছে। এর ফলে অফিসার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই আমি অনুরোধ করছি যাতে আপনি এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। আমি বিশ্বাস করি আপনি আইন অনুযায়ী কাজ করবেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির সমালোচনা করেছে বিজেপি সহ বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা যারা রাজ্যের আশ্রয়ে ছিল তারা সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই আতঙ্ক ও হতাশা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছেন। অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নাটক করছেন। অনুপ্রবেশ এবং অবৈধ ভোটারের তত্ত্ব একদিন দিদিই শিখিয়েছেন। ভোট পর্যন্ত দিদি-মোদির এই নাটক চলবে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'সর্বদলীয় বৈঠকে আমরাই বলেছিলাম, এসআইআরের জন্যে প্রস্তুত নয় রাজ্য। কিন্তু ওই বৈঠকে তৃণমূল উপস্থিত থাকলেও সেদিন তারা কোনও প্রতিবাদ করেনি।'

ওরা কাজ করে... বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

ফের বাংলাদেশি রোগী বাড়ছে কলকাতায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : আবারও বাংলাদেশি রোগীর ভিড় বাড়ছে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে। অক্টোবর মাস থেকে চেনা ছন্দে ফিরছে হাসপাতালগুলি। গত বছর বাংলাদেশে কোটাবিরোধী আন্দোলন আবহে সীমান্ত পেরিয়ে চিকিৎসার জন্য রোগী আসা কার্যত থমকে গিয়েছিল। সম্প্রতি সেই ছবিটা বদলাতে শুরু করলেও হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা ঘিরে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা মাথায় রেখে এখনও সাবধানতা অবলম্বন করছে কলকাতার হাসপাতালগুলি।

পরিসংখ্যান বলছে, আন্দোলনের আগে বাংলাদেশ থেকে প্রতি মাসে গড়ে আড়াই হাজারেরও বেশি রোগী আসতেন শহরের হাসপাতালগুলিতে। ভিসা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত এই হার কমে গিয়েছিল। সম্প্রতি মেডিকেল ভিসা দেওয়ার অনুমতি মেলায় সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বাংলাদেশি রোগীর আগমন বেড়েছে ২০-২৫ শতাংশ। এই কথা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়ে একটি প্রথম সারির বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গত দু-মাসে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩০ শতাংশ। তবু গতবছর আন্দোলনের আগে পর্যন্ত যে রোগীর সংখ্যা ছিল, তা এখনও ছুঁতে পারা সম্ভব হয়নি। বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, চলতি মাসে এখনও পর্যন্ত দেড় হাজার জন বাংলাদেশি রোগী এসেছেন। চিকিৎসার জন্য ভারতে আসতে হলে বাংলাদেশি নাগরিকদের হাসপাতাল কর্তৃক অনুমোদিত ভিসা ইনভিটেশন লেটার সংগ্রহ করতে হয়। এখন বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে এই চিঠির জন্য আবেদনের সংখ্যা মাসিক ২ হাজারের কাছাকাছি। তবে কর্তৃপক্ষের আক্ষেপ, আন্দোলনের আগে যে সংখ্যায় বাংলাদেশি রোগী কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসতেন, এখন রোগীর সংখ্যা তার মাত্র ৫০ শতাংশ।

আগে আউটডোরে ডাক্তার দেখাতে মাসে শ'খানেক বাংলাদেশি রোগী আসতেন। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ জনের মতো। তবে পঞ্চসায়রের একটি বেসরকারি হাসপাতাল জানিয়েছে, গত বছর বাংলাদেশি রোগী একেবারেই আসতেন না। এখন সেখানে ৫ জন ভর্তি রয়েছেন। আন্দোলন আবহের পর এই প্রথম এত বেশি রোগী ভর্তি হলেন। হৃদরোগ, ক্যানসার সহ জরুরি চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশি রোগী বেশি আসছেন কলকাতায়। গুরুতর অসুস্থ রোগীরা দ্রুত ছাড়পত্র পাচ্ছেন বলেই মনে করছেন চিকিৎসক মহল।

ফর্ম পূরণের গতিতে সন্তুষ্ট

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : লাফিয়ে বাড়ছে রাজ্যে পূরণ করা ভোটার তালিকার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে বিলি করা ফর্মের প্রায় এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৫.৫ শতাংশ) ইতিমধ্যেই ডিজিটাইসড হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ১৯.৩৬ শতাংশ। অন্যদিকে, এনুমারেশন ফর্ম বিলি হয়েছে ৯৯.৭৩ শতাংশ। সংখ্যার হিসেবে ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ। রাজ্যের মোট ভোটার ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ। এরই পাশাপাশি কমিশনেরই আর একটি সূত্র বলছে, পূরণ করা ফর্ম ফেরানোর কাজে কেরল, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যের থেকে অনেকটাই এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। এই দফায় যে ১২টি রাজ্যে এসআইআর চলছে, সেগুলির মধ্যে একমাত্র ফর্ম বিলির কাজ ১০০ শতাংশ করতে পেরেছে এই রাজ্য।

অর্থ পায়নি কোনও দপ্তর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং সহ সমতলের দু-একটি জেলায় সম্প্রতি নজিরবিহীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তাঘাট, সেতু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র। প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সেগুলির পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠনের কাজে আলাদাভাবে কোনও দপ্তরকেই অর্থ বরাদ্দ করেনি নবান্ন। অথচ বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দপ্তর সচিবদের নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে একটি টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়। তাদের কাছে বিভিন্ন দপ্তর তাদের অধীনস্থ রাস্তাঘাট সহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রের সমীক্ষা করে পুনর্গঠনের কাজে আলাদাভাবে নবান্নের কাছে অর্থ দাবি করে। ঠিক হয়, টাস্ক ফোর্স তা খতিয়ে দেখে দপ্তরগুলির জন্য আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ করবে। নবান্ন সূত্রের খবর, সেইসময় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির মেরামতি ও সংস্কারের জন্য আলাদাভাবে প্রায় ২০০ কোটি টাকার দাবি জানায়। পূর্ত সহ অন্যান্য

উত্তরবঙ্গ বিপর্যয়ের দেড় মাস পার

দপ্তরের পক্ষ থেকেও সংস্কারের জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দের দাবিও করে।

সর্বশেষ টাস্ক ফোর্সের বৈঠকও হয়ে গিয়েছে প্রায় পক্ষকাল আগে। অথচ এদিন নবান্ন সূত্রের খবর, দ্রুত আবার টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে বসে সব বিষয়ই চূড়ান্ত করা হবে বলে ঠিক থাকলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৈঠক হয়নি। স্বভাবতই প্রশাসনিক মহলের একাংশে প্রশ্ন উঠেছে, পরিস্থিতি খারাপ থাকায় মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে দু-বার যেতে হয়। তবুও পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজে এখনও আলাদাভাবে কোনও অর্থ বরাদ্দ পায়নি কেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তর?

এদিন এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'দপ্তরের নিজস্ব বাজেটের টাকা দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। আলাদাভাবে এজন্য এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দের টাকা পাওয়া যায়নি। ক্ষতি মেরামতির জন্য পৃথক অর্থ দাবি করা হয়েছে। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই তা হাতে পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারে গঠিত টাস্ক ফোর্স বৈঠকে খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

উদ্যোগ

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে পথকুকুরদের জন্য খাবার দেওয়ার এলাকা তৈরি করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। শহরের ১৬টি বরোর ৪৮৭টি স্থান ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ। সেখানে সংকেত চিহ্ন বসানোর কাজও চলছে। পুরসভার মাসিক অধিবেশনে এমনটাই জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

অসুস্থ বিএলও'কে রেহাই

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : অসুস্থ হয়ে পড়া হুগলির কোন্নগরের বিএলও তপতী বিশ্বাসকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এনুমারেশন ফর্ম বিলির সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৬০ বছর বয়সি তপতী। কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বুধবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের দাবি, সেরিব্রাল অ্যাটাকে তাঁর বাঁদিক অবশ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার তাঁকে দেখতে যান। তপতীর স্বামী জানান, আগে থেকে অবস্থার উন্নতি হয়েছে তপতীর। এমআইআর রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ কতটা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে চিকিৎসার খরচ মেলেনি বলে অভিযোগ পরিবারের।

জামিন নয়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : দত্তাবাদের স্বর্ণব্যবসায়ীর খুনের ঘটনায় ধৃত তিন অভিযুক্তের জামিনের আর্জি খারিজ করল নিম্ন আদালত। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাজু ঢালি, তুফান থাপা ও বিবেকানন্দ সরকারকে আদালতে হাজির করানো হয়। তাঁদের আইনজীবীরা আদালতে জামিনের আর্জি জানান। কিন্তু সেই আর্জি নাকচ করেছেন বিচারক।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তদন্তে বেশ কিছু সিসিটিভির ফুটেজ হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। ওই ফুটেজগুলিতে অভিযুক্তদের দেখা গিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

অর্ধেকের বেশি ভোটারকে ডাক শুনানিতে, দাবি বিজেপির

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : এসআইআর স্থগিত রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর আর্জির আবহেই বিজেপির দাবি, এসআইআর সম্পূর্ণ হলে রাজ্যের অর্ধেকের বেশি ভোটারকে শুনানির মুখোমুখি হতে পারে। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের ৮ কোটি ভোটারের মধ্যে ৩ কোটি ৭০-৮০ লক্ষ ভোটারের ম্যাচিং হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে তাঁদের শুনানিতে কাগজ দেখাতে হবে। তাঁদের মধ্যে তো একটা সিংহভাগ অংশ থাকবে, যাঁরা সন্দেহজনক। এসআইআর-এ তাঁদের নাম বাদ যাবে।

জগন্নাথের দাবি, বিভিন্ন সূত্র ও বিএলওদের থেকে ১৮ নভেম্বর বিকাল পর্যন্ত যে তথ্য এসেছে তাতে রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি (৩ কোটি ৭০-৮০ লক্ষ) ভোটারের ম্যাচিং হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে সাড়ে ৩ থেকে ৪ কোটি ভোটারকে কাগজ দেখাতে হবে। কারণ, তাঁদের কোনও পারিবারিক সূত্র মিলছে না। এদের অধিকাংশেরই ২০০২-২০২৫-এর মধ্যে নাম উঠেছে। সেক্ষেত্রে শুনানিতে ডাক পাওয়া ভোটারদের একটা সিংহভাগ অংশ থাকবে যাঁরা সন্দেহজনক। স্বাভাবিকভাবেই এসআইআর-এ তাঁদের নাম বাদ যাবে।

এসআইআর সহজ করতে মূল কাজ শুরুর আগে ২০০২ ও ২০২৫-এর ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজ করেছিল কমিশন। জগন্নাথের দাবি, সেই কাজ করতে গিয়েই কমিশনও এই তথ্য পাচ্ছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। যাঁরা বিবেচিত হবেন না, তাঁদের নাম তুলতে কমিশনের শুনানিতে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে বিজেপির দাবি যদি কিছুটাও সত্যি হয় তাহলে কয়েক কোটি ভোটারকে শুনানিতে ডাকতে হবে। বাস্তবে কী হবে সেটা সময় বলবে।

তবে শুভেন্দু অধিকারীর আশঙ্কা, ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের মাধ্যমে কার্যত বিএলওদের থেকে সন্দেহজনক ভোটার নথি হাইজ্যাক করা হচ্ছে। এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু লিখেছেন, জেলাশাসকদের একাংশ বিএলওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ভোটার তথ্য সংক্রান্ত বিএলও অ্যাপের ওটিপি ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের দিতে বাধ্য করছেন। যাতে এসআইআর প্রক্রিয়াটাকেই ভণ্ডুল করে দেওয়া যায়।

সীমান্তে কারা, মুখে কুলুপ সবার

এলাকা বিএসএফ-এর অধীনে, দায় এড়ালেন পুলিশ সুপার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

হাকিমপুর সীমান্ত (স্বরূপনগর), ২০ নভেম্বর : বিএসএফ-এর হাকিমপুর সীমান্ত চৌকি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটা জটলা। কেউ কালো ত্রিপল টাঙিয়ে অথবা কেউ খোলা আকাশের নীচে কোলে বাচ্চা নিয়ে বসে আছেন। এঁরা কারা? কেনই বা বসে আছেন? এঁদের দাবি, এঁরা সবাই বাংলাদেশি। এক সময় এপারে জীবনজীবিকার খোঁজে এসেছিলেন। এসআইআর আবহে কাগজপত্রের খোঁজ পড়েছে। তাই ফিরতে চান। কিন্তু আসার মতোই ফেরা-ও কঠিন। প্রায় ১৫ দিন ধরে স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর সীমান্তে এভাবেই প্রায় সাড়ে চারশো মানুষ 'তাঁদের দেশে' ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ফিরতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন, ওপারে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি বিএসএফ। তাই ভাগ্যের হাতে নিজেদের জীবন সঁপে দিয়েছেন তাঁরা।

স্বরূপনগর বাজার থেকে হাকিমপুর সীমান্তের দূরত্ব সাড়ে ১৫ কিলোমিটার। নানা সময়ে আসা এই মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দাবি করে তাঁরা বলছেন, কাগজপত্র না বানিয়েই মধ্যমগ্রাম, বারাসত, নিউটাউন এলাকায় তাঁরা থাকছিলেন। বাংলাদেশ থেকে এপারে বা এপার থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য 'ধুর পার্টি' (দালাল) থাকে। তারা টাকার বিনিময়ে পারাপার করিয়ে দেয়। ছয়মাস আগেও পারাপারের দর ছিল জনপিছু ১২০০ টাকা। কিন্তু হঠাৎ করেই এসআইআর ঘোষণার পর এই রাজ্য থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য জনপিছু ৩ হাজার টাকা ও বাংলাদেশ থেকে এই রাজ্যে আসার জন্য জনপিছু ১২০০ টাকা দর ধার্য করা হয়েছে। এত টাকা দিয়ে ফিরতে পারছেন না অনেক পরিবারই। তাঁরা তাকিয়ে আছেন সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর।

মধ্যমগ্রামের বাসন্তী কলোনিতে থাকতেন রাবেয়া বিবি। তাঁর দাবি, পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলার তাঁকে থাকার অনুমতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটার বা আধার কার্ড তিনি তৈরি করতে পারেননি। গত সাতদিন ধরে তিনি এবং তাঁর ছয়মাসের ও দু-বছরে দুই বাচ্চা এবং স্বামীকে নিয়ে রয়েছেন খোলা আকাশের নীচে। রাবেয়া বলেন, 'বাংলাদেশে অশান্তির পর জনপ্রতি ১ হাজার টাকার বিনিময়ে আমরা এখানে চলে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম পেট চালিয়ে নেব। কিন্তু আমাদের কাছে কোনও কাগজপত্র নেই। শুনছি আমাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাই আমরা দেশে ফিরে যেতে চাইছি। কিন্তু বিএসএফ অনুমতি দেয়নি।'

বারাসতের একটি পানশালায় প্রায় ১০ বছর নর্তকীর কাজ করেছেন রিয়া (পরিবর্তিত নাম)। তাঁর দাবি, ২০১৫ সালে এদেশে আসার সময় ধুর পার্টিকে ৫০০ টাকা দিয়ে এসেছিলেন। সোদপুরে একটি ঘরে তিনি ভাড়া থাকতেন। স্থানীয় কাউন্সিলার তাঁকে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ওই সার্টিফিকেটও কাউন্সিলার ফিরিয়ে নেন। তাই পেটের টান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ফিরে যেতে হচ্ছে।

হাতের সামনে এত অনুপ্রবেশকারী যদি সত্যিই থাকে, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? বসিরহাটের পুলিশ সুপার হাসান মেহবুব রহমান বলেন, 'ওই এলাকা সম্পূর্ণভাবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধীনে। তারা কোনও পদক্ষেপ করলে করতে পারে। আমাদের কিছু জানানো হয়নি। তাই আমরা কিছু বলতে পারব না।' বিএসএফ কর্তারা বিষয়টি এড়াতে এই ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও বক্তব্য দিতে রাজি নন। বিএসএফ-এর এক কর্তাকে বার দশেক ফোন করার পর তিনি বলেন, 'এই ব্যাপারে আমরা কোনও কথা বলব না। যদি কিছু বলার থাকে বিবৃতি দেওয়া হবে।'

এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান জেসিমা পারভিন বলেন, 'কারা এসেছে জানি না। বিএসএফ জানে।'

আজ টিভিতে

সেদিন দেখা হয়েছিল দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মন মাঝি রে (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৩০ দাদা, সন্ধে ৭.৩০ রংবাজ, রাত ১০.৩০ পথভোলা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.১৫ জোশ, রাত ১০.১৫ লে হালুয়া লে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ বউমার বনবাস, দুপুর ১২.০০ অগ্নিপথ, ২.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ আক্রোশ, রাত ১০.৩০ টনিক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শপথ নিলাম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহাকাল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.১২ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, ২.১৮ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.৪৪ ঘায়ল, সন্ধে ৭.৩০ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ৯.৫৮ স্নেক

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০০ পাতিয়ালা হাউস, দুপুর ১.৩০ হেলিকপ্টার ইলা, বিকেল ৩.৪৫ ছপক, ৫.৪৫ লুকাছুপি, সন্ধে ৭.৫৯ ময়দান, রাত ১০.৫৯ কলংক

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২০ বাশা, দুপুর ১.৪৮ অখণ্ড, বিকেল ৫.০১ সাম্বা, সন্ধে ৭.৩০ থুরথু নির্গমনা, রাত ১০.১৫ ডি ব্লক

জি সিনেমা : বেলা ১১.০৬ দবং, দুপুর ১.৪৩ বেবি জন, বিকেল ৪.৫০ সূর্য : দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ

শুভ দাসের গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ** অনুষ্ঠানে। সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

সেরেনা বিকেল ৩.৫০ **রমেডি নাউ**

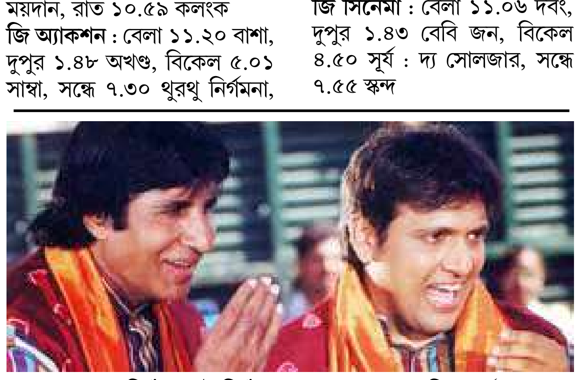

বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ দুপুর ১২.১২ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো সমস্যা হলেও বুদ্ধিবলে তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে না পারলে সমস্যা হতে পারে। মিথুন : শারীরিক কারণে শুভ অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা বিশেষ সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : জমি, বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে জমা পুঁজিতে হাত দিতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি। সিংহ : অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কন্যা : কাউকে বিশ্বাস করে টাকা দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা। তুলা : ব্যবসায় নতুন লগ্নি নিয়ে চিন্তা বাড়বে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে পদোন্নতি আটকে যেতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার সাফল্যে গর্বিত হবেন। ধনু : জমিজমা সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হতে পারে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। মকর : প্রেমের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরস্পর আলোচনা করে নিন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা। কুম্ভ : পারিবারিক সমস্যা সমাধানে আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়তি আনন্দের পরিবেশ। মীন : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। স্ত্রীর ভাগ্যে সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ কার্তিক, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ৪ অঘোন, সংবৎ ১ মার্গশীর্ষ বদি, ২৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৯, অঃ ৪।৪৮। শুক্রবার, প্রতিপদ দিবা ১।১০। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১।২৭। অতিগণ্ডযোগ দিবা ১১।১০। ববকরণ দিবা ১।১০ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।১০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১।২৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১।১০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ১।১০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৮।৪১ গতে ১১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।২৭ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও দ্বিতিয়ার সপিণ্ডন। আচারবশতঃ হরিষষ্ঠী ও কাঁচাঘটপূজা। মনোরথদ্বীতিয়া ব্রত। চন্দ্রোদয় দিবা ৬। ৪১ গতে এবং চন্দ্রাস্ত রাত্রি ৫।২৫ গতে। বিজ্ঞানী স্যর সি.ভি.রমণের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ৭।৩৯ গতে ৯।৪৬ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৯ গতে ৩।৩৪ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।০ মধ্যে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৮২ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

‘ইন্ডিয়া’ সেই তিমিরেই

দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে ইতিহাস গড়লেন নীতীশ কুমার। প্রচারপর্বে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেককিছু শোনা গেলেও নীতীশে আস্থা রাখল এনডিএ। অন্যদিকে, তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ভরাডুবির সঙ্গে সঙ্গে ভাঙন ঘটে গেল লালুপ্রসাদের পরিবারে। লালুর চার কন্যা রোহিণী, চন্দা, রাগিণী ও রাজলক্ষ্মী আরজেডি'র চরম ব্যর্থতার পর দল এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

এক অদ্ভুত সমাপতন! মাসকয়েক আগে লালু তাঁর বড় ছেলে তেজপ্রতাপকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছিলেন। আরজেডি'র প্রাণপুরুষ লালুপ্রসাদের সময়টা একেবারে ভালো যাচ্ছে না। তেজস্বীকে ঘিরে রাজনীতিতে তাঁর উত্তরসূরির যে স্বপ্ন তিনি এতকাল দেখছিলেন, তাতে জোর ধাক্কা লেগেছে দলীয় ও পারিবারিক বিপর্যয়ে।

‘ইন্ডিয়া’ জোট যখনই কোনও রাজ্যে হেরে যায়, তখনই শুরু হয় শরিকদের পারস্পরিক দোষারোপের পালা। এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ ঝড়ে আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের মহাজোট খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় এনডিএ ২০২টি জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। আসন সংখ্যায় বিজেপি ৮৯, জেডিইউ ৮৫ ও লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) ১৯।

উলটোদিকে মহাগঠবন্ধন পেয়েছে ৩৫ আসন। তার মধ্যে আরজেডি একাই পেয়েছে ২৫টি আসন। কংগ্রেস মাত্র ৬টি দখল করতে পেরেছে। এর আগে আরজেডি সবচেয়ে কম আসন পায় ২০১০ সালে, ২২টি আসন। এবার দুই দফার ভোটে ৬৭ শতাংশের বেশি ভোট পড়ায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের অনুমান ছিল, পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটে তেজস্বীরা নীতীশের বিজয়রথ থামিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু বারোটি বুথফেরত সমীক্ষার মধ্যে একমাত্র ইন্ডিয়া টুডে অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া'ই আভাস দিয়েছিল, লড়াই হবে সমানে সমানে। এনডিএ জিতলেও জিতবে সামান্য ব্যবধানে। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পর ভোট পণ্ডিতরা হতবাক হয়ে যান। যাঁরা এনডিএ-কে সম্ভাব্য জয়ী ভেবেছিলেন, তাঁরাও এমন ঐতিহাসিক সাফল্য কল্পনা করতে পারেননি। সমীক্ষাগুলিতেও সেই আভাস ছিল না। এমন ফল ভোট পণ্ডিতদের ধারণার বাইরে ছিল।

শেষপর্যন্ত হরিয়ানা, দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের পর বিহারে বিপর্যয় ঘটল ‘ইন্ডিয়া'র। এরপর ‘ইন্ডিয়া'র সর্বভারতীয় নেতৃত্বের রাশ নিজের হাতে রাখার জন্য তৎপর হয়েছে তৃণমূল। আগ্রহী সপা'ও। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যে বিহারের ফল নিয়ে তাঁর দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। রাহুল অবশ্য এখনও বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটচুরির অভিযোগে সরব। সত্যি বলতে কী, একমাত্র ঝাড়খণ্ড ছাড়া সর্বত্র ‘ইন্ডিয়া’ ব্যর্থ হয়েছে।

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের পরেও কংগ্রেস ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছিল। বাস্তবে বিজেপি এবং এনডিএ'র অন্য শরিকরা গত লোকসভার তুলনায় বিধানসভা ভোটে অনেক বেশি ভোট টেনেছে। বিহারে মহাজোটের ভরাডুবির পিছনে কারণ অনেক। ১) লালু-রাবড়ি জমানার জঙ্গলরাজ এখনও মানুষের কাছে দুঃস্বপ্ন, ২) ভোটপর্বের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিহারে রাহুলের অনুপস্থিতি, ৩) আসনভাগ নিয়ে মহাজোটে তীব্র মতবিরোধ, ৪) তেজস্বীকে ইন্ডিয়ার মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসেবে মানতে জোটে অনেকের আপত্তি, ৫) মোক্ষম সময়ে ক্ষুব্ধ তেজস্বীর প্রচার বন্ধ করে গৃহবন্দি থাকা ৬) নীতীশের জমানায় সুশাসনের সুনাম, ৭) ভোটের প্রাক্কালে বিহারে মহিলা ভোটারদের এককালীন দশ হাজার টাকা অনুদান, ৮) প্রচারে বিহারজুড়ে মোদি-অমিত শা'র অজস্র সভা।

আরও কিছু কারণ হয়তো আছে। সত্যি বলতে, ২০২৪-এ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ‘ইন্ডিয়া'র যে সাফল্য দেখা গিয়েছিল, মাসকয়েকের মধ্যে তা উধাও হয়ে যায়। তারপর থেকে পরাজয়ের গ্লানিই তাদের বহন করতে হয়েছে বেশি। ‘ইন্ডিয়া'র শরিকি সংঘাত বন্ধ না হলে, নিজেদের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে না পারলে, পরস্পরকে দোষারোপের রোগ থেকে মুক্ত হতে না পারলে আগামী বছরের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনেও ওই জোটের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখের হবে না।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

দস্যি মেয়েরাই লিখল মন্দ মেয়ের উপাখ্যান

প্রথাবিরোধী অন্যপথের মেয়েরাই আজ প্রেরণা জোগাচ্ছে নারী আন্দোলন, নারীর সক্ষমতা, নারীর অনুকম্পায়।

সন্দীপন নন্দী

-এআই

‘দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা’- এমন গতানুগতিক গণ্ডির গরাদ ভেঙে মুক্তির বিভা ছড়ানো তো মুখের কথা নয়! আর সে যদি হয় মেয়ে, অযুতনিযুত কিন্তু-তবুর শোরগোল উঠবেই। ফলে নীতিনির্ধারকদের নিন্দা, কুৎসার লক্ষ্য হয়ে ওঠে সেই নারীরা। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের দালানগুলো গেল গেল ঝড়ে কাঁপতে থাকে অহরহ। অযাচিত বহ্নিতাপে চিরাচরিত নিয়মের জতুগৃহ দগ্ধের সম্ভাবনায় ‘অন্য রকম’ ভাবতে পারা মেয়েদের পেছনে টেনে ধরে নীতিবাগীশ ইনস্টিটিউট। এত কালের নিয়ম, জগৎ পাঠশালায় নারীবিদ্বেষের প্রথম কর্মসূচি।

রাত ১০টার পর বাইরে বেরোনো মানা, খোলামেলা পোশাক পরবে না, নির্দেশ আসে দৈববাণীর মতো। তবু চোয়াল, শিরদাঁড়া কিংবা স্নায়ুকে শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না ভেবে প্রতিবাদের প্রহরণ জ্ঞানে অগ্রাধিকার দিয়েছে যারা, তাদের তো মান্যতা দিতেই হয়। আশ্চর্য! যে মেয়েরাই আজ নম্রতা, শিষ্টাচারের চিরমুকুট হেলায় নামিয়ে অভ্যাস ভাঙার ভয় তৈরি করছে। ওদের কণ্ঠেই সুদৃপ্ত শুনি, ভালোবাসাই মুখ্য, কাকে ভালোবাসছি বড় কথা নয়। কতজন মেয়ে বলতে পারে এ মুক্তির ভাষ্য? ক'জন কন্যা পেরেছেন সংসার, আত্মীয় জলাঞ্জলি দিয়ে প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে জীবন অতিবাহনের দুর্মর স্বপ্ন দেখতে? আসলে স্পর্ধার অনুশীলনে কোনও লেসন প্ল্যান হয় না। বরং বাঁচার ঘাতপ্রতিঘাতে অনাদর, অনভ্যাস আর নিরন্তর সংশয়ের সহ্য শক্তিতে নারীজন্ম ক্রমে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রিয়, পরম ও পবিত্র হয়ে ওঠে।

তাই বোধের অগ্নিপরীক্ষায় সাহসী কন্যারা সমাজকে বার্তা দিয়ে যায়। সুন্দরবনের অখ্যাত গঞ্জকোণে সদ্য এক অভূতপূর্ব রূপকথা রচনা করেছেন রাখি নস্কর আর রিয়া সর্দার। ফোনে আলাপ পরিণত হয় পরিণয়ে। সহজ ছিল না। সমাজের কটূক্তি, কটাক্ষ উপেক্ষা করে দুই নৃত্যশিল্পী মেয়ে বিয়ে করলেন। আপাতত এটুকুই সত্য। এতে অন্ত্যজ গ্রামেও প্রথার প্রাকার চুরমার হল অচিরে, দুজন প্রগতিশীল কন্যার সৌজন্যে। কী বলা যায়? হৃদয় অবাধ্য মেয়ে? আসলে কিছু কথা থাকে যা বাক্যে ব্যাখ্যার অতীত। কারণ আত্মমর্যাদা ও প্রেমের আহ্বান যখন প্রায়োরিটি তখন বাকিসব অপাংক্তেয় জ্ঞানে প্রচলিত সংস্কারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংসার পাতে দুই বন্ধু। প্রীতি ও প্রণয়ে যৌথজীবনই জয়ী হয়।

আসলে এভাবেই স্বীকৃতির অপেক্ষাহীন চঞ্চল মেয়েদের বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নেয় সমাজ। তখন চেতনার দুয়ারে খট খট করতে করতেই খুলে যায় নারীমুক্তির বিশ্বদরবার। তাই দস্যিপনা, ক্রোধ, পেশিবাহুল্য, যুদ্ধ থেকে বিশ্বক্রীড়ার আধিপত্য একদা কেবল যে পুরুষের একক অধিকার ছিল, তাতে নারীরও প্রতাপ, প্রসন্নচিত্তে মেনে নিল আপামর জনসমাজ। ফলে কোনও কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চিরকালীন অনুশাসন থেকে বিরত হয়ে আজ নারীসম্মুখে উপস্থিত ‘স্বনির্বাচন’-এর স্বাধীনতা কিংবা প্রত্যাখ্যানের অথই সম্ভাবনা।

যেমন বীরভূমের দুবরাজপুরেও দুই গৃহবধূ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নমিতা আর সুস্মিতা। ইনস্টাগ্রামের পরিচয় থেকে নিবিড়, নিকট। একদিন হঠাৎ দুজনেই তিতিবিরক্ত দাম্পত্যজীবনে স্বামীর পীড়ন হতে মুক্তির ইচ্ছেগুলো ব্যক্ত করলেন। ব্যাস, প্রণয়ের অভ্যেস বদলে গেল প্রত্যয়ে। দুই মেয়ের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস প্রাধান্য পেল। সম্পর্ক, সন্তান, দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাতপাঁচ লহমায় ম্লান করে দিয়ে শুধু নিজের জন্য বাঁচার তাগিদে খুঁজে নিলেন ভিন্ন পরিসর। অনাচারের অন্যবিবাহে লিঙ্গ নয়, মুখ্য হল দুই কন্যার ভালোবাসা।

তাইতো দেখি এভাবেই নিজের ভালোলাগাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশ্ববন্দিত মহিলা টেনিস প্লেয়ার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। ২০১৪-য় ইউএস ওপেন চলাকালীন প্রপোজ করে বসলেন প্রাক্তন মিস ইউএসএস আর জুলিয়া লেমিগোভাকে। দুই সেলেব কন্যা এক ছাদের তলায় একাকার হয়ে গেলেন। দুজন সন্তান দত্তক নিয়ে আজ সে সংসার যেন চাঁদের হাট।

পুরুষের ট্রেডমার্ক অত্যাচার, অপমান, নিগ্রহের জবাব দিতে পিতৃত্বের প্রয়োজনহীনতাকে তুচ্ছজ্ঞানে বৃহৎ করে তুলল মেয়েরাই। অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন থেকে ক্যাটরিনা হালিলি, ক্যারি বিকমোরের মতো বহু অভিনেত্রী আজ তাই সব সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে শুধু সিঙ্গল মাদার।

কিন্তু অন্যরকম অপেক্ষার উন্মেষ আছে বলেই তো মানবজীবনে এত বিপুল শেডের ঘনঘটা, পারস্পরিক সম্পর্কে রামধনু রঙেরা বিরাজমান। খবর আসে পাহাড়, নদী, সমুদ্রের কাছে নতজানু বিস্ময়ে গচ্ছিত থাকে সেসব এবং যা অতিক্রম সহজ ছিল না। অথচ তা যে অপার্থিব, অপ্রত্যাশিত নয়, প্রমাণ মেলে কন্যাদের যাপনে। সে জনবহুল মেট্রো প্ল্যাটফর্মে চুম্বনরত ধনি্য মেয়ে হোক বা বিসর্জন শোভাযাত্রায় মদ্যপানরত জনৈক বিদুষী, একটা ভাঙনের জয়গান কিন্তু উঠছে। যা কিছু জীর্ণ, যাহা পুরাতন তা ভেসে গিয়ে অজানার ভয় টুটছে। ফলে দুর্দমনীয় পুরুষের আকাশে আক্ষরিক অর্থেই অর্ধেক অধিকার বুঝে নিতে চেয়েছে মেয়েরা।

এদিকে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের পর মধ্যরাত শাসনরত জেমিমার সেই রাজকীয় ভঙ্গিমায় শুয়ে থাকার চিত্রখানি যে শত বীরপুরুষের আস্ফালন আর উন্নাসিক ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এত ট্রোল, মিম আর কুকথার বন্যা। কিন্তু যে দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন অবিকল এক শার্দূলরমণী শিকারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে শ্যামল উদ্যানে।

আসলে দুর্জয় পুরুষের সমকক্ষ হতে পারার প্রয়াসকে যুগে যুগে শোভন আর অশোভনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতেই মেয়েদের চরিত্র, চলাফেরা, পেশা নিয়ে অহেতুক প্রশ্ন উঠেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচিত্র জিজ্ঞাসায়, কুনজরে, অযাচিত স্পর্শে কর্মস্থল থেকে দৈনন্দিন বাসে, ট্রামে, ট্রেনে তারা জেরবার হয়েছে বারো মাস। ফলশ্রুতি? প্রতিবাদ, প্রতিরোধে পুরুষের প্রতি নগণ্য শ্রদ্ধাটুকুও হারিয়ে বসলেন ইভের কন্যারা। প্রাচীন সপ্তপদী যৌথসম্পর্কে অজস্র মূল্যবোধের স্পৃহা, যাপনের উদ্যোগে নিতান্ত ফাঁক তৈরি হল। বিনিময়ে পুরুষের সহস্র চাওয়াপাওয়ার অধিকারবোধের কর্তৃত্ব পেতে প্রহারের আশ্রয় নিল। কোমলমনা, আপাত সর্বংসহাদের নীরবতার সুযোগে পুরুষ ভেবে নিল ইহাই যেন দস্তুর।

কিন্তু সকলে লক্ষ্মীমেয়ে হলে অলক্ষ্মীরা যাবে কোথায়? তাই সংসারে দুষ্টুমেয়েদের নিয়েই দিকে দিকে নির্মিত হল মন্দমেয়ের উপাখ্যান। যারা মুখরা, ডাকাবুকো এবং পুরুষের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে একা একা বাঁচতে চাইলেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিজ্ঞান, দেরাজের বায়োলজিক্যাল থিসিসকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে হয়ে উঠলেন স্রেফ সিঙ্গল মাদার। যা থেকে নতুন বৃত্তান্ত লেখার তোড়জোড় শুরু হল বিশ্বে। পুরুষের ট্রেডমার্ক অত্যাচার, অপমান, নিগ্রহের জবাব দিতে পিতৃত্বের প্রয়োজনহীনতাকে তুচ্ছজ্ঞানে বৃহৎ করে তুলল মেয়েরাই। অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন থেকে ক্যাটরিনা হালিলি, ক্যারি বিকমোরের মতো বহু অভিনেত্রী আজ তাই সব সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে শুধু সিঙ্গল মাদার। যে অনন্ত ঊষাকালের মেয়েবেলায় পিতার প্রবেশ চির নিষিদ্ধ। আর এইসব প্রথাবিরোধী অন্যপথের মেয়েরাই আজ প্রেরণা জোগাচ্ছে নারী আন্দোলনে, নারীর সক্ষমতায়, নারীর অনুকম্পায় কিংবা রাতদখলে।

কিন্তু প্রেমে বৈধ অবৈধর সিলমোহরের প্রচলন তো আবহমানকালের। জানা যায়, ঈশ্বরকুলকে অগ্রাহ্য করে নক্ষত্ররাজ্যের দেবী তারা একসঙ্গে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের প্রেমিকা হবার সাহস দেখিয়েছিলেন। নিজের ঘর সামলেও পরপুরুষকে স্বেচ্ছায় শরীর দেওয়ার আদিমন্ত্র শিখিয়ে গিয়েছেন সেই কবে। এটাই তো চয়েস। তাই পুরাণে পরকীয়া প্রেমের জননী বলা যেতে পারে সুন্দরী তারাকে। কিন্তু রীতিনীতির দেবালয় ভাঙতে উৎসাহ দেওয়া তারা, অহল্যা, দেবযানীরা আজও চরিত্রহীনা, নষ্টমেয়ে সকলের চোখে। আসলে পুরাণ হল হিন্দুদের চরিত্রগঠনের একামেবাদ্বিতীয়ম অভিধান। আর সেখান থেকেই যাবতীয় নিন্দার ঝড় তুললে তা নিমেষেই সাইক্লোন হয়ে ওঠে। বিনা বাক্যব্যয়ে প্রমাণ করা যায় নারীকলঙ্কের ইতিহাসকে। যে কালিমা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন অহল্যার বোনেরা। তাই নষ্ট মেয়েদের পুরাণ স্বীকৃতি দিলেও প্রবল আশঙ্কায় পুরুষরা স্বীকৃতি দেয়নি। সে ছিল কর্তৃত্ব হারানোর ভয়।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৭০

আজকের দিনে প্রয়াত হন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সিভি রমণ।

১৯৩৪

অভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

তৃণমূল সরকারের প্রতি আমার রাগ নেই। কিন্তু এদের কিছু বিধায়ক তোলাবাজ, চরিত্রহীন, হিন্দু-মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দেয়। বাংলায় এবার মমতা-বিরোধী নয়, ব্যক্তিবিরোধী ভোট হবে। ২০২৬-এ এই বিধায়কদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব।

- ত্বহা সিদ্দিকী

ভাইরাল/১

রাজস্থানের এক পেট্রোল পাম্পে একদল বিদেশি পর্যটক অপেক্ষা করছিলেন। এক ট্র্যাক্টরচালক সেখানে বলিউডের ‘চুনারি চুনারি’ গানটি চালিয়ে দিতেই তাঁরা নিজেদের ছন্দে নাচতে শুরু করেন। ‘বলিউডপ্রেমী’ বিদেশিদের নাচে মুগ্ধ নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

প্রধান শিক্ষককে গণধোলাই। বিহারের আরারিয়ায় এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। চকোলেট দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আগে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন।

জনমন
জনমত

ভালো নেই কলেজপাড়া

৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত ‘উৎসবে নতুন সংযোজন কার্তিকপুজো’ নিঃসন্দেহে সময়োচিত প্রতিবেদন। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কলেজপাড়ায় শুধুমাত্র একটি দুর্গাপুজো হত, ‘কলেজপাড়ার’ কলোনির পুজো আর সরস্বতীপুজো হত কলেজ ও সংলগ্ন অঞ্চলের স্কুলে। বিগত কয়েক বছর ধরে এ পাড়ায় যেন এক অর্থনৈতিক বিপ্লব চলছে।

রসিদ নিয়ে কেউ কোনও চাঁদা তুলছেন না, কিন্তু বিরাট বাজেটের গণেশপুজো, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো হয়ে চলেছে। এবার কার্তিকপুজোও হয়ে গেল। তবে এ পাড়ার কোনও পরিচিত ব্যক্তিকে তাতে অংশ নিতে দেখা যায়নি। কিন্তু প্রতিবারই এসব পুজো রমরমিয়ে হচ্ছে। কলেজ মাঠ সংলগ্ন ‘বাবলাতলা’ নামক জায়গাটি আজ হয়ে উঠেছে ‘নো ম্যানস ল্যান্ডের’ মতো। যার ইচ্ছে হচ্ছে এখানে প্যান্ডেল তুলে ঠাকুর বসিয়ে দিচ্ছেন।

পুজো ও আরাধনার ক্ষেত্রে যে কেউই অগ্রণী হতে পারেন। কিন্তু আমাদের পাড়ার ক্ষেত্রে সেটা যেন প্রতিবার অন্য মাত্রা পাচ্ছে। একদিনের পুজো গড়াতে গড়াতে দিব্যি ছয়-সাতদিন অতিক্রম করছে। প্রতিবারই রাত বাড়ার সঙ্গে উদ্যোক্তাদের আরাধনা অন্ধকারের হাতছানিতে এক অন্যমাত্রা আর আঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়, যেটা পাড়ার বাসিন্দাদের কাছে দিন-দিন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

এবছরই গণেশপুজোর তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে রাত ১০টায় বন্ধ হয়ে যাওয়া মাইক আবার বেজে উঠেছিল, সঙ্গে উদ্যোক্তাদের নাচের তালে সুশ্রাব্য ভাষা তো ছিলই, যা না থাকলে ‘ওইসব’ করার কোনও নৈতিকতাই থাকে না।

এ পাড়ার বাসিন্দারা প্রায় সবাই এখন ৬০-৭০ বছর বয়সের কোটায় দিনযাপন করছেন। সবার ক্ষেত্রে এই উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলা মেনে নেওয়া সহজ হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিবাদের প্রশ্নে সবারই মনে একটা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ‘স্যর আপনি কিছু দেখেননি’। কিন্তু এই ধরনের পুজো কী করে প্রশাসনের অনুমতি পেয়ে যাচ্ছে বারবার?

এক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা ধৃতরাষ্ট্রের মতো। এ পাড়ায় বাস করেন শহরের মহানাগরিকও। কিন্তু রাত দুটোর সময় দিব্যি মাইক বা ডিজে বাজছে। এক হাত দূরে চিলড্রেন পার্কে রয়েছে ডিএসপির অফিস। কিন্তু প্রতিবাদের ক্ষেত্রে কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। আসলে এটা আজ কলেজপাড়ার সাংস্কৃতিক দৈন্যেরই চালচিত্র হয়ে উঠেছে।

যখন শিলিগুড়ি কলেজে ছিল না কোনও ঘেরা বা ফেন্সিং, তখন প্রতি বছরই কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান রাত ১২টার মধ্যে শেষ হয়ে যেত। ছিল না মাইকের এত তীব্রতা ও ডিজে'র চলন। সেই খোলামেলা অবস্থাতেও পাড়ায় বয়ে যেত নীরব সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল।

আজ আমরা, কলেজপাড়ার বাসিন্দারা এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বলি হয়ে উঠছি। তার সঙ্গে এবার যোগ হয়েছিল কার্তিকপুজো। শরীরের রক্তে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও কিছুই বলে উঠতে পারিনি। আমাদের অবস্থা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গানের মতো- ‘যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে, কাটল জীবন নীরব চোখের জলে।’

সবমিলিয়ে আজ ভালো নেই কলেজপাড়া বা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

একলব্য সেনগুপ্ত
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

সময়ের জাঁতাকলে ফিকে হচ্ছে হাউলি-ও

কোনও কাজে বিনা পারিশ্রমিকে একে অপরকে সহযোগিতা করাই হল হাউলি প্রথা। সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

গোবিন্দ সরকার

-এআই

বহু বৈচিত্র্যের এই বাংলায় ঋতুভেদে রং বদলায়। শরৎ শেষ হতে না হতেই বাতাসের হিমেল ভাব হেমন্তকে স্বাগত জানায়। বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে সোনালি ধানের খেত। শিশিরে সিক্ত হয়ে থাকে নুইয়ে পড়া ধানের শিষ। তাতে প্রভাতের কর লেগে সোনার মতো চকচক করে। এই সৌন্দর্য দেখে কৃষকের আনন্দের শেষ নেই। মুখে একগাল হাসি নিয়ে সোনালি ফসলের সঙ্গে বিড়বিড় করে। ফসলও জানে এই হাসির পিছনে তার অনেক পরিশ্রম আছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক তার একটু একটু করে স্বপ্ন বুনেছে।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে চলে সোনালি ধান ঘরে তোলার হিড়িক। মাঠে মাঠে মানুষ দল বেঁধে কাজ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, ‘ওরা মাঠে মাঠে/ বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে/ ওরা কাজ করে/ নগরে প্রান্তরে।’ মানুষের মধ্যে একটুও ক্লান্তি নেই। মাঠে ঘাটে তাদের কত মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় হয়। কখনও সুখের কখনও দুঃখের। তাদের কোনও অভিযোগ নেই। তাদের যে ধুলোবালির সংসার; তারা মাটির সঙ্গে একাত্ম। কাজেও কত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ দিনমজুরি খাটে অর্থাৎ দিন গেলেই একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পায়। কেউ ঠিকা বা চুক্তি হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ কাজের জন্য মালিকের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক চুক্তি হয়। আবার কেউ বিশে পাঁচ কাঠি হিসেবে দিনি ধান কাটে। অর্থাৎ বিশ কাঠা ধান মালিক পেলে পাঁচ কাঠা দিনিয়ার পাবে। সুন্দর সুন্দর এই প্রথাগুলি আজও বিদ্যমান।

কিন্তু এর অন্যথা হল বহুল প্রচলিত বাংলার হাউলি প্রথা। একসময় গ্রামবাংলায় এই প্রথার রমরমা ছিল। কোনও কাজে বিনা পারিশ্রমিকে একে অপরকে সহযোগিতা করাই হল হাউলি প্রথা। অর্থাৎ আজ এর ধান কেটে দিলে কাল ওর ধান কেটে দিবে। এছাড়াও সেকেলে সমাজব্যবস্থায় গরিব মানুষেরা দুটো ভাতের আশায় হাউলি খাটতে যেত। হাউলি প্রথায় পারিশ্রমিকের কোনও গল্প নেই। শুধু দিনশেষে ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া হয়। হতে পারে সেটা ডালভাত, মাছভাত কিংবা মাংসভাত। গ্রামের সহজসরল মানুষ ঝাঁক বেঁধে যেত একে অন্যের হাউলি দিতে। এক নিঃশ্বাসে কাজ তামাম করে দিত।

বর্তমানে মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ সময়ের মূল্য বোঝে। কেউ আর বিনে পয়সায় কাজ করতে চায় না। সামান্য কাজেও এখন পারিশ্রমিক চায়; এমনকি পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক। পেটের দায়ে মানুষ আর হাউলি খাটতে যায় না। সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া হাউলি প্রথা বিলুপ্তির কারণ হিসেবে ভিন্ন মতও আছে; ‘জনে পুষে/ হাউলিয়ায় চুষে।’ অর্থাৎ জন হিসেবে খাটালে একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিতে হয়। কিন্তু হাউলির ক্ষেত্রে এই উচ্চমূল্যের বাজারে ভালোমন্দ খাওয়াতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় হয়। তাই বলাই যায়, জন খাটালে লাভ আর হাউলি খাটালে ক্ষতি। তবে লাভক্ষতির হিসেব কষতে গিয়ে বহুদিনের ঐতিহ্যশালী একটি বিষয়ের হারিয়ে চলাটাও মনকে যথেষ্টই পীড়া দেওয়ার মতোই।

(লেখক শিক্ষক। কুশমণ্ডির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৮

পাশাপাশি : ১। নলওয়ালা আগ্নেয়াস্ত্র ৩। ভুল, ধাঁধা লাগা ৫। খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ৬। পুজো দেওয়ার সংকল্প ৮। ঝগড়া, বিবাদ, অবনিবনা ১০। খাজনা আদায়কারী প্রধান কর্মচারী ১২। সংস্কৃতশব্দ যার অর্থ সাপুড়ে ও বাজিকরদের বাঁশি ১৪। মায়ের বাবা ১৫। ধ্বংস, ক্ষতি, মৃত্যু, নিধন, লোপ ১৬। বায়না, অগ্রিম মূল্য বা পারিশ্রমিক।

উপর-নীচ : ১। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ২। আকাশের নীল রং, আসমানি রং ৪। মনের যা কাজ, চিন্তন, ভাবনা চিন্তা ৭। গাছ, বৃক্ষ ৯। লাক্ষা, আলতা ১০। নামকরা, বিখ্যাত ১১। বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক মতবিশেষ ১৩। সাদৃশ্য, উপমা।

সমাধান ■ ৪২৯৭

পাশাপাশি : ১। তুহিন ৩। ডাবধান ৪। গঞ্জিকা ৫। বুদ্ধিশুদ্ধি ৭। কচা ১০। কাবু ১২। বেলাবেলি ১৪। দঙ্গল ১৫। অহরহ ১৬। কায়িক।

উপর-নীচ : ১। তুকতাক ২। নগদি ৩। ডাকাবুকো ৬। শুণ্ডিকা ৮। চাকলা ৯। কালিদহ ১১। বুজরুক ১৩। অলকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালদের সময় বাঁধতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

বিল ফেলে রাখায় আপত্তি

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলগুলিকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া যায় না। তবে অনির্দিষ্টকাল সেই বিল ফেলে রাখাও যায় না। বৃহস্পতিবার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। সর্বোচ্চ আদালত সাফ জানিয়েছে, দীর্ঘ ও কোনওরকম ব্যাখ্যা ছাড়া নিষ্ক্রিয়তা দেখা গেলে প্রয়োজনে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। এর আগে এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি অনির্দিষ্টকাল কোনও বিল ফেলে রাখতে পারেন না। তিন মাসের মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলগুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

ওই নির্দেশ ঘিরে জলঘোলার মধ্যেই বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যপালের সামনে তিনটি সাংবিধানিক বিকল্প রয়েছে। এক, বিলে সই করা। দুই, সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো এবং তিন, সম্মতি না দিয়ে বিলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠানো। বিচারপতি গাভাইয়ের বেঞ্চ সাফ বলেছে, তিনটি বিকল্পের মধ্যে রাজ্যপাল কী করবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শুধু তাঁর হাতেই রয়েছে। এটা কোনওভাবেই আদালতের বিচারাধীন বিষয় নয় বলেও জানান প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, রাজ্যপালকে কতদিনের মধ্যে কাজ করতে হবে, সেটা আদালতের বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কোনও পদক্ষেপ না করা, বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অনন্তকাল বিলম্ব করা ও কেন সেই বিলম্ব হচ্ছে তার কোনও ব্যাখ্যা না দেওয়া-এই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালত সীমিত নির্দেশ দিতে পারে যাতে তাঁরা দায়িত্ব পালন করতে পারেন। শীর্ষ আদালতের সাফ কথা, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাজের ওপর সাধারণভাবে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ করা যায় না। তবে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় থাকলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি বজায় রাখতে আদালত সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা আরোপ করতে পারে। বিল নিয়ে দীর্ঘদিন কোনও সিদ্ধান্ত না হলে আদালত বিলটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'অনুমোদিত বলে ধরে নেওয়া' বলে ঘোষণা করতে পারে না। এটি রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার শামিল। শীর্ষ আদালত সময়সীমা নির্ধারণ না করলেও এটা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, কোনও বিল অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা চলবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে তা হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার সমান। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে বিল অনুমোদনের সময়সীমা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। এই রায়ের ফলে রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের মধ্যে বিল সংক্রান্ত সংঘাতের আবহে একটি সাংবিধানিক ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তা দিল শীর্ষ আদালত।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- সংবিধানের ২০০ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় বিল ছেড়ে দেওয়া, ফেরত পাঠানোর জন্য কোনও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না। কারণ সংবিধানে বলা আছে, অর্থ বিল ছাড়া রাজ্যপালের কাছে কোনও বিল পাঠালে হয় সেটিতে সম্মতি দিতে হবে নয়তো সম্মতি প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য বিলটি পাঠাতে পারেন তিনি।
- কোনও বিল যদি আটকে থাকে তাহলে সেটিকে বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হবে।
- যাঁরা সাংবিধানিক পদে রয়েছেন তাঁরা যেন বিরোধিতার রাস্তা ছেড়ে আলোচনা ও সহযোগিতার রাস্তায় হাঁটেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিল আটকে রাখা ও বিলগুলিকে ঘিরে প্রক্রিয়াগত জটিলতা তৈরি হলে তা সংবিধানের প্রতি অনৈতিক কাজ হবে।
- রাজ্যপাল সাধারণ মন্ত্রীসভার পরামর্শ মেনে কাজ করেন। কাজেই বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে কি না তা সেটা তাঁর বিবেচনাধীন।
- বিধানসভায় বিবেচনার জন্য না পাঠিয়ে রাজ্যপাল যদি কোনও বিল আটকে রাখেন তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী হবে।
- রাষ্ট্রপতির কাছে বিল পাঠানো আলোচনা প্রক্রিয়ারই অংশ।
- আইন তৈরির প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
- বিচার বিভাগীয় পুনর্মূল্যায়নের ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয়তা দেখালে সীমিত হস্তক্ষেপ হতে পারে।

'কাশ্মীর টাইমস'-এ কার্তুজ উদ্ধার

রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কাজের অভিযোগ

জম্মু, ২০ নভেম্বর : ভূস্বর্গের দৈনিক সংবাদপত্রে হানা দিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ)। সংবাদপত্রের পুরোনো 'পরিত্যক্ত' দপ্তর থেকে তল্লাশির সময় একে রাইফেলের কার্তুজ এবং গ্রেনেড পিন-এর মতো যুদ্ধাস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি। এই ঘটনায় উপত্যকার রাজনৈতিক ও সংবাদমহলে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। এসআইএ দাবি করেছে, ওই কার্যালয়টি এমন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল যা 'রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর'। তবে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তর অভিযোগগুলি অস্বীকার করে এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর সিং চৌধুরী বলেন, 'যেখানে অন্যায় বা ভুল প্রমাণিত হবে, সেখানেই কেবল ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'যদি তাঁরা কিছু ভুল করে থাকে, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু যদি শুধুমাত্র চাপ সৃষ্টি করার জন্য এটা করা হয়, তবে তা ভুল হবে।' কাশ্মীর টাইমসের সম্পাদকরা একটি যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি ভীতি প্রদর্শন, বৈধতা কেড়ে নেওয়া এবং চূড়ান্তভাবে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, আমরা চুপ করে থাকব না।' সংবাদপত্রের তরফে সম্পাদক প্রবোধ জামওয়াল ও অনুরাধা ভাসিন বলেছেন, 'সরকারের সমালোচনা করা আর রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হওয়া— একই কথা নয়। একটি শক্তিশালী, প্রশ্নকারী সংবাদপত্র সুস্থ গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ।'

কাশ্মীর টাইমস মন্তব্য করেছে, 'সাংবাদিকতা কোনও অপরাধ নয়। নির্ভীক সাংবাদিকতা তো নয়ই। জবাবদিহি চাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতা হতে পারে না।' সম্পাদকদের দাবি, সংবাদপত্রের যে দপ্তরে অস্ত্র উদ্ধারের কথা বলা হচ্ছে, সেটি গত চার বছর ধরে বন্ধ। এই তালা-মারা অফিস থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা 'সাজানো ষড়যন্ত্র' ছাড়া কিছু নয়। এই ঘটনা উপত্যকার সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত তো বটেই, এমনকি তা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের নিরাপত্তা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। সম্পাদকরা অবিলম্বে হয়রানি বন্ধ করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং দেশের অন্যান্য সাংবাদিক সংগঠন ও সুশীল সমাজকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন।

কাশ্মীর টাইমসের হেনস্তায় ক্ষুব্ধ কাশ্মীরি সাংবাদিকরাও। তাঁদের মতে, এই তল্লাশি অভিযান এক ধরনের 'মানসিক চাপ' সৃষ্টি করছে, যাতে তাঁরা সরকারের সমালোচনা বা স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে ভয় পান।

কী কী হল

- রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কাশ্মীর টাইমসের জম্মু অফিসে তল্লাশি অভিযান এসআইএ'র
- 'দেশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়ানো'র অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে তল্লাশি
- তল্লাশিতে নথিপত্র, ডিজিটাল সরঞ্জাম, একে-৪৭ রাইফেলের কার্তুজ উদ্ধারের দাবি এসআইএ'র

আমাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি ভীতি প্রদর্শন, বৈধতা কেড়ে নেওয়া এবং চূড়ান্তভাবে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, আমরা চুপ করে থাকব না।

সম্পাদকের বিবৃতি
কাশ্মীর টাইমস

মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে একসঙ্গে পাঁচটি শাবকের জন্ম দিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিতা মুখি। শাবকরা সবাই সুস্থ আছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। ৩৩ মাস বয়সি মুখির জন্ম কুনোতেই। নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে চিতা নিয়ে আসা হয়।

অফিসার সেজে ৭ কোটি লুট

বেঙ্গালুরু, ২০ নভেম্বর : দেশের বৃহত্তম নগদ সরবরাহ সংস্থা সিএমএস ইনফরমেশন সিস্টেমস-এর ভ্যান থেকে সাত কোটি টাকা হাতিয়ে নিল দুষ্কৃতীরা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে। তারা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক সেজে কাজ হাসিল করে। দলে ছিল পাঁচ-ছ'জন। নিজেদের আরবিআই আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে তারা জানায়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আরবিআই-এর নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে। অ্যাকাউন্টের লেনদেন সন্দেহজনক। বেঙ্গালুরুর অশোক পিলারে ক্যাশ-ভর্তি ভ্যানটিকে আটকানো হয়। তারপর ভুয়ো পরিচয় দাখিল করে ক্যাশ-বাক্স নিয়ে চম্পট দেয় তারা। জেপি নগর থেকে এইচবিআর লেআউটে টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। প্রতারণার খবর পেয়ে বেঙ্গালুরু পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

রবার্ট ভদরার বিরুদ্ধে চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : অর্থ তছরুপ মামলায় কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার স্বামী রবার্ট ভদরার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল ইডি। বেআইনি অর্থ লেনদেন এবং বিদেশে সম্পত্তি কেনা-বেচার মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচারের অভিযোগ দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে এই চার্জশিট পেশ। যদিও এই বিষয়ে রবার্ট ভদরা বা কংগ্রেস শিবিরের তরফে কোনও বিবৃতি মেলেনি। এই আইনি পদক্ষেপের ফলে ভদরাকে এখন আদালতে এই অভিযোগগুলির মোকাবিলা করতে হবে।

ট্রাম্প-মামদানি আজ মুখোমুখি

ওয়াশিংটন, ২০ নভেম্বর : নিউ ইয়র্ক সিটির ভাবী মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই প্রথম দুই বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতা মুখোমুখি হচ্ছেন। ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, শুক্রবার ওভাল অফিসে মামদানির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে। এখনও মেয়র হিসেবে শপথ নেননি মামদানি। ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি তিনি শপথ নেবেন। মামদানি জানিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য নিউ ইয়র্ক বাসী যাতে সাশ্রয়ের সঙ্গে জীবনধারণ করতে পারেন। মামদানির কড়া সমালোচক ট্রাম্প মেয়র নির্বাচনে মামদানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। নির্বাচনি প্রচারে তিনি মামদানিকে 'কমিউনিস্ট' বলেও আক্রমণ করেছিলেন। তবুও ট্রাম্প জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির ভালোর জন্য তিনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

দশমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নীতীশের

পাটনা, ২০ নভেম্বর : দশে দশ। বৃহস্পতিবার পাটনার ভিড়ে ঠাসা ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। যদিও রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সামনে শপথবাক্য পাঠ করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ভুল বাক্য পাঠ করেন তিনি। ক্ষণিকের মধ্যে সামলে নিলেও ৭৪ বছরের নীতীশের শরীরী ভাষা বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তিনি এখন বাস্তবিকই 'বৃদ্ধ রাজা'। নীতীশের পরই শপথবাক্য পাঠ করেন বিজেপির দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী এবং বিজয়কুমার সিনহা।

মুখ্যমন্ত্রী ও দু'জন উপমুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এদিন মোট ২৪ জন মন্ত্রী শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন জেডিইউ, ২ জন এলজেপি (রামবিলাস), হাম (এস)-এর ১ ও আরএলএমের ১ জন ছাড়া বাকি ১২ জনই ছিলেন বিজেপির মন্ত্রী। কমনওয়েলথ গেমসে শুটিংয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রেয়সী সিংও এবার নীতীশের মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়েছেন। শপথ নেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামকৃপাল যাদবও।

এদিকে শপথগ্রহণ হয়ে গেলেও দপ্তরবণ্টন নিয়ে এখনও পর্যন্ত টানাপোড়েন অব্যাহত রয়েছে বিজেপি ও জেডিইউয়ের মধ্যে। স্বরাষ্ট্র, অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বিজেপি নিজেদের হাতে রাখার পক্ষপাতী। উলটোদিকে জেডিইউ স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতছাড়া করতে নারাজ। ওই দপ্তরটি বরাবরই নীতীশ কুমারের হাতে থাকে। পাশাপাশি বিধানসভার স্পিকার পদ পাওয়া নিয়েও দড়ি টানাটানি চলছে দুই শরিকের মধ্যে। এবার বিধানসভার ২৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৮৯টি এবং জেডিইউ ৮৫টি আসন জিতেছে।

দশম বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এদিন আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট বসেছিল গান্ধি ময়দানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার পাশাপাশি এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, সহ সমস্ত এনডিএ ও বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও হাজির ছিলেন। শপথগ্রহণের মঞ্চে হাসিমুখে সমস্ত প্রবীণ নেতার থেকে আশীর্বাদ নিতে দেখা যায় এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ানকে। শপথগ্রহণের শেষে মোদি নিজের গলা থেকে স্কার্ফ খুলে গামছা ওড়ানোর কায়দায় মাথার ওপর ঘোরাতে থাকেন। শপথের পর নীতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমার। অপরদিকে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'আমি আশা করব নতুন সরকার দায়িত্বশীল নাগরিকদের আশা, আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সমর্থ হবে। তারা যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল সেগুলি পূরণ করবে এবং বিহারের মানুষের জীবনে ইতিবাচক উন্নয়ন আনবে।' কংগ্রেস নেতা পবন খেরার খোঁচা, নীতীশ কুমারকে বিজেপি পুরো পাঁচ বছর কুর্সিতে টিকতে দেবে কি না সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন। এদিকে ভোটে হারের ধাক্কা সামলাতে ভোটকুশলী তথা জন সুরাজ পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোর গান্ধি ময়দান থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম চম্পারনের গান্ধি আশ্রমে একদিনের মৌনব্রত পালন করেন।

গামছা ওড়ালেন মোদি

শপথের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খোশমেজাজে নীতীশ কুমার। পাটনায়।

'মেধাবী জঙ্গিরা আরও ভয়ানক'

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত উমর খালিদ ও শার্জিল ইমামের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে নতুন বক্তব্য পেশ করল দিল্লি পুলিশ। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের সামনে দিল্লি পুলিশের কৌঁসুলি বলেন, যারা বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তাদের চেয়েও মারাত্মক হল এই 'বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসী' গোষ্ঠী। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা তাদের প্রখর বুদ্ধি ও কৌশল ব্যবহার করে সমাজে 'বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস' ছড়ায়। পুলিশ এই অভিযুক্তদের দাঙ্গার 'মাস্টারমাইন্ড' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পুলিশের যুক্তি, উমর খালিদ ও শার্জিল ইমাম তাদের উসকানিমূলক বক্তৃতা এবং ছাত্র সংগঠনগুলির (যেমন ডিপিএসজি ও পিঁজরা তোড়) মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচির আড়ালে হিংসাত্মক কার্যকলাপের ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

ভারত-ভুটান রেল সংযোগ নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ভারত-ভুটান রেল সংযোগ প্রকল্প পরিচালন কমিটির বৈঠক বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বৈঠকে কোকরাঝাড়-গেলেপু এবং বানারহাট-সামৎস এই দুটি প্রস্তাবিত রেলপথের বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় সহ সভাপতি ছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব (উত্তর) মুনু মহাওয়ার এবং ভুটানের পরিকাঠামো ও পরিবহণ মন্ত্রকের সচিব কর্মা ওয়াংচুক। এছাড়া ভারতের রেলমন্ত্রক, অসম সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে অংশ নেন। এই বৈঠক দু-দেশকে আরও যুক্ত করবে এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ তথা বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে।

হাসিনাকে পেতে কৌশলী বাংলাদেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে এবার কৌশলী অবস্থান নিচ্ছে বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি ইন্টারপোলেরও দ্বারস্থ হচ্ছে ঢাকা। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক আদালতেও বিষয়টি নিয়ে আর্জি জানানোর ভাবনা কাজ করছে ইউনূস সরকারের অন্দরে। এরই মধ্যে নয়াদিল্লিতে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে এনএসএ পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে এসে লালকেল্লা বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান।

তিনি বলেছেন,' লালকেল্লা বিস্ফোরণ একটি জঘন্য সন্ত্রাসবাদী হামলা। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে বাংলাদেশ।' পারস্পরিক বিষয়ে সহযোগিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হবে না বলেও জানিয়েছেন বাংলাদেশের এনএসএ। বুধবারই দোভালের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন খলিলুর রহমান। তাঁদের মধ্যে একাধিক বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি হাসিনার প্রসঙ্গও ওঠে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, হাসিনাকে পেতেই লালকেল্লা বিস্ফোরণের নিন্দা করে ভারতের মন জয়ের চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। ইউনূস জমানায় বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক টাল খেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের এনএসএ যেভাবে লালকেল্লা বিস্ফোরণের নিন্দা করেছেন, তার কতটা আন্তরিক তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। যেহেতু তাঁরা এখন সাজাপ্রাপ্ত তাই সরকার মনে করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর জন্য ভারতের এখন বাড়তি দায়িত্ব আছে।'

জেন-জি'দের সঙ্গে সংঘাতে ওলি সমর্থকরা

কাঠমাণ্ডু, ২০ নভেম্বর : পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসতেই নেপালে ফের নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল সিপিএন-ইউএমএল। নানা জায়গায় সভা-মিছিল করছেন দলের নেতা-কর্মীরা। তেমনই একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে জেন-জি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন ওলি সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে নেপালের বারা জেলার সেমরায়। দু-পক্ষের সংঘর্ষের জেরে এলাকায় রাত ৮টা পর্যন্ত কার্ফিউ জারি করেছে প্রশাসন। সব ধরনের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

উত্তপ্ত নেপাল

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন দু-পক্ষই মিছিলের ডাক দিয়েছিল। সেই জমায়েতকে কেন্দ্র করেই সংঘর্ষ শুরু হয়। বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় জেন-জিদের সঙ্গে সিপিএন-ইউএমএল কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে বাড়তি পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নেপাল পুলিশের মুখপাত্র আবি নারায়ণ কাফলে বলেন, 'অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কয়েকজন আহত হলেও কারও আঘাত গুরুতর নয়।' সব পক্ষকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি।

উমরের বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণ এবং তার সঙ্গে যুক্ত জইশ-ই-মহম্মদ-সমর্থিত উচ্চশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদী চক্রের তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নজরে এখন হরিয়ানার আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ২০০ জনেরও বেশি ডাক্তার এবং কর্মী রয়েছেন তদন্তকারী সংস্থাগুলির কড়া নজরদারিতে। ১০/১১ বিস্ফোরণের পরই ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের তথ্য মুছে দেওয়ায় সন্দেহ আরও জোরদার হয়েছে তাঁদের নিয়ে।

তদন্ত অনুযায়ী, সন্দেহের তালিকায় থাকা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ডাক্তার ও কর্মী নাকি পুলিশি ভেরিফিকেশন ছাড়াই কাজ করছিলেন। যথাযথ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় এই গুরুতর গাফিলতির বিষয়টিও এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংস্থাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর ও বাইরের আবাসিক ভবনগুলিতে তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে হাজারের বেশি সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে বলে খবর।

অবসাদে 'আত্মঘাতী' দিল্লির কিশোর

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : শিক্ষকদের ধারাবাহিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষে অবসাদে আত্মঘাতী হল রাজধানী দিল্লির এক কিশোর। মৃত ছাত্রের নাম শৌর্য পাতিল। স্কুলের নাচের অনুশীলনে শিক্ষকের থেকে তীব্র অপমান সহ্য করতে না পেরে সেন্ট কলম্বা স্কুলের দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বুধবার বিকালে রাজেন্দ্র প্লেস মেট্রো স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

ঘটনার পর ছাত্রটির পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বাবা-মা সরাসরি স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। মৃত ছাত্রের বাবা প্রদীপ পাতিলের অভিযোগ, বুধবার নাচের অনুষ্ঠানের মহড়া চলছিল। সেইসময় তাঁর ছেলে একটি ভুল করায় শিক্ষক তাকে সহপাঠীদের সামনেই চূড়ান্ত অপমান করেন এবং তাকে 'ইডিয়ট' বলে গালি দেন। সহপাঠীদের সামনে এই ধরনের অপমানে ছাত্রটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সে কান্নাকাটি শুরু করলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে এক শিক্ষক বলেন, 'যত ইচ্ছা কাঁদো, আমার কিছু যায়-আসে না।' এরপরই সে স্কুল থেকে সোজা মেট্রো স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয়। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে প্রদীপবাবু চোখের জল মুছতে মুছতে বলছিলেন, 'এর আগেও একাধিকবার শিক্ষকদের দুর্ব্যবহার নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু তাঁরা পাত্তাই দিতে চাননি। বরং ভয় দেখিয়েছেন টিসি দিয়ে দেওয়ার।'

ছাত্রটির ব্যাগ ও সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছেন মেট্রো রেলের কর্মীরা। সুইসাইড নোটে স্পষ্টভাবে এই ঘটনার জন্য স্কুলের তিন শিক্ষককে দায়ী করা হয়েছে। একই সঙ্গে নিজের শেষ ইচ্ছার কথাও জানিয়েছে ছাত্রটি। সুইসাইড নোটে সে লিখেছে, 'দুঃখিত বাবা-মা, দাদা। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আমার মৃত্যুর পর যদি আমার কোনও অঙ্গ সচল থাকে তো, তা দান করে দিয়ো তোমরা। তাতে অন্য কারও প্রাণ বাঁচবে।'পুলিশ জানিয়েছে, তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

'যত ইচ্ছা কাঁদো', বলেছিলেন শিক্ষকরা

ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

প্রতিরক্ষায় খোলা প্রস্তাব রাশিয়ার

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : ভারতের প্রতিরক্ষা বাজার দখলের জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নামল আমেরিকা ও রাশিয়া। একপক্ষ যখন ভারতকে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রগুলির একটি বিক্রির ছাড়পত্র জারি করেছে, তখন অন্যপক্ষ কার্যত 'ব্ল্যাংক চেক'-এ সই করেছে।

বুধবার আমেরিকার প্রতিরক্ষা সংস্থা ডিএসসিএ ২টি পৃথক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে প্রায় ৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকার (৯২.৮ মিলিয়ন ডলার) জ্যাভলিন ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তির জন্য তারা ছাড়পত্র জারি করেছে। এ ব্যাপারে মার্কিন কংগ্রেসকে অবগত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ভারতের সঙ্গে ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হবে। জ্যাভলিন এফজিএম-১৪৮ ক্ষেপণাস্ত্র, ২৫টি জ্যাভলিন লাইটওয়েট কমান্ড লঞ্চ ইউনিট। পরের ধাপে ভারতে ১২টি লঞ্চার, ১০৪টি ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে আমেরিকা। বাণিজ্য চুক্তি এবং ভারতীয় পণ্যে বিরাট অঙ্কের শুল্কের বোঝা নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে ট্রাম্প সরকারের ভারতকে অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পিছিয়ে নেই রাশিয়াও। আগামী মাসে ভারতে আসার কথা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। তার আগে দিল্লিকে অস্ত্র বিক্রির খোলা প্রস্তাব দিয়েছে মস্কো। খবর, ভারতকে যে কোনও ধরনের অস্ত্র, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সরবরাহ করতে রাজি রাশিয়া। যার মধ্যে এসইউ ৫৭-র মতো পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই যুদ্ধবিমান বিক্রি করাই নয়, ভারতে যাতে এসইউ ৫৭ উৎপাদন করা যায় সেজন্য প্রযুক্তি সরবরাহ করতেও তৈরি ভ্লাদিমির পুতিনের সরকার। রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা সংস্থা রোস্তেকের সিইও সের্গেই সেমাজোভের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

তিনি জানিয়েছেন, প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে রাশিয়া থেকে ভারতে এসইউ ৫৭ সরবরাহ করা হবে। পরবর্তী ধাপে এই ধরনের যুদ্ধবিমান ভারতে তৈরি হবে। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার তরফে ভারতকে যে এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট এসইউ ৭৫ চেকমেট স্টেলথ যুদ্ধবিমান (যা রেডারে ধরা পড়ে না) বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা স্বীকার করেছেন সেমাজোভ।

ক্যাম্পাস

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত ক্লার্কশিপের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে অক্টোবরে। ৮৯ হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে এই ধাপে সফল হয়েছেন। ২৮ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ মেইনস পরীক্ষা। প্রিলিমিনারিতে প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এই দ্বিতীয় ধাপের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত মেধাতালিকা। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের হাতে আর মাত্র ত্রিশদিনের মতো আছে। এই সময়ের প্রস্তুতিপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, তোমরা সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট করছ। তাহলে নিজেই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে, এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তোমাকে আরও জোর দিতে হবে। ক্যাম্পাসের পাতায় প্রাক-পরীক্ষা টিপস দিলেন দুই বিশেষজ্ঞ।

নিজেকে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত করো

সৌগত রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার (ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ সি)

সিলেবাস

পার্ট-টু কনভেনশনাল টাইপ, অর্থাৎ কাগজে-কলমে লিখিত বা রচনাধর্মী প্রশ্নের পরীক্ষা। দুটি গ্রুপে প্রশ্ন থাকবে। গ্রুপ এ - ইংরেজি। গ্রুপ বি - বাংলা/হিন্দি/উর্দু/নেপালি বা সাঁওতালির মধ্যে যে পরীক্ষার্থী যা বাছাই করেছে। বেশিরভাগ জনই যেহেতু বাংলায় পরীক্ষা দেবে, আমাদের আলোচনা সেটাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে আজ।

দুটো গ্রুপে পঞ্চাশ নম্বর করে মোট একশো নম্বরের পেপার। দুটোতেই তিনটি করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। ইংরেজিতে রিপোর্ট ড্রাফটিং, প্রেসি রাইটিং ও ট্রান্সলেশন। বাংলায় প্রতিবেদন রচনা, সারসংক্ষেপ আর বঙ্গানুবাদ। বাংলা ও ইংরেজি, দুটো বিষয়েরই সিলেবাস প্রায় এক। ২০১৯ সালের পরীক্ষায় ট্রান্সলেশন ও বঙ্গানুবাদ ছিল ২০ নম্বরের এবং বাকিগুলোতে পনেরো নম্বর করে।

প্রস্তুতি

রিপোর্ট বা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ফর্ম্যাট যেন ভুল না হয়। লেখার ধরন ভালোমতো রপ্ত করতে হবে। চিরাচরিত কিছু বিষয়, যেমন- এলাকায় রাস্তার খারাপ অবস্থা, ঘনঘন লোডশেডিং, স্থানীয় হাসপাতালের বেহাল পরিষেবা, রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির, সাইবার ক্রাইম, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া, বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে ইত্যাদি সম্পর্কিত মডেল রিপোর্ট দেখা যেতে পারে।

এছাড়া, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকতে এবং সাবলীলভাবে প্রতিবেদন লেখার ধরন শিখতে রোজ অন্তত একটি করে ভালোমানের বাংলা ও ইংলিশ সংবাদপত্র পড়তে পারো। মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়, পহলগাম ও দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনার নিরিখে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও দেশের নিরাপত্তা, মহিলাদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন, জেন জেডের চিন্তাভাবনা, এআই প্রযুক্তি ও তার সু/কুব্যবহার, এসআইআর প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রশ্ন আসতে পারে।

কমন প্রশ্ন আসবেই, এটা আশা না করেই পরীক্ষার হলে যাওয়া ভালো। নিজেকে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত করো।

বাকি দুটো টপিকের জন্য কমন স্ট্র্যাটেজি মেনে চলা যায়। একটি ভালোমানের ইংরেজি গ্রামার এবং বাংলা ব্যাকরণের বই থেকে অনুশীলন করলেই হবে। স্কুল স্তরে যে বই পড়তাম, সেগুলো ব্যবহার করতে পারো। এতে পড়তে-বুঝতে সুবিধা হয়। সারসংক্ষেপ, অনুবাদ অনেকাংশেই প্র্যাকটিস নির্ভর। যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবে, তত ভালো। প্রেসি বা সারসংক্ষেপ লেখার সময় শব্দ সংখ্যার ব্যাপারে মনোযোগী হও। মূল লেখার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই উত্তর লেখা উচিত। বড়জোর ১০ শতাংশ বেশি শব্দ লেখা যেতে পারে। তার বেশি একেবারে কাম্য নয়। সঙ্গে একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিতে হবে। সেটা যেন চার থেকে আট শব্দের মধ্যেই হয়।

ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ করার সময় লেখার মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে গেলে চলবে না। অনেকে ভাবানুবাদ করতে গিয়ে মূল লেখার অনেক কিছুই বাদ দিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে নম্বর কাটা যেতে পারে। অনুবাদে মূল লেখার এসেন্স যেন নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

নিরন্তর অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার্থীরা পাঁচ-ছয়জন মিলে ছোট ছোট গ্রুপ বানিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো। একই প্রশ্ন সবাই লিখে একে অন্যের উত্তর যাচাই করে নিলে উপকৃত হবে। এতে নিজের ভুলটাও যেমন বুঝতে পারবে, আবার অন্যদের উত্তর দেখে নিজের লেখা উন্নত করা যাবে।

সিলেবাস মোটামুটি আয়ত্তে চলে এলে ফুল মক টেস্ট দাও। এক ঘণ্টায় ছ'টা প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে লেখা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ। সরাসরি পরীক্ষার হলে লিখে আসা আরও কঠিন। তাই বাড়িতে ঘড়ি ধরে ফুল মক টেস্ট দিলে বিষয়টি আয়ত্তে আসবে। এক্ষেত্রেও পিয়ার-গ্রুপ এভ্যালুয়েশন সাহায্য করবে।

পরিকল্পনা

এই ক'টা দিন নিজের প্রয়োজন বুঝে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে প্রস্তুতি চালিয়ে যাও। অতিরিক্ত চাপ নেবে না। পরীক্ষার দিন মাথা ঠান্ডা রাখা খুব জরুরি। এক ঘণ্টায় ছ'টি প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য টাইম ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর করতে গিয়ে যেন আবার অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো কোরো না। সব প্রশ্ন প্রথমে ভালোভাবে পড়বে। তারপর চাহিদা অনুযায়ী উত্তর লেখার চেষ্টা করবে। আশা রাখি, সকলের ক্লার্কশিপ পার্ট-টু পরীক্ষা খুব ভালো হবে।

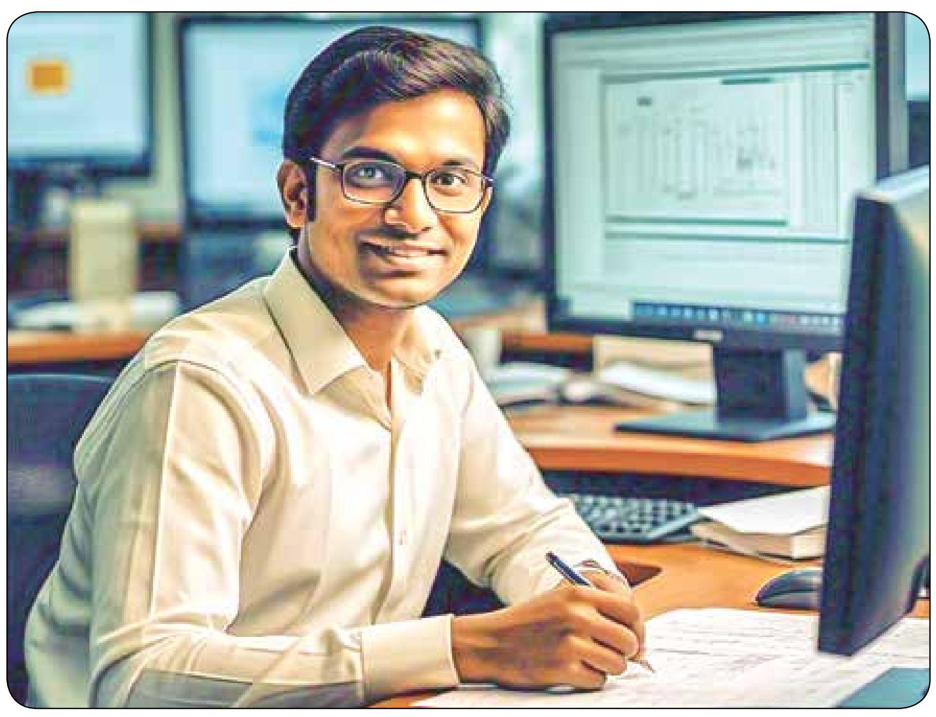

প্র্যাকটিস ঠিক না হলে ম্যাচে ছক্কা অলীক স্বপ্ন

দীপায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী কমিশনার, অর্থ দপ্তর (ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ এ)

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যত ভালোই স্কোর থাক না কেন, মেইনসের জন্য দুটো পেপার মিলিয়ে ৮০ নম্বর তোলার লক্ষ্য নিয়েই প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সঠিক শব্দ প্রয়োগ, বাক্য গঠনের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে ধারণা ও দ্রুতগতিতে লেখার কৌশল। এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

শব্দ প্রয়োগ

ইংরেজি ও বাংলা, উভয়ক্ষেত্রেই ভারী অথবা কঠিন শব্দের প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা মাথায় রাখতে হবে যে, কঠিন শব্দ প্রয়োগের মধ্যে আদৌ কোনও বাহাদুরি নেই। Precis/সারমর্ম লেখার সময় মূল প্যাসেজের কঠিন শব্দগুলোর সহজ সমার্থক শব্দ বা synonyms ব্যবহার করো। যিনি তোমার লেখার মূল্যায়ন করবেন, তিনি যেন সহজে বুঝতে পারেন কী লিখতে চেয়েছ। পরীক্ষার্থী সঠিক ভাষায় প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত ও সহজ-প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে পারদর্শী হলে নম্বর বেশি ওঠাই স্বাভাবিক।

বাক্য গঠন

ইংরেজিতে বাক্য তৈরির সময় তার আকার হয়

Subject+Verb+Object

বাংলাতে আবার বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সেটা হয়ে দাঁড়ায়

Subject+Object+Verb

এটাই স্ট্যান্ডার্ড সেনটেন্স স্ট্রাকচার। পরীক্ষার্থীদের সবসময় বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

Translation/বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ করতে গিয়ে অনেকেই বাক্যের সঠিক গঠনের নিয়ম ভুলে যায়। মূল প্যাসেজ থেকে শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ করা চলবে না। পরিবর্তে বাক্যটির সঠিক মানে বুঝে নিজের ভাষায় লেখাই শ্রেয়। মূল প্যাসেজে থাকা যৌগিক বাক্যটি (complex sentense) ভেঙে দুটো সরল বাক্যে যেমন লেখা যায়, ঠিক তেমন দুটো সরল বাক্যকে সঠিক উপায়ে যুক্ত করে একটি যৌগিক বাক্যে পরিণত করা যায়। এসবের জন্য অবশ্যই লাগাতার অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। নেট প্র্যাকটিস ঠিক না হলে ম্যাচে ছক্কা হাঁকানো অলীক স্বপ্নই বটে।

দ্রুত লেখার কৌশল

Report/প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে অনেকেই বুঝে উঠতে পারে না, ঠিক কত শব্দের মধ্যে লেখা উচিত। আবার অনেক সময় সঠিক শব্দ মাথায় না আসায় লেখার গতি কমে আসে। এই সমস্যা মেটাতে রোজ একনাগাড়ে ২ ঘণ্টা লেখার চর্চা করতে হবে।

কীভাবে? প্রথমে রাফ পেজের একপাশে প্রতিবেদনের বিষয় সংক্রান্ত মূল পয়েন্টগুলো পরপর সাজিয়ে নাও। তারপর সেই কি-ওয়ার্ড দেখে খাতায় Report/প্রতিবেদনটি লিখে ফ্যালো। এই অভ্যাসের ফলে তোমার ভোকাবুলারিও উন্নতি হবে। লেখার সময় ভুলত্রুটি শোধরানোর চেষ্টা না করাই ভালো। লেখাটি শেষ হওয়ার পর লাইন ধরে ধরে সংশোধন করে ফ্যালো। প্রয়োজনে বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞ কাউকে দেখাও। তাঁর পরামর্শ নাও।

লেখার সময় তৎক্ষণাৎ কোনও শব্দ মনে না পড়লে, কিছুটা জায়গা ছেড়ে বাকি অংশটুকু লিখে নিতে হবে। অনেকে ২০০ বা তার বেশি শব্দ লিখতে গিয়ে বেশি সময় ব্যয় করে ফেলে। ফলে সবক'টি প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে লিখে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই পরীক্ষায় ১৬০-১৮০ শব্দের মধ্যে Report/প্রতিবেদনটি লিখতে হয়।

পরীক্ষার জন্য কেবলমাত্র সাম্প্রতিক ঘটনাভিত্তিক লেখার অভ্যেস কিন্তু যথেষ্ট নয়। চিরাচরিত সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত অ্যানালিটিকাল লেখার চর্চাও সমানভাবে জরুরি।

যে কোনও Report/প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে থ্রি পার্ট (Introduction, Body and Conclusion) স্ট্রাকচারের নিয়ম মেনে চলতে হবে। লেখার ভাষা হতে হবে সাবলীল, স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল।

ক্যাম্পাস-কাহিনি

গামারী, কুলিক বাঁচাতে প্রোজেক্ট

গামারী, কুলিক, সুঁই কিংবা কাঞ্চন লুপ্তপ্রায় নদীর তালিকায় উত্তর দিনাজপুরের এই কয়েকটি নদীর নামও রয়েছে। অবৈধ দখল, দূষণ ইত্যাদি কারণে নদীগুলো আজ বিপদের মুখে। কিন্তু এই নদীগুলির ওপর নির্ভর করেই এলাকার অর্থনীতির অনেকটা গড়ে উঠেছে। নদীগুলো পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গেলে পরিবেশের পাশাপাশি অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়বে। লুপ্তপ্রায় নদী সম্পর্কে প্রোজেক্ট করতে গিয়ে এই কথাগুলোই জানল দরিমানপুর হাইস্কুলের মণিমালা হেমব্রম, রত্না দেবশর্মা, পূর্ণিমা সরকাররা। স্থানীয় এই লুপ্তপ্রায় নদীগুলো সম্পর্কে পড়ুয়াদের মনে ধারণা গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন প্রবীণ শিক্ষক তথা ইতিহাস গবেষক বৃন্দাবন ঘোষ। রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহারের বিভিন্ন স্কুলে নবম থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় লুপ্তপ্রায় নদীর উপর প্রোজেক্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে হেমতাবাদের দরিমানপুর ভানুমতী এসসি স্কুলে, কালিয়াগঞ্জের সাহেবঘাটা এনএন উচ্চবিদ্যালয়ে, বাঘন কালীতলা হাইস্কুলে, ইটাহারের দিগনা হাইস্কুলে আলোচনা সভা হয়েছে। সেখানে গামারী, সুঁই, কাঞ্চন, কুলিক নদীর বর্তমান অবস্থার পাশাপাশি সেগুলোর অতীত পরিস্থিতি তুলে ধরা হচ্ছে। বৃন্দাবন ঘোষের কথায়, 'স্থানীয় বিষয় নিয়ে প্রোজেক্ট রচনা করতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বরাবরই বেশি থাকে। এতে সৃজনশীলতারও বিকাশ ঘটে।' জেলার মৌজাভিত্তিক এবং অঞ্চলভিত্তিক ম্যাপ, গামারী নদীর ম্যাপ, চার্ট দেখিয়ে গামারী নদী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি।

নদী নিয়ে প্রোজেক্ট করার বিষয়ে বেশ উৎসাহী পড়ুয়ারাও। দরিমানপুর হাইস্কুলের পড়ুয়া অলোক বর্মন, দীপক রায়, তিথি দাসরা গামারী নদী দেখেছে। কিন্তু নদীর বর্তমান এবং অতীত অবস্থা সম্পর্কে তেমন জানা ছিল না। অলোক বলল, 'ভিডিও দেখে অনেক কিছু জানলাম। সেসব যদি প্রোজেক্টের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে পারি, তাহলে আরও উপকৃত হব। গ্রামের মানুষদের বোঝাতে পারব।' সাহেবঘাটা এনএন উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়া শেফালি রায়ের কথায়, 'গামারী নদীর মজে যাওয়ার কারণ এবং সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়াটা খুবই দরকার। এতে সমাধানেরও পথ বেরিয়ে আসবে।' একই কথা বলল এখনই এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে নদীগুলো একদিন হারিয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছে সাহেবঘাটা এনএন হাইস্কুলের অবন্তী ব্রহ্মচারী, বর্ষা রায়, অনু সরকার কিংবা বাঘন বটতলি হাইস্কুলের বিউটি সরকার, স্বস্তিকা দেবনাথ, নবনীতা রায়রা।

'উত্তরণ-২০২৫'

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বিভাগের উদ্যোগে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি সভাকক্ষে 'উত্তরণ-২০২৫' অনুষ্ঠিত হল। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের নতুন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব সারা (ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম) এবং কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০১৬ সালের ৯ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি সিআইএস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

উত্তরণ-২০২৫ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডিন ডঃ সুনীল কারফর্মা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক অভয়চাঁদ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়, বিজ্ঞান বিভাগের ডিন প্রদীপ দাস মহাপাত্র, অধ্যাপক প্রাণতোষকুমার পাল, অধ্যাপক অশোক দাস সহ অন্যরা। অধ্যাপক অভয়চাঁদ মণ্ডল কম্পিউটার সায়েন্সের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠান কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ প্রাণতোষকুমার পাল বলেন, 'আমরা প্রতি বছর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করে থাকি। ক্লাস ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের অবগত করা হয়।'

উত্তরণে-২০২৫ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অপূর্ব সরকার, ধ্রুবজ্যোতি পাল, ঋতিকা দাস সহ অন্য পড়ুয়ারা। তাঁরা গান, কবিতা পরিবেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

'ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম'

স্নাতক স্তরের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম' আয়োজিত হল কালিয়াচক কলেজে। গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত পথনির্দেশ দেওয়ার লক্ষ্যে এই আয়োজন। কলেজের রিসার্চ অ্যান্ড এক্সটেনশন কমিটির পরিচালনায় সম্মেলন কক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অতিথিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নাজিবর রহমান। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক অমিত দে। অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'এনইপি ২০২০ (ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০) মৌলিক অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।'

অধ্যাপক অমিত দে বলেছেন, 'শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলব, আগ্রহ এবং চর্চার মাধ্যমে গবেষণার জগতে প্রবেশ করুন।'

ক্যাম্পাস কথা

'লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি ঠিক হবে, প্রস্তুতি ততটাই সঠিক পথে এগোবে'

দামিনী সাহা

নবম থেকে দ্বাদশ, ঘরভর্তি চার শ্রেণির একদল পড়ুয়া মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে। চলছে 'কেরিয়ার টক' শীর্ষক আলোচনা। বক্তারা ব্যাখ্যা করছেন, ভবিষ্যতে কোন পেশায় যেতে হলে এখন থেকেই কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। কোন কোন পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর কীভাবে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অশোক দাস বললেন, 'শুধু বই পড়া নয়, জীবনের পাঠও জরুরি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট হলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়।'

আলিপুরদুয়ার নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুলে আয়োজিত হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। আলিপুরদুয়ার জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দপ্তর থেকে আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নবম শ্রেণির বৃষ্টি সিংহ এতদিন ধরে নিজের মনে যে স্বপ্ন লালন করছিল, সেটা সত্যি করার সাহস পেল যেন। সে বলল, 'শিক্ষিকা হতে গেলে এতগুলো ধাপ পেরোতে হয়, আজ প্রথম জানলাম।' এতদিন সে ভেবেছিল, বড় হয়ে কলেজে পা দিলে সব হয়ে যাবে। সেমিনারে বক্তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, শিক্ষিকা হতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকের পরে ডিএলএড কিংবা স্নাতকের পর বিএড কোর্স করতে হয়। তারপর TET বা CTET-এর মতো যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষায় বসতে হয়। লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি ঠিক হবে, প্রস্তুতি ততটাই সঠিক পথে এগোবে- এই উপলব্ধি তাকে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে।

বৃষ্টির পাশেই বসে ছিল একাদশ শ্রেণির কৌস্তভ দে। তার ইচ্ছে, উর্দি গায়ে মানুষকে রক্ষা করবে। পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতাও যে পুলিশের চাকরিতে ভীষণ জরুরি, সেই ধারণা এতদিন খুব একটা স্পষ্ট ছিল না তার কাছে। সেমিনারে এসে সে জানতে পারে, কনস্টেবল বা এসআই পদে যোগ দিতে হলে লিখিত পরীক্ষা, ফিজিক্যাল টেস্ট আর মেডিকেল পরীক্ষার মতো একাধিক ধাপ পেরোতে হয়। কৌস্তভের কথায়, 'এখন থেকেই শরীরচর্চা শুরু করব। নয়তো পিছিয়ে পড়ব।'

একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া জয়দীপ রায়ের লক্ষ্য, একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া। ক্লাস নাইনের স্নেহা সাহা সাধারণ ডিগ্রির বদলে আইটিআই-এ ভর্তি হয়ে টেকনিকাল স্কিল অর্জন করতে চায়। তার অভিজ্ঞতায়, 'আমি তো ছোট থেকেই হাতেকলমে কাজ শিখতে চেয়েছি। সেদিন স্যররা বুঝিয়ে বললেন, আইটিআইয়ে বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। কোন ট্রেডে কী শেখানো হয়, ডিপ্লোমার পর কী কী কোর্স করা যেতে পারে। কোর্স শেষে কোথায় চাকরির সুযোগ রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের পর আইটিআই-তেই ভর্তি হব।'

নিজের স্বপ্নকে সত্যি করতে লেখাপড়া ছাড়াও যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ধৈর্য আর লক্ষ্য পূরণের জেদ থাকা দরকার, তা স্নেহা-কৌস্তভরা উপলব্ধি করেছে সেমিনারে অংশ নিয়ে।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দপ্তরের আধিকারিক অতুলচন্দ্র রায় বলছিলেন, 'প্রথমত, বাবা-মায়েরা যেন নিজেদের ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে না দেন। সন্তানের কেরিয়ার বিষয়ে আগে তার সঙ্গে কথা বলুন। জানার চেষ্টা করুন, ও কী হতে চায়। ভুল পথে হাঁটলে সেটা বন্ধুর মতো শুধরে দিন। ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভ্রান্ত হলে, সাহায্য করুন। অনেক সময় লক্ষ্য ঠিক করলেও ছোটরা জানে না বা বুঝতে পারে না, কীভাবে এগোবে। তাই তাদের সঠিক সময়ে সঠিক পথ দেখানো প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন পরীক্ষার ধাপ, কোর্স, সময়ের পরিকল্পনা ইত্যাদি বোঝানোর চেষ্টা করেছি।' তাঁর মতে, যে যত তাড়াতাড়ি নিজের সক্ষমতা-অক্ষমতা বুঝবে, সে তত ভালোভাবে নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে।

প্রাক্তনীদের উদ্যোগে কর্মশালা

প্রাক্তনী সমিতির উদ্যোগে রায়গঞ্জের সুদর্শন দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল কেরিয়ার গাইডেন্স কর্মশালা। আগামীদিনে অভিভাবকদের নিয়েও কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে সংগঠনের। স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের সামনে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সমাজে নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তনী সমিতির সদস্যরা। ভবিষ্যতে কোন বিষয় নিয়ে পড়লে কেরিয়ারের জন্য কোন পথ খুলে যাবে, তা যেমন আলোচনা করেন বক্তারা। তেমন তাঁরা শোনেন, ছেলেমেয়েরা নিজেকে কোন পেশায় দেখতে চায়, বাবা-মায়ের কী মত, সমাজের উন্নয়নে ছোটদের কী ভাবনাচিন্তা।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তনী পৌলোমী সরকার, শুভাশিস দত্ত, ভাস্কর ভট্টাচার্য, স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত প্রমুখ। প্রাক্তনী সমিতির মুখপাত্র ভাস্কর বলেন, 'এধরনের কর্মসূচি এই প্রথম নিয়েছি আমরা। তবে এটা একদিনের অনুষ্ঠান নয়, সারাবছর ধরে চলবে। আমরা চাই, বাবা-মায়েরা সন্তানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অংশীদার হোন। তাঁরা যেন নিজেদের মতকে চাপিয়ে না দেন। তাই এরপর আমরা অভিভাবকদের নিয়েও কাউন্সেলিং করব।' কর্মশালা শেষে অঙ্কন দত্ত, অর্ণব দত্ত, দীপক সাহা, দেবাশিস চক্রবর্তীর মতো পড়ুয়ারা একসুরে বলল, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সাহায্য করতে চাই।

সুস্থ জীবনযাত্রার অঙ্গ শৌচালয়। বিদ্যালয়ের দেওয়ালে ছবি এঁকে সচেতনতার বার্তা দিল ১৭টি স্কুলের পড়ুয়ারা। একজন মানুষের জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচালয় কতটা প্রয়োজনীয়, সেই বার্তাই মিলল ছবিতে। মালদা জেলা প্রশাসন ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ১৫টি ব্লক ও দুটি পুরসভা থেকে একটি করে স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হল।

নতুনের অবেলায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা ছাপা হবে ক্যাম্পাসের পাতায়।

ফ্রেম ইন

হেমন্তের দুপুর, মিঠে রোদ, টিফিন পিরিয়ড আর ব্যাডমিন্টন... *ইসলামপুরে। ছবি : রাজু দাস*

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ

শংকর-গৌতম জোর তর্জা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। মেয়র গৌতম দেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি এ নিয়ে শীতকালীন অধিবেশনের সময় বিধানসভার বাইরে অনশনে বসার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। মেয়রের দাবি, বিধায়ক মূলত রাজনৈতিক সমস্যা জিইয়ে রেখে বারবার ফুটেজ নিতে চাইছেন। পালটা কী কাজ হয়েছে আর কী কাজ হয়নি, কবে কোথায় কাজ দিয়েছেন তা তথ্য সহ এদিন সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন মেয়র গৌতম দেব।

আপাতত শহরের দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বাগযুদ্ধে সরগরম শহরের রাজনৈতিক মহল। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শংকরের দাবি, 'মেয়র নিজে দায়িত্ব নিয়ে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকার কাজ করতে দিচ্ছেন না। ঠিকাদারদের আড়ালে ভয় দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের কোনও কাজ করা যাবে না। যে কাজগুলি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাধ্যমে করানোর জন্যে দেওয়া হয়েছে সেগুলিও ফেলে রাখা হয়েছে।' পালটা মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'উদয়ন সমিতিতে আগেই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছিল। সেখানে অনেক বেশি টাকার কাজ হচ্ছে। খাটু শ্যামের মন্দিরের কাছের রাস্তার জন্য শমীক ভট্টাচার্য যে টাকা দিয়েছিলেন, সেটা অন্য কাজে দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। কারণ ওই এলাকাতেও আগেই কাজের টেন্ডার এবং ওয়ার্ক অর্ডার করে দেওয়া হয়েছিল।' তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাধ্যমে বিধায়ক যে কাজ করাতে চেয়েছেন, সেগুলির সবই ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলে দেওয়া হয়েছে। শুধু শুধু রাজনৈতিক সমস্যা জিইয়ে রেখে ফুটেজ খেলে হবে না।'

পুরনিগম এলাকায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের কাজের জন্যে বিধায়ক টাকা দিয়েছেন। কিন্তু মেয়রের নির্দেশে জেলা শাসক সময়মতো সেই কাজের টাকা ছাড়ছেন না বলে অভিযোগ। আর যেগুলি কাজের জন্যে দেওয়া হচ্ছে সেগুলি মেয়র প্রভাব খাটিয়ে আটকে দিচ্ছেন বলে দাবি বিধায়কের। এই কারণে শহরের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। তাই শহরের মানুষের কথা তুলে ধরতে মেয়রের বিরুদ্ধে বিধানসভার বাইরে অনশনে বসবেন বলে জানিয়েছেন শংকর।

শংকরকে পালটা কটাক্ষ করতে গিয়ে মেয়র বলেছেন, 'প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের শিষ্য শংকর তাঁরই পথ অনুসরণ করে চলছেন। তাই এই ধরনের কাজ করছেন।' নির্বাচনের আগে এসব করে প্রচারে থাকতে চাইছেন বলে দাবি গৌতমের। পাশাপাশি বিধায়ক কী কাজ দিয়েছেন, কী কাজ বাকি, কোন কাজের কী স্ট্যাটাস সেটা তিনি সব তথ্য সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

"মেয়র নিজে দায়িত্ব নিয়ে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকার কাজ করতে দিচ্ছেন না। ঠিকাদারদের আড়ালে ভয় দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের কোনও কাজ করা যাবে না।

শংকর ঘোষ *বিধায়ক*

"পুরনিগমের মাধ্যমে বিধায়ক যে কাজ করাতে চেয়েছেন সেগুলির সবই ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলে দেওয়া হয়েছে। শুধু শুধু রাজনৈতিক সমস্যা জিইয়ে রেখে ফুটেজ খেলে হবে না।

গৌতম দেব *মেয়র*

বিয়ের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের জন্য চাই আলাদা ফুল। মেহেন্দিতে চুলে লাগানো হবে জারবেরা। হলদিতে হেয়ার স্টাইল হবে জিপসি দিয়ে। আর বিয়েতে একটু আলাদা কিছু দরকার, তাই বাহারি ডাচ গোলাপ, সঙ্গে কার্নেশিয়া দিয়ে হবে চুলের ডিজাইন। আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

বিয়ের ফুল

চোখ আটকেছে

- চুল সাজাতে ফুলের গুরুত্ব অপরিসীম
- একটা সময় চুলে বেলি, জুঁইয়ের ব্যবহার হত
- এখন নতুন প্রজন্মের জুঁই, বেলিতে মন ভরে না
- তাদের চোখ আটকেছে জিপসি, জারবেরা, কার্নেশিয়ায়
- অনেকে আবার মরশুমে অর্কিডের খোঁজও করছেন

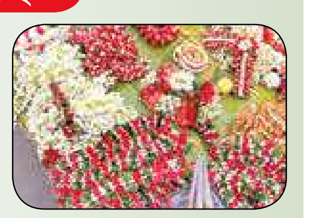

কার কী দাম

কার্নেশিয়া - ৫০ টাকা একটা স্টিক

জারবেরা - ২০ টাকা একটা ফুল

জিপসি - ৫০০ টাকা গোছা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বিয়ের মরশুম আসতেই ফুলের দোকানগুলিতে ভিড় দেখা যায়। তবে আগে এই ভিড়টা ঘর কিংবা গাড়ি সাজানোর জন্য ফুল কিনতে আসা মানুষের ছিল। এখনও তাঁদের ভিড় রয়েছে, তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চুলের শোভা বাড়াতে আসা মানুষের সংখ্যাও। কাছের আত্মীয় হোক বা বন্ধু, কিংবা কনে নিজেই, সব ক্ষেত্রেই নিজেকে সুন্দর করে সাজানোটা গুরুত্বপূর্ণ। আর এখন শুধু মেকআপই নয়, মেকআপের সঙ্গে সঙ্গে কেশকেও সাজিয়ে তুলতে হয়। আর চুল সাজাতে ফুলের গুরুত্ব অপরিসীম। একটা সময় চুল সাজাতে বেলি, জুঁইয়ের মতো ফুলের ব্যবহার হত। তবে এখন নতুন প্রজন্ম চায় কিছু নতুনত্ব। তাই জুঁই, বেলিতে আর মন মজে না। চোখ আটকে গিয়েছে জিপসি, জারবেরা, কার্নেশিয়ায়। অনেকে অর্কিডের খোঁজও করছেন বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

বিয়ের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিশেষ সাজের প্রয়োজন। যেমন মেহেন্দিতে চুলে লাগানো হবে জারবেরা, হলদিতে হেয়ার স্টাইল হবে জিপসি দিয়ে। আর বিয়েতে একটু আলাদা কিছু দরকার, তাই বাহারি ডাচ গোলাপ, সঙ্গে কার্নেশিয়া দিয়ে হবে চুলের ডিজাইন। মুখে বেশ চওড়া হাসি নিয়ে শিলিগুড়ির হাতি মোড়ের ফুল বিক্রেতা নারায়ণ সরকার বলছিলেন, 'বিক্রি তো বেশ ভালোই হচ্ছে। তবে চুলের জন্য জিপসি, জারবেরা, ডাচ গোলাপ, এগুলির চাহিদাই বেশি।'

এখন মেকআপ আর্টিস্টদের সঙ্গে সমান ব্যস্ততা থাকে হেয়ার স্টাইলিস্টদেরও। আর চুলের শোভা বাড়াতে সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় তাজা ফুলের। তাই এই মরশুমে বিক্রিও বেড়েছে বেশ। অনেকে অগ্রিম অর্ডারও করছেন।

বুধবার শিলিগুড়ির হাতি মোড়ের ফুলের দোকানে জিপসির সন্ধানে এসেছিলেন লিসা সাহা। তিনি বলছিলেন, 'সন্ধ্যায় একটা আইবুড়ো ভাত রয়েছে। তার জন্য সাজব। তাই জিপসি ফুল কিনতে এসেছি।'

কিছুদিন পর বিয়ে রয়েছে সুপ্রিয়া পালের। বিয়ের নানান সাজে ফুলের দরকার। তাই দাম জানতে বাজারে এসেছিলেন তিনি। সুপ্রিয়ার কথায়, 'যত সেলেব্রিটি লুক দেখি না কেন, সবেতেই ফুলটা থাকছে। ফোটো ফ্রেন্ডলি ছবির জন্য সাজে ফুলটা রাখতেই হবে।' ব্যবসায়ী গোপাল সরকার বললেন, 'মানুষের রুচি এখন অনেকটা বদলেছে। গতকাল তো একজন অর্কিডের খোঁজে এসেছিলেন।'

কলকাতায় পাড়ি মিত্র সম্মিলনীর

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : শতবর্ষ অতিক্রান্ত শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী ফের নাটক প্রযোজনা করতে যাচ্ছে কলকাতায়। শনিবার তপন থিয়েটারে তারা মঞ্চস্থ করবে পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সুদীপ রাহার পরিচালনায় নাটক 'অসমাপ্ত'। বাহান্ন বছর আগে কলকাতার মঞ্চে প্রথম তিনদিনের নাট্য উৎসব করে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল মিত্র সম্মিলনী। অভিভাবকত্বে ছিলেন নান্দীকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনি কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে থাকতেন। নাট্য উৎসবের সাফল্যে পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতায় নাটক করার প্রথম আমন্ত্রণ পায় এই সংস্থা। কলকাতার মঞ্চে সেই আমন্ত্রিত অভিনয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে ফের ডাক দিয়েছে সন্তোষপুর ভিন্নরূপ নাট্য সংস্থা। মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য এখবর দিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন কলকাতার মঞ্চে তাঁদের প্রযোজনা এবারও দর্শকদের ভালোবাসা পাবে।

কিস্তি না দেওয়ায় সম্পত্তি ক্রোক

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দরপাড়া মেইন রোড সংলগ্ন ছয় কাঠা জমি বন্ধক রেখে কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন বাবা ও ছেলে। ঋণ নেওয়ার পর মাসিক কিস্তি দিতে না পারায় ওই সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি শুরু করেছিল একটি বেসরকারি ব্যাংক। একের পর এক নোটিশ আসতে থাকায় জায়গাটি ধর্মীয় কাজে ব্যবহার হচ্ছে বলে আপ্রাণ চেষ্টা চালান দুজন। দেওয়ালে লিখে দেন, জমিটি একটি ধর্মের উপাসনার জায়গা। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু বাণীও রং করে লিখে দিয়েছিলেন দেওয়ালে। তবে সেই পরিকল্পনা কাজে লাগল না।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট সহ ব্যাংককর্মীরা ওই সম্পত্তি ক্রোক করেন। ব্যাংকের অফিসার সত্যেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, 'এক কোটি বাইশ লক্ষ একুশ হাজার দুশো ছত্রিশ টাকার ঋণ ছিল। পুলিশ প্রশাসন ও ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায় সম্পত্তি ক্রোকের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, ওই জমিটি ব্যাংকে বন্ধক দিয়ে ঋণ নেন বেনসন জেকব ও তাঁর বাবা বিলি পাপ্পালিল জেকব। ব্যাংক বারবার নোটিশ পাঠালেও তাঁরা কিস্তির টাকা দেননি।

এরপরেই ব্যাংক আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে। জমি ক্রোকের জন্য চলতি বছরের মে মাসে নোটিশ ইস্যু করেন জেলা শাসক। এদিন সেই নোটিশমতো জমি ক্রোকের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মণীশ শর্মা বলেন, 'বছরখানেক আগে ওঁরা এলাকারই এক ব্যবসায়ীর কাছে জমিটি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে রাজি হয়ে জমি সাফাইয়ের কাজও শুরু করেন ওই ব্যবসায়ী। পরবর্তীতে কাগজপত্র দেখেই ওই ব্যবসায়ী পিছিয়ে যান। এর পরেই হঠাৎ দেখি, জমির মধ্যে একটি ঘর বানানো হল। দেওয়ালে রং করে ধর্মীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে নানা ধরনের বাণী লেখা হল।'

জমির দায়িত্বে থাকা প্রবীণ নিরাপত্তারক্ষীকে এলাকায় দেখা গেলেও বাবা ও ছেলে, দুজনেরই খোঁজ অবশ্য পাওয়া যায়নি।

এআই নিয়ে চর্চা কলেজে

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : এআই-এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে সংবাদ বাছাই ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এনিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কলেজের মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগে শিক্ষামূলক ক্লাস হয়। এই বিশেষ ক্লাসে বক্তব্য রাখেন বেঙ্গালুরুর আচার্য ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির কম্পিউটার সয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রত্নকৃতী রায়। তিনি বলেন, 'এআই ব্যবহার করে খবর বিকৃত করে পরিবেশন করা হচ্ছে। এই বিভ্রান্তির ফলে বিশ্বজুড়ে নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এআই-এর ব্যবহার নিয়ে সচেতন থাকতে হবে।' এদিন উপস্থিত ছিলেন মাস কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান ডঃ আবু মুনির সহ অন্য শিক্ষকরা।

রেললাইনে ১১ দোকানে শঙ্কা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : রেললাইন ঘেঁষে রয়েছে একাধিক দোকান। বিকিকিনিও চলছে। ছবিটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবীরস্থান সংলগ্ন এলাকার। এই মহাবীরস্থান ফল বাজারের ঠিক পেছনে লোহার রড দিয়ে কাঠামো তৈরি করে বানানো হয়েছে দোকান। রেললাইন থেকে ওই দোকানগুলির দূরত্ব মাত্র চার-পাঁচ ফুট। লাইনের দুই দিকে এরকম দোকান রয়েছে। সেখানে রীতিমতো ক্রেতাদের ভিড়। যখন ক্রেতারা এই দোকানে আসেন তখন তাঁদের প্রায় রেললাইন ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ওই লাইন দিয়ে সারাদিন একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন যায়। ফলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অভিযোগ, এই এলাকার কিছু 'দাদার' মদতে রেললাইন ঘেঁষে এভাবে ১১টি দোকান তৈরি হয়েছে।

রেললাইনের ধার ঘেঁষে ঝুঁকি নিয়ে গজিয়ে উঠেছে নতুন দোকান।

এই 'দাদারা' প্রত্যেকে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। তাই তাঁদের অভয়ে এখানে দিনের পর দিন অবাধে ব্যবসা করছেন ওই ব্যবসায়ীরা। কিন্তু কোনও বড় ধরনের বিপদ ঘটলে তার দায় কে নেবে সেবিষয়ে প্রশ্ন উঠছে।

রেললাইন ঘেঁষে এভাবে দোকান তৈরি হওয়ার পর এতদিনেও বিষয়টি কারও নজরে পড়েনি। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সম্প্রীতা দাসের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। বাজার কমিটিও আমাকে কিছু জানায়নি। এভাবে দোকান তৈরি করার আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল। আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।' গত সপ্তাহে শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও স্থানীয় প্রশাসনের টনক নড়েনি।

পেছনে দাদারা

- স্থানীয় দাদাদের মদতে রেললাইন ঘেঁষে ১১টি দোকান তৈরি হয়েছে
- এই দাদারা প্রত্যেকে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ
- তাঁদের অভয় পেয়ে এখানে ব্যবসা করছেন ওই ব্যবসায়ীরা

ফুলেশ্বরীতে রাস্তা থেকে সরছে বাজার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : ফুলেশ্বরীতে যানজট সমস্যা মেটাতে রাস্তা থেকে বাজার স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিল পুরনিগম। বর্তমান মাছ বাজারের পাশে যে ভবনটি তৈরি হচ্ছে, সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে রাস্তার সবজি বাজার। নতুন ভবনে যাবে বর্তমান মাছ বাজারটিও। পুরনিগম সূত্রে খবর, নতুন ভবনের নীচে তৈরি করা হচ্ছে মোটরবাইক রাখার জায়গা। প্রথম তলায় ৪৩টি স্টল নিয়ে থাকবে মাছ বাজার এবং উপরে সবজি বাজার। কতদূর কাজ এগিয়েছে, কবে নতুন বাজার চালু সম্ভব, সমস্ত বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব সহ পুর আধিকারিকরা। এ প্রসঙ্গে মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় পার্কিংয়ের দরকার রয়েছে। তাই বাজার সংস্কার করে পার্কিংয়েরও ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে এখন মাছ বাজার রয়েছে, তার পাশেই হবে নতুন বাজার।'

ফুলেশ্বরী মাছ বাজার রাস্তা ছাড়িয়ে একটি বিল্ডিংয়ে থাকলেও, সবজি বাজারের সমস্ত দোকানই বসে রাস্তার ওপর। যে কারণে দিনের অধিকাংশ সময় ফুলেশ্বরী মোড় এলাকায় থাকে যানজট। স্কুল ও অফিস টাইমে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে মারাত্মক। ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও, পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে একাধিক সময়ে। এই সমস্যার মূলে রয়েছে, ট্রেন চলাচলের জন্য প্রায় সময় রেলগেট বন্ধ থাকা এবং যাঁরা বাজার করতে আসেন, তাঁরা বাইক ও স্কুটার রাস্তার ধারে পার্ক করায়। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে সবজি বাজারকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। একই বিল্ডিংয়ে মাছ, সবজি বাজারের পাশাপাশি বাইক রাখার জায়গা তৈরি করা হচ্ছে। ফুলেশ্বরী মাছ বাজারে রয়েছে চারটি মাংসের দোকান। ওই দোকানগুলিকে আলাদাভাবে জায়গা দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র।

শহরের নিত্য ভোগান্তির পথ ফুলেশ্বরী বাজার।

সোনার দোকানে তছরুপে ধৃতের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : সোনার দোকানে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোর ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ৩৫ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সব্যসাচী ঘোষ। তিনি শিবমন্দির এলাকায় থাকতেন। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আটচল্লিশ হাজার টাকা লেনদেনের হিসেব পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২০ জুলাই মাটিগাড়া উপনগরীর শপিং মলের এক গয়নার দোকান কর্তৃপক্ষের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোর ম্যানেজার সব্যসাচী ও স্টোর ম্যানেজার অভিজিৎ পাল মিলে ৩৫ লক্ষ টাকা তছরুপ করেছেন। অভিজিৎ স্টক রেজিস্টারের দায়িত্ব পালন করতেন। অন্যদিকে, ইলেক্ট্রনিক স্টক ডাটা ঠিকমতো রাখার দায়িত্ব ছিল সব্যসাচীর। তিন মাস অন্তর অডিট টিম এলেও সব্যসাচী কখনওই ইলেক্ট্রনিক স্টক ডাটা দিতেন না। জুলাই মাসের ২০ তারিখ মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। দীর্ঘদিন অভিযুক্তদের খোঁজ চলার পর শেষমেশ গত সপ্তাহের শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্তাদের হাতে পাকড়াও হন সব্যসাচী।

নার্সদের স্নেহচ্ছায়ায় বাড়ছে দুই শিশু

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২০ নভেম্বর : আর পাঁচজন নবজাতকের মতো জন্মেছিল ওরাও। মায়েরা হাসপাতালে জন্ম দিয়েছেন দুইজনকে। তবে জন্মের পরই ওদের পরিচয়টা বদলে গিয়েছিল। ওদের জন্মদাত্রীরা মানসিক ভারসাম্যহীন। বাবার পরিচয় অজানা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় তিন মাস। একরত্তি ছেলেমেয়ে দুটির আশ্রয় এখন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ড। নিজেদের মায়েরা মানসিকভাবে অসুস্থ। তাই বলে শিশুদের যত্নে যেন কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। নার্স মায়েদের কোলেই বেড়ে উঠছে দুজন।

চলতি বছরের অগাস্ট মাসে এক মহিলা হাসপাতালের করিডরে পুত্রসন্তান প্রসব করেছিলেন। গত প্রায় চার বছর ধরে হাসপাতালের ক্যাম্পাসেই ঘুরে বেড়াতেন মানসিক ভারসাম্যহীন ওই মহিলা। আরেক হিন্দিভাষী মহিলাকে ইটাহার থানার দুর্গাপুরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে নিয়ে এসেছিল এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। পরে একইদিনে দুজনে সন্তান প্রসব করেন। দ্বিতীয় মহিলা কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তিনিও মানসিক ভারসাম্যহীন। বর্তমানে ওই দুই শিশুকে দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছেন হাসপাতালের নার্স ও আয়ারা। পালিতা মায়েরা কিনে দিচ্ছেন জামাকাপড়, ওষুধ খাওয়াচ্ছেন সময় মেপে। তবে ওরা কতদিন হাসপাতালে থাকবে? তাদের ভবিষ্যৎই বা কী হবে? প্রশ্ন রয়েছে, তবে উত্তর নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সকলেই চুপ।

যদিও সদ্য ভেঙে যাওয়া জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার

ছবি: এআই

কমিটির চেয়ারপার্সন দীপান্বিতা আগরওয়াল বলেন, 'উত্তর দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির বৈঠকে এবিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি কমিটি ভেঙে যাওয়ায় আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।' এদিকে জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিক জানাচ্ছেন, নবজাতকেরা আপাতত হাসপাতালেই সুরক্ষিত রয়েছে। তবে বাইরে থেকে হাসপাতালে আনা মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। অন্যদিকে, শেষ কয়েকবছর হাসপাতালে থাকা আরেক মহিলা কীভাবে গর্ভবতী হলেন সে সম্পর্কেও কেউ মুখ খোলেনি। জানা গিয়েছে, এর আগেও তিনি সন্তান প্রসব করেছেন। এব্যাপারে হাসপাতালে আগে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও কোনও লাভ হয়নি। এখন মানসিক ভারসাম্যহীন দুই মা হাসপাতালে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করেন।

> শিশুদের জন্য খাবার ও ওষুধের ব্যবস্থা হাসপাতাল থেকেই করা হয়েছে। নার্সরা ওদের জামাকাপড় কিনে দিয়েছেন। যাবতীয় দেখভাল তাঁরাই করছেন।
>
> **প্রিয়ব্রত রায়** সুপার, রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

শিশুদের বিষয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের সুপার প্রিয়ব্রত রায় বললেন, 'শিশুদের জন্য খাবার ও ওষুধের ব্যবস্থা হাসপাতাল থেকেই করা হয়েছে। নার্সরা ওদের জামাকাপড় কিনে দিয়েছেন। যাবতীয় দেখভাল তাঁরাই করছেন।' অন্যদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নার্স জানালেন, অন্য প্রসূতি মায়েদের দুধ সংগ্রহ করে শিশুদের খাওয়ানো হচ্ছে। তবে এভাবে কতদিন, জানে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও। এমন পরিস্থিতিতে জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তর শিশুদের স্পেশাল চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে পাঠানোর সিদ্ধান্ত কেন নিচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে ভবিষ্যৎ যাই হোক, বর্তমানে হাসপাতালে নার্স মায়েদের কোলে দিব্যি দিন কাটছে দুই শিশুর। আর নার্স-আয়াদের মানবিকতাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন শহরবাসী।

ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম নিয়ে আলোচনা। শিলিগুড়িতে বৃহস্পতিবার।

আইসিসি'র আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (এনপিএস) নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বৃহস্পতিবার শালুগাড়ার সেবক রোডের একটি হোটেলে 'রিটায়ার স্মার্ট ইন্ডিয়া' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা আয়োজন করল ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)। কর্মীদের এনপিএস-এর আওতায় আনলে মালিকপক্ষ কীভাবে কর ছাড়ের মাধ্যমে লাভবান হবে তা নিয়ে ওই সভায় আলোচনা হয়।

পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিএফআরডিএ) সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতে বেসরকারি সংস্থা সহ ছোট ও মাঝারি কারখানায় কর্মরত অনেক মানুষই এখনও এনপিএস-এর আওতায় নেই। সারা দেশে এনপিএস-এর গ্রাহকের সংখ্যা ২ কোটি ছাড়ালেও, পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ অবসরকালীন সুবিধার আওতায় এসেছেন।

পিএফআরডিএ'র চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুমিত কুমার বলেন, 'এনপিএস-এর বিভিন্ন ধরনের স্কিম রয়েছে। শিলিগুড়িতে ১৬ লক্ষ মানুষ থাকেন। অথচ মাত্র কয়েক হাজার মানুষ অবসরকালীন স্কিমের সঙ্গে যুক্ত। মালিকপক্ষ এনপিএস-এ কর্মীদের যুক্ত করলে ট্যাক্সে ভালোরকম ছাড় পাবেন। এছাড়া আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। মালিকপক্ষ লাভবান হবে।'

তিনি ছাড়াও এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আইসিসি'র উত্তরবঙ্গ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল ডালমিয়া, পিএফআরডিএ'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পূজা উপাধ্যায় প্রমুখ।

দিলীপের সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

রাতারাতি দিলীপের সুর নরম করার বিষয়টি নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। হঠাৎ এমন কী হল যে দিলীপ বর্মন আলোচনায় রাজি হলেন, আবার কী এমন হল যে দিলীপের সঙ্গে দাপুটে দুই নেতাকে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে, এসব নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণ ভাঙা নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের সঙ্গে মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বিবাদ শুরু হয়েছিল। দিলীপের অভিযোগ ছিল, তাঁর ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে এলে ডেপুটি মেয়র ফোন করে বাধা দেন। ভরা বোর্ড সভায় এই বিষয়টি নিয়ে মোশন এনেছিলেন দিলীপ। কিন্তু চেয়ারম্যান তা বাতিল করে দিলে সরাসরি মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূলের বোর্ডের মেয়র পারিষদ। এরপরেই তাঁকে বোর্ড সভা থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর থেকে একাধিকবার খবরের শিরোনামে এসেছেন দিলীপ। গত মঙ্গলবার তাঁর ওয়ার্ডে একটি অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে পুর আধিকারিকদের বাধা দেন দিলীপ। কিন্তু পুলিশ দিয়ে একপ্রকার বলপূর্বক দিলীপকে আটকে ওই নির্মাণ ভেঙে দেয়। এরপর গৌতম এবং রঞ্জনের বিরুদ্ধে সরব হন মেয়র পারিষদ। দুজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন দিলীপ। পাশাপাশি তাঁকে খুন করে দিতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তৃণমূল কাউন্সিলার।

এই ঘটনার পরেই বুধবার একজোট হয়ে শহরের তৃণমূল কাউন্সিলাররা দিলীপের বিরুদ্ধে সরব হন। পুরনিগমে সাংবাদিক সম্মেলন করে দিলীপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজ্য নেতৃত্বকে চিঠি দেওয়ার কথা জানান। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গল্পের মোড় অন্যদিকে ঘুরে যেতে বসেছে। রাজ্যকে অভিযোগ নয়, বরং দিলীপের সঙ্গে মধ্যস্থতা হতে পারে বলে খবর।

এদিকে, দিলীপ বর্মন ইস্যুতে গৌতম এবং রঞ্জনকে কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। দিলীপ বর্মন যে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন তারপর ওই দুজনের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য শংকরের। পালটা গৌতমের বক্তব্য, 'শংকর কে যে উনি বললেই আমাকে পদত্যাগ করতে হবে।' গৌতমের সুরেই কথা বলেছেন ডেপুটি মেয়র।

বাংলা ছেড়েছেন ১১ শিল্পপতি

প্রথম পাতার পর

অথচ এমএসএমই বিভাগে ভরতুকি দিতে টালবাহানা করছে সরকার। এমনকি দালালদের খপ্পরে পড়ে জমির দাম বেশি দিতে হচ্ছে এখানে। এইসব সমস্যা কেন দেখবে না প্রশাসন?' জেলা প্রশাসন অবশ্য ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

এদিকে, প্রতি বছর জেলায় শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলন সিনার্জি-র আয়োজন করছে এমএসএমই। বিনিয়োগের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে শিল্পপতিদের। আগামী ২৮ নভেম্বর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলাকে নিয়ে সিনার্জি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করতেই এদিন জেলা শাসকের দপ্তরে বৈঠক ডাকা হয়েছিল।

বৈঠকে শিল্পপতিদের কার্যত ক্ষোভের মুখে পড়ে জেলা প্রশাসন। ফাইবারের দরজা ও জানলা তৈরির জন্য আমবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ২০২২ সালে কারখানা তৈরি করেছেন শিলিগুড়ির শিল্পপতি গিরীশ আগরওয়াল। নিয়মমতো এক কোটি টাকা সরকারি ভরতুকির জন্য আবেদন করেও পাননি বলে গিরীশ এদিন অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'সরকারি ভরতুকির প্রাপ্য ১ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে এখন তার সুদ গুনতে হচ্ছে।' সুরজিৎবাবু জানান, এমন ভুক্তভোগী শিল্পপতির সংখ্যা ৫০-এরও বেশি।

জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিল্প) রৌনক আগরওয়াল জানিয়েছেন, ভরতুকি সংক্রান্ত সমস্ত আবেদন ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের কাছে সম্পূর্ণ করে পাঠানোর জন্য জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিল্প স্থাপনে জমি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানালে পদক্ষেপ করা হবে।

এদিন আসন্ন সিনার্জি এবং জেলা স্তরে শিল্প কারখানার সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জমির সমস্যা, দূষণ, ভূগর্ভস্থ জল তোলা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত আবেদন ছাড়পত্র না পাওয়ার মতো বিষয়ে আলোচনা হয়। ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহন দেবনাথ জানান, 'আসন্ন সিনার্জি উপলক্ষ্যে মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প স্থাপনে কেমন বিনিয়োগ করা হবে, সেই বিষয়ে শিল্পপতিদের সংগঠনগুলির কাছে প্রস্তাব চেয়েছে জেলা প্রশাসন।'

বাংলাদেশি ধৃত

বহরমপুর, ২০ নভেম্বর : সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। তাঁকে জেরা করে সন্ধান মিলেছে ভারতীয় এক এজেন্টেরও। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত রামনগর এলাকার।

উদয়নদের পদত্যাগ দাবি রবির

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ নভেম্বর : ভোটপ্রাপ্তির নিরিখে যদি পদ থেকে সরতে হয়, তাহলে তো উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী, দলের জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যানকেও সরে যেতে হয়। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এভাবেই কার্যত তাঁদের পদত্যাগ দাবি করলেন। বৃহস্পতিবার পুরসভায় নিজের দপ্তরে বসে তিনি বলেন, 'ভোট যদি কোথাও কম পড়ে থাকে তার দায়িত্ব তো জেলা সভাপতির, ব্লক সভাপতির। অন্যদিকে, তাঁরা পুর পরিষেবা ঠিকমতো দিতে পারছেন কি না সেটা পুরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলারদের দায়িত্ব। কারণ তাঁরা সাংগঠনিক নেতা নন, প্রশাসনিক নেতা।' রবীন্দ্রনাথ এভাবে মুখ খোলায় কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরতে হবে বলে জানিয়ে দিনকয়েক আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) তাঁকে চিঠি দেন। মূলত গত লোকসভা ভোটে খারাপ ফলাফলের কারণেই চিঠিটি লেখা হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তারপর থেকেই এনিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে। এদিন রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর বাড়ির বুথে দল হেরেছে, ওয়ার্ডে হেরেছে, পুরসভায় হেরেছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে উত্তরবঙ্গের আট জেলায় কোথাও যদি খারাপ ফলাফল হয় সেই দায়িত্বও তো তিনি এড়াতে পারেন না।' উদয়নকে ঠেস দিয়ে এরপর তিনি আরও বলেন, 'এইসব তৃণমূলিদের দলের প্রতি কোনও দায়দায়িত্ব বা মায়ামমতা নেই। যেসব পুরোনো তৃণমূলিরা দলের জন্য বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে দীর্ঘবছর লড়াই করে, রক্ত দিয়ে ২০১১ সালে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছেন, তাঁদের ৯০ শতাংশকে এঁরা ছাঁটাই করে শেষ করে দিয়েছেন। আমাদের মতো পুরোনোরা যারা এখনও টিকে রয়েছে, তাদেরও ছাঁটাই করার চেষ্টা চলছে।'

উদয়নের পাশাপাশি জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানের দিকে তোপ দেগে রবীন্দ্রনাথের দাবি, 'এটা ঠিকই যে, আমি ভোটে জেতাতে পারিনি।

> **কোচবিহারে হইচই**
>
> ■ ভোটপ্রাপ্তির নিরিখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী, দলের জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যানের সরে যাওয়া উচিত
>
> ■ বৃহস্পতিবার কোচবিহার পুরসভায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষের দাবি, রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা
>
> ■ খেয়ালখুশিমতো কাজ করে পুরোনো তৃণমূলিদের শেষ করার চেষ্টা করছে বলে তাঁর অভিযোগ

তবে ওঁরাও তো সংশ্লিষ্ট বুথ, ওয়ার্ডে দলকে জেতাতে পারেননি। ভোটে হারার জন্য আমাকে যদি পদত্যাগ করতে হয় তবে তো তাঁদেরও সেটাই করা উচিত।' ত্রয়ীকে রবীন্দ্রনাথের তোপ, 'দলে দুর্বলতা রয়েছে। তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে এখান থেকেই এসব করা হচ্ছে। এসবের ফলে দলের ক্ষতি হচ্ছে।' যা হচ্ছে তাতে রাজ্য নেতৃত্বের কোনও সায় নেই বলে চেয়ারম্যানের দাবি।

হিপ্পিকে তোপ দেগে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'গুড়িয়াহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যেখানে জেলা সভাপতির বাড়ি সেই বুথে দল প্রায় ৩০০ ভোটে হেরেছে। এছাড়াও কোচবিহার শহরে তিনি যে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, সেই ওয়ার্ডেও হেরেছে।' দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের দিকে তাঁর তোপ, 'উনি মাথাভাঙ্গায় যে বুথে থাকেন, সেই বুথে জামানত জব্দ হয়েছে। সেই ওয়ার্ডেও জামানত জব্দ হয়েছে। মাথাভাঙ্গা পুরসভারও ফলাফল খারাপ হয়েছে।' ত্রয়ীকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভোট নিয়ে ওঁরা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন, একই অভিযোগে নিজেদের ক্ষেত্রে তাঁরা কী সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আগে ঠিক করুন।'

পুর চেয়ারম্যানের অভিযোগের বিষয়ে উদয়নকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এসআইআর সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের এখন অনেক কাজ। তাই এইসব বিষয় নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর সময় নেই বা গুরুত্বও দিচ্ছি না।' জেলা সভাপতির বক্তব্য মেলেনি। গিরীন্দ্রনাথ বর্মন অবশ্য বলেন,' আমার ওয়ার্ডে হেরেছি এটা সত্যি। তাই সেটা নিয়ে কেউ কথা বলতেই পারে।'

রবীন্দ্রনাথকে পদত্যাগ করতে বলা ইস্যুতে জেলায় তৃণমূলের অন্দরে অনেকটাই কানাঘুষো শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে পুর চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত দলের পক্ষে একেবারেই ভালো হবে না। রাজ্য নেতৃত্বের যদি এসব ব্যাপারে কোনও অনুমোদন থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা নির্দেশ পাঠাতেন। কিন্তু তা হয়নি। এঁরা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কাজ করছেন।' চলতি মাসের শেষের দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে আসতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।

সেতুর কাজ বন্ধে সমস্যা

রাজগঞ্জ, ২০ নভেম্বর : পুরোনো সেতুর বিকল্প হিসেবে নতুন সেতু নির্মাণ শুরু হয়েছিল প্রায় দেড় বছর আগে। ঢিমেতালে চলার পর কাজই বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ছয়-সাত মাস ধরে সেতুর কাজ এগোয়নি। ডাইভারশন দিয়ে বাইক চলাচল করলেও বিপদের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। সেতু নির্মাণের জন্য সেখানে বড় বড় গর্ত করা হয়েছিল। আমবাড়ি থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে নিত্যদিন কাজ করতে যাওয়া সকলেই এমন দুর্ভোগের শিকার। সবমিলিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। প্রায় দু'বছর আগে আমবাড়ি থেকে সাহুডাঙ্গি রাস্তাটি চওড়া করা হলেও আমবাড়ি থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মূল রাস্তায় থাকা ক্যানাল সেতুর নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।

বিএলও-কে ঘিরে বেধড়ক মার

প্রথম পাতার পর

যারা পড়াশোনা করে এখন বিভিন্ন পেশায় আছে, তাদের অভিভাবকরা স্কুলের ভেতরে ঢুকে আমাকে অকথ্য অত্যাচার করলেন।'

অন্যদিকে, এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দৈনন্দিন দায়িত্ব সামলাতে না পেরে মাল শহরের পাশে নিউ গ্লেনকো চা বাগানের শান্তিমুনি এক্কার আত্মহত্যার তত্ত্ব জোরালো হচ্ছে। তাঁর ওপর যে আইসিডিএস কর্তৃপক্ষের চাপ ছিল, তাও সামনে এসেছে। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শান্তিমুনিকে বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দুটো দায়িত্ব সামলাতে বিএলও-দের ওপর চাপ কতটা হতে পারে, শান্তিমুনি তার বড় উদাহরণ।

বিএলও'র দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নজরও দিতে পারেননি। গত আড়াই সপ্তাহ তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রমুখী হননি। রোজ দপ্তরের পোষণ অ্যাপে তথ্য আপলোড করার কাজটি শান্তিমুনি গত আড়াই সপ্তাহে যে একেবারেই করতে পারছিলেন না, তার প্রমাণ আইসিডিএস কর্মীদের সঙ্গে সুপারভাইজারের যোগাযোগের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সেই গ্রুপে এলাকার সুপারভাইজার ঐশ্বর্য মোহন্ত গত কয়েকদিনে বারবার নির্দেশ দিলেও শান্তিমুনি সাড়া দেননি।

এই আবহে হেমতাবাদে নিগ্রহের ঘটনা বিএলও-দের আরও আতঙ্কিত করবে সন্দেহ নেই। জখম বিএলও জগদীশ সাউ হেমতাবাদের বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুফারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত। বৃহস্পতিবার একটি করে ফর্ম জমা নিয়ে অপর ফর্মটি ভোটারদের হাতে দেওয়ার পর তাঁর 'নট ভেরিফায়েড' লেখা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় গ্রামে।

মারধরের পাশাপাশি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে তাঁকে। জগদীশের কথায়, 'আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। মরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আজকের ঘটনা মনে থাকবে।' উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা বলেন, 'আদতে কী ঘটেছে, তা জানতে সমস্ত রিপোর্ট হেমতাবাদের বিডিওর কাছে চাওয়া হয়েছে।' হেমতাবাদের বিডিও অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে, মালবাজারে নিউ গ্লেনকো চা বাগানের বিএলও শান্তিমুনি এক্কা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে আইসিডিএস-এর পোষণ অ্যাপে কয়েকদিন ধরে কোনও তথ্য আপলোড না করায় তাঁকে হোয়াইটস্যাপ গ্রুপে সতর্ক করেছিলেন এলাকার সুপারভাইজার ঐশ্বর্য মোহন্ত। কয়েকদিনের ফেলে রাখা কাজ শেষ করতেও বলেন তিনি। আইসিডিএস-এর স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল বলে মঙ্গলবার রাতে শান্তিমুনিকে ফোন করেন ঐশ্বর্য।

তিনি বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমি শান্তিমুনি দিদিকে ফোনে সমস্ত বুঝিয়ে বলি। উনি আচ্ছা ঠিক আছে বলে ফোন রেখে দেন। এরপর বুধবার ওঁর মৃত্যুর খবর শুনে আমি শিউরে উঠি।' বিএলও'র কাজেও শান্তিমুনি স্বস্তিতে ছিলেন না বলে ওঁর ছেলে ডিসুজার অভিযোগ। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা সেভাবে সহযোগিতা করতেন না মা-কে। সারাদিন সমীক্ষা করে রাতে বাড়ি এসে মাঝেমধ্যে কান্নাকাটি করতেন।'

মালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখ অবশ্য জানিয়েছেন, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সিমলা, উটির কাছে গোহারা

প্রথম পাতার পর

দিনে সবেধন নীলমণি ওই একটাই ট্রেন! আর এনজেপির ওই একটাই প্ল্যাটফর্ম। বাংলায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা এখনও ভাবতেই পারেননি শিলিগুড়িতে একাধিক টয়ট্রেন চালানোর কথা! তাঁদের দৌড় মাঝে মাঝে জয়রাইড ও ফেস্টিভাল পর্যন্ত। রাত সাড়ে তিনটেয় ট্রেন ছাড়া, রাত সাড়ে এগারোটায় ট্রেন পৌঁছানোর কথা ছেড়েই দিন!

অথচ দার্জিলিং-শিলিগুড়ির দূরত্ব ৮৮ কিমি আর সিমলা-কালকার দূরত্ব ৯৬.৬ কিমি। সিমলার পথে আবার ৮৬৯ ব্রিজ, ১০২টি টানেল এবং ৯০০-র মতো ভয়ংকর বাঁক। বরফের সময় পুরো লাইন সাদা হয়ে যায় মাঝে মাঝে। সেখানে যদি রাতে টয়ট্রেন চলতে পারে, দার্জিলিং কেন ভাববে না?

গত দেড় মাসে আমাদের দেশে ইউনেসকোর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তিনটি টয়ট্রেনের শহর ঘোরার পর বারবার নাড়া দিচ্ছে একটা আক্ষেপ।

সিমলা ও উটাকামান্ডের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আমাদের রাজ্যের গর্ব দার্জিলিং টয়ট্রেন। নানা দিকে।

কিছুই না, ওরা অনেক কিছু ভেবে নতুন জিনিস বানিয়েছে। আমরা আটকে আছি মান্ধাতা আমলের ভাবনাতেই।

দার্জিলিং-শিলিগুড়ি রুটের টয়ট্রেন এখনও চলে দুই কামরাতেই। সেখানে সিমলায় এক একটা ট্রেন যাচ্ছে সাত কামরা নিয়ে। সিমলা অধিকাংশ ট্রেনেই বাথরুম বসিয়ে নিয়েছে সব কামরায়। আলাদা ট্রেন যাচ্ছে, সেখানে সব কোচ ভিস্টাডোম। বাথরুম সমস্যা নেই।

এ সব দেখলাম উটাকামান্ডও পারেনি, দার্জিলিংও না। দুটো স্টেশনেই রেলের সরকারি সুভেনিয়র শপ নেই, যা আছে কালকা বা সিমলায়। সিমলায় জায়গার অভাব, একটাই প্ল্যাটফর্ম। অথচ সেটা বিমানবন্দরের মতো। লাল পোশাকের কুলিও প্রচুর। কালকা স্টেশনে দেখলাম নতুন কোচ দাঁড়িয়ে আছে লাল রঙের। সেখানে সিসিটিভিও বসানো হচ্ছে। আরও অনেক সুযোগসুবিধে থাকবে প্রতি কোচে। সিমলা নতুন অত্যাধুনিক কোচ পায়, দার্জিলিং পায় না কেন?

উটাকামান্ড রুট আবার এগিয়ে রয়েছে পরিচ্ছন্নতায়। নীলগিরি পাহাড়ের সর্বত্র এখন প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ। কোথাও ছোট বোতলের জল পাওয়া যাবে না। কিনতে হবে পাঁচ লিটারের বোতল। পাহাড় সাফসুতরো রাখতে এই সিদ্ধান্ত। তার প্রভাব পড়ছে স্টেশনগুলোর পরিচ্ছন্নতায়। সিমলা-কালকা রুটেও প্রতিটি স্টেশন ছবির মতো। তবে উটির রুটের স্টেশনগুলোর মতো প্লাস্টিকমুক্ত নয়। দার্জিলিং রুটের স্টেশনগুলোকে সাজানোর ব্যবস্থাই হয়নি সেভাবে। দার্জিলিং বা ঘুম স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার মাঝে পড়ে সাদামাঠা। গয়াবাড়ি, মহানদী, টুংয়ের মতো স্টেশনগুলো কোনওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদিকে উটি বা কুন্নুর স্টেশনের বিশালত্ব দেখলে মনে হবে, এটা এনজেপি বা বর্ধমানের মতো কোনও স্টেশন।

ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়া তিনটি শতাব্দীপ্রাচীন রেলের কোথাও দারুণ লাভ হচ্ছে বলে খবর নেই। ইউনেসকোর কথা ভেবেই চালিয়ে যেতে হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তাদের মনোভাবে পরিষ্কার, দার্জিলিংয়ে ট্রেন চালানোটা কোনওভাবে করলেই তাঁরা খুশি। সিমলার হেরিটেজ টয়ট্রেনের দায়িত্ব উত্তর রেলের। দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনের প্রধান সমস্যা যেটা, সিমলাতেও এক সমস্যা। ট্রেনে যেতে সেখানে ছয়-সাত ঘণ্টা লেগে যায়, গাড়ি বা বাসে যেতে সেখানে অনেক কম সময়। ট্রেনে আবার বেশি ভাড়া। কেন লোকে ট্রেনে যাবে?

উত্তর রেলের কর্তারা এই সমস্যার মোকাবিলায় আটটা ট্রেনের মধ্যে একটা লোকাল ট্রেন রেখেছেন। যা সব স্টেশনে থামবে। এবং ভাড়া অনেক কম। কামরাও ওইভাবে তৈরি। ভিস্টাডোমে যেখানে প্রতি কামরায় পনেরোজন যাত্রী থাকছেন, ফার্স্ট ক্লাসে একটু বেশি। সাধারণ কামরায় কিন্তু তিরিশ-পঁয়তিরিশ লোক উঠতে পারেন। এত ভিড় সেখানে, দু'তিনজন দাঁড়িয়েও চলে যান।

সেখানে ভাড়াও চোখে পড়ার মতো কম। ভিস্টাডোম কামরায় লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এমনভাবে করা, যাতে লোকে দু'দিকে মুখ করেই বসতে পারেন। ভাড়া কিন্তু ৯৬ কিলোমিটারের জন্য ৬৩০ টাকা। এবং এটাই সর্বোচ্চ!

কালকা-সিমলায় প্রথম শ্রেণিতে কোনও ট্রেনে ৫৯৫ টাকা, কোথাও ৪৭৫ টাকা। চেয়ার কারে ভাড়া ২৬৫ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৬৫ টাকা। কোচ বাড়িয়ে বেশি লোক টানছে সিমলার ট্রেন। সেখানে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনের ভাড়া দ্বিগুণেরও বেশি (১৫০০ টাকা) কেন, কেনই বা স্থানীয় যাত্রীদের টানার কথা ভাবা হয় না, এই প্রশ্নটা যাত্রীরাও তোলেন না, নেতারাও না।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের কর্তাদের আপাতত একটাই কাজ। দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে বেশি ভাড়ায় জয়রাইড করে ওখানে একটু বেশি ট্রেন চালিয়ে নেওয়া। তবু সেই ট্রেনের সংখ্যাও কালকা-সিমলার দৈনিক ট্রেনের থেকে বেশি হবে না। উটি-কুন্নুর প্রথম শ্রেণির ভাড়া ৩৫০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির ১৫০ টাকা। মেট্টুপালয়ম-উটির প্রথম শ্রেণির ভাড়া ১১০০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির ৮০০ টাকা। ৬০০ টাকারও টিকিট আছে। সেখানেও কোচের সংখ্যা তিন বা চার।

সিমলার টয়ট্রেন কোথায় টেক্কা দিচ্ছে, ভাবা প্র্যাকটিস করতে পারেন ডিএইচআর কর্তারা। উত্তর রেল কলকাতার যাত্রী টানার জন্য রাতে বা ভোররাতে টয়ট্রেন চালাচ্ছে। কালকা মেলের সঙ্গে টয়ট্রেনের সময় লিংক করে। কালকা স্টেশনের রেলকর্মী, দোকানদার সবাই বলছিলেন, টয়ট্রেনে বাংলার যাত্রীই প্রচুর। এঁদের কেন দার্জিলিং টয়ট্রেন টানতে পারে না টিকিটের দাম কমিয়ে? সিমলা কী করে পারে?

সিমলা টয়ট্রেনের মিউজিয়ামটাও শহরের মাঝখানে, পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের গায়ে। অনেক সাজানো। ঘুম স্টেশনের মিউজিয়ামের মতো মাঝে মাঝেই বন্ধ হয়ে থাকে না। তাছাড়া মিউজিয়াম তো হওয়া উচিত দার্জিলিং বা এনজেপিতে। অবহেলিত, পরিত্যক্ত শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনেই বা কেন নয়? সিমলা কিন্তু পরিত্যক্ত স্টেশনেই বানিয়েছে মিউজিয়াম!

দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন আর একটা জায়গায় সিমলা ও উটির থেকে অনেক পিছিয়ে। সেটা দৃশ্য দূষণে। কালকা থেকে সিমলা বা মেট্টুপালয়ম থেকে উটি, কোথাও দেখবেন না, ট্রেন লাইনের গায়ে বাড়ি বসে গিয়েছে। কোথাও বাজার। কোথাও ট্রেন লাইনের ধারেকাছে বেআইনি দখলদারি নেই। শুধুই প্রকৃতির দখলদারি।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন, হকার্স কর্নার, দার্জিলিং মোড় বাজারে টয়ট্রেনের লাইন এমনভাবে দখল হয়ে গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা এসব জায়গায় ভিয়েতনামের মডেলে কিছু ভাবতে পারতেন বরং। ভিয়েতনামের হ্যানয়ের বিখ্যাত ট্রেন স্ট্রিটের মতো বানিয়ে। সেখানে বাড়ি, বাজারের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যায়। তা দেখতে সারা বিশ্বের পর্যটকরা যান পুরোনো হ্যানয়ের ট্রান ফু বা ফুং হুংয়ে।

আমরা তো এসব ভাবনাও দার্জিলিং টয়ট্রেনের ক্ষেত্রে দেখলাম না! আসল সত্য হল, কাটিহার ডিভিশনের অবাঙালি কর্তারা কেউই দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনকে নিজের ভাবতে পারেননি। পারেন না। সিমলা বা উটির ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণের রেলকর্তারা যা ভেবেছেন নিজস্ব আবেগ দিয়ে। সিমলা-কালকা, উটি-কুন্নুরের স্থানীয় আবেগটাই অনুপস্থিত এনজেপিতে।

পৃথিবীর পাঠশালা

এআই-এর ম্যাজিক সুপারবাগে ভয় নেই

অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়ার দিন শেষ হতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-র সাহায্যে এমন একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছেন, যা বিদ্যমান ওষুধের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। এই যৌগটি ব্যাকটিরিয়ার কোষের ঝিল্লিকে নতুন উপায়ে আক্রমণ করে, ফলে 'সুপারবাগ'-এর পক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। এমআরএসএ-এর মতো মারাত্মক রোগজীবাণুও এর কাছে জব্দ। বিজ্ঞানীরা লক্ষ লক্ষ আণবিক কাঠামো রেকর্ড সময়ে স্ক্রিন করতে এআই ব্যবহার করেছেন। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে দিল, ডাক্তারদের মতো এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও জীবন বাঁচাতে পারে।

গায়ানা খায় নিজেরটা

বিশ্বজুড়ে যখন বেশির ভাগ দেশ আমদানির উপর নির্ভর করে, তখন গায়ানা একটি চমকপ্রদ উদাহরণ তৈরি করেছে। একটি গবেষণা বলছে, গায়ানা হল বিশ্বের একমাত্র দেশ, যারা তাদের নিজস্ব জনগণের সম্পূর্ণ খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল, সবজি, মাংস, দুধ, মাছ এবং অন্য প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। সোজা কথায়, তাদের হেঁশেল নিজেদের উৎপাদিত জিনিসেই ভর্তি। এই স্বনির্ভরতা প্রমাণ করে যে স্থানীয় কৃষক এবং টেকসই উৎপাদন কতটা জরুরি। বিদেশ থেকে ধার করা খাবারের উপর নির্ভর না করে, নিজেদের জমিতে নিজেদের খাবার ফলানো, এই হল আসল বুদ্ধিমানের কাজ।

গাছ তুলুন রাস্তা করুন

জাপানিদের পরিবেশ-প্রেমের কাছে মাথা নত করতেই হয়। যখন রাস্তা তৈরির পথে কোনও বড় গাছ বাধা হয়, তখন তাঁরা সেটা কেটে ফেলেন না। বরং, শিকড় জড়িয়ে, ক্রেনের সাহায্যে গাছটিকে সাবধানে তুলে কাছাকাছি অন্য জায়গায় প্রতিস্থাপন করেন। এটা শতশত বছর ধরে চলে আসা এক রীতি। জাপানিরা মনে করেন, উন্নতির জন্য প্রকৃতিকে বলি দেওয়া ঠিক নয়। একটা গাছকে তাঁরা কেবল বাধা হিসেবে দেখেন না, দেখেন একটা জীবন্ত সত্তা হিসেবে। এই পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় যে আধুনিক প্রযুক্তি আর ঐতিহ্যবাহী সম্মান একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলতে পারে।

কোটিপতির আইসক্রিম ভ্যান

'হ্যারি পটার'-এর রন উইজলি, অর্থাৎ রুপার্ট গ্রিন্ট তাঁর প্রথম বড় উপার্জনের টাকা দিয়ে কী কিনেছিলেন জানেন? কোনও বিলাসবহুল প্রাসাদ বা স্পোর্টস কার নয়। তিনি কিনেছিলেন ১৯৭৪ সালের একটি বেডফোর্ড মিস্টার হুইপি আইসক্রিম ট্রাক। তবে শুধু দেখানোর জন্য নয়। তিনি তাতে আইসক্রিম ভর্তি করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। এমনকি সেটের কাস্ট ও ক্রুদেরও আইসক্রিম খাওয়াতেন। কোটিপতি হয়েও যিনি শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে আইসক্রিম ভ্যান বেছে নিলেন, তাঁকে তো কিংবদন্তি বলতেই হয়।

নেই গিল, পরিবর্ত হয়তো সুদর্শন

বর্ষাপাড়ায় নেতৃত্বে পন্থ ■ অক্ষরের বদলি হতে পারেন নীতীশ

গুয়াহাটি, ২০ নভেম্বর : তিনটি প্রশ্ন। আর সেই তিন প্রশ্নের জবাবের সন্ধানে শুরুর আগেই উত্তাল গুয়াহাটি। প্রথম প্রশ্ন, অধিনায়ক শুভমান গিল এখন কেমন রয়েছেন? তিনি কি আদৌ দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন? যদি না পারেন (সেই সম্ভাবনাই বেশি) তাহলে তাঁর পরিবর্ত কে হবেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজ কেমন হবে? ইডেনের মতো? নাকি ভিন্ন? কোচ গৌতম গম্ভীর বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজ নিয়ে কি সন্তুষ্ট?

প্রশ্ন তিন, টিম ইন্ডিয়া কি গুয়াহাটিতেও চার স্পিনারে খেলবে? নাকি অক্ষর প্যাটেলকে বসিয়ে নীতীশকুমার রেড্ডিকে খেলানো হবে? নাকি টিম ইন্ডিয়া অন্য কোনও পরিকল্পনার কথা ভাবছে?

কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব নেই। যদিও বৃহস্পতিবার দুপুরে বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে অধিনায়ক গিল হাজির ছিলেন না। সূত্রের খবর, গুয়াহাটি টেস্টে খেলছেন না তিনি। বদলে ঋষভ পন্থ ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন। অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে অধিনায়ক শুভমানের পরিবর্তে হয়তো বি সাই সুদর্শন প্রথম একাদশে ফিরছেন। হয়তো তাঁকেই চার নম্বরে ব্যাট করতে দেখা যাবে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে। জানা গিয়েছে, গিল নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিন দুপুরে ভারতীয় দলের অনুশীলনের আগে দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলেছেন, 'গিল এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো রয়েছে। গতকালই ওর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে। দলের ফিজিয়ো ও চিকিৎসকরা শুভমানের প্রতি মুহূর্তের পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। আমরা চাই ও পুরো সুস্থ হয়ে উঠুক। ঘাড়ের সমস্যা ফের যেন ফিরে না আসে।' গুয়াহাটি টেস্টে গিল যে খেলছেন না, ব্যাটিং কোচের কথাতেই স্পষ্ট। সীতাংশুর কথায়, 'আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে একটা ম্যাচ না খেলে ও যদি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে, তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না।'

বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইশ গজে কড়া নজর স্ট্যান্ড ইন অধিনায়ক ঋষভ পন্থের। বৃহস্পতিবার।

পিচ নিয়েও চলছে প্রবল চর্চা। যদিও বর্ষাপাড়ার বাইশ গজ দেখার পর একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ইডেন গার্ডেন্সের মতো ঘূর্ণির ঘেরাটোপ হয়তো হবে না। লাল মাটির পিচ। প্রথমবার টেস্ট হচ্ছে গুয়াহাটিতে। পিচে সামান্য হলেও ঘাস রয়েছে। খেলা শুরুর আগে সেই ঘাস কতটা থাকবে, জবাব জানে না দুনিয়া। স্থানীয় কিউরেটর অভিজিৎ ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, শুরুর দিকে পিচ থেকে জোরে বোলাররা সাহায্য পাবেন। দ্বিতীয় দিনের পর থেকে পিচে বল ঘুরবে। ফলে ইডেনের মতো গুয়াহাটি টেস্টের বোধন ঘূর্ণির ঘেরাটোপে হচ্ছে না, বলাই যেতে পারে। এদিন পিচ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং কোচ পিয়েট বোথা বলেছেন, 'সকালে একবার পিচ দেখেছি। ম্যাচের আরও দুইদিন বাকি। ফলে ঘাস যদি ছেঁটে ফেলা হয় তাহলে শেষপর্যন্ত বাইশ গজের চেহারা কীরকম দাঁড়াবে, তা বলা এখনই মুশকিল।'

ইডেন টেস্টে চার স্পিনারে খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। চমকে গিয়েছিল ক্রিকেট দুনিয়া। যার মধ্যে ছিল মোট ছয়জন বাঁহাতি ব্যাটার। গুয়াহাটিতে হয়তো চার স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি থেকে সরছে গম্ভীরের ভারত। আজ দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টার অনুশীলনে ইঙ্গিত, নীতীশ হয়তো থাকবেন প্রথম একাদশে। বসতে হতে পারে অক্ষরকে। যদিও কোচ গম্ভীরের জমানায় টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নিয়ে অনুমান বা পূর্বাভাস করা খুব কঠিন কাজ। কারণ, গম্ভীরের দর্শনে মিশে রয়েছে লাল বলের টেস্টের বদলে সাদা বলের টি২০ ক্রিকেটের ভাবনা। যার ফল ভুগতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। ঘরের মাঠে একের পর এক টেস্ট ও সিরিজ হারের সাক্ষী থাকছে ক্রিকেট দুনিয়া। এবার দেখার বর্ষাপাড়ার মাঠে কী হয়।

পিচ নিয়ে গম্ভীরের উলটো পথে সীতাংশু

গুয়াহাটি, ২০ নভেম্বর : টার্নার চেয়েছিলেন। টার্নার পেয়েছিলেন।

তারপরও ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার কী হাল হয়েছিল, সবার জানা। ঘরের মাঠে নিজেদের ফাঁদে ডুবেছিল ভারতীয় দল। পরিণাম, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে ভারত।

শনিবার থেকে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। তার আগে যথারীতি পিচ নিয়ে চর্চা চলছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গুয়াহাটির পিচ নিয়ে জল্পনাও। এমন অবস্থায় আজ দুপুরে বর্ষাপাড়ার মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক কোচ গৌতম গম্ভীরের কথার একেবারে উলটো পথে হেঁটেছেন। ইডেনের মতো পিচই তিনি চেয়েছিলেন, প্রথম টেস্ট হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন গম্ভীর।

জাম্প কাট টু গুয়াহাটি।

শনিবার বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে দ্বিতীয় টেস্টের আগে ইডেন টেস্টের পিচকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু। বলেছেন, 'ইডেনের মতো পিচ আমরা কেউই চাই না। সবাই গম্ভীর গম্ভীর করে ওকে দোষ দিচ্ছে। দলের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে আমাদের খারাপ লাগছে। গম্ভীর আসলে ইডেনের কিউরেটারকে বাঁচানোর জন্যই নিজের ঘাড়ে দায় নিয়েছিল।' এ যেন অদ্ভুত উলটপুরাণ। কলকাতা ছেড়ে গুয়াহাটি পৌঁছানোর পরই ইডেনের পিচ খারাপ হয়ে গেল। অথচ, অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় পৌঁছানোর আগে কোচ গম্ভীর ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে ঘূর্ণি পিচ তৈরির অনুরোধ করেছিলেন। ইডেনে অনুশীলন শুরুর প্রথম দিন থেকেই পিচ নিয়ে পড়েছিলেন কোচ গম্ভীর। সঙ্গে ছিলেন অধিনায়ক শুভমান গিলও।

গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিলেন গৌতম গম্ভীর। বৃহস্পতিবার।

মজার কথা হল, সেই সময় নিজেদের পছন্দের পিচ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। খেলতে নামার পর নিজেদের দক্ষতা ও স্কিলের অভাব বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। টেস্ট ম্যাচ হারের পরও টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর পিচকে ভিলেন বানাননি। বরং তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে অন্তত দুইবার বলেছিলেন, 'ইডেনের মতো পিচই তিনি চেয়েছিলেন।' কোচ গম্ভীর কি তাহলে সেদিন ভুল বা মিথ্যা কথা বলেছিলেন? ইডেনের কিউরেটরের পিঠ বাঁচিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কোনও লাভ রয়েছে কি?

গুয়াহাটিতে আজ সীতাংশুর পিচ নিয়ে মন্তব্যের পর এমন জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। দেশের মাঠে সিরিজ হারলে পিচ নিয়ে বিতর্ক আরও বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

আফ্রিকার বর্ষসেরা হাকিমি

রাবাত, ২০ নভেম্বর : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে মরক্কোর অবিশ্বাস্য দৌড়ের অন্যতম এক কান্ডারি। গত মরশুমে প্যারিস সাঁ জাঁ-র উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন সেই আচরাফ হাকিমি।

১৯৯৮ সালে আফ্রিকার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন মুস্তাফা হাদজি। সেই শেষবার মহাদেশের বর্ষসেরার পুরস্কার উঠেছিল কোনও মরক্কান ফুটবলারের হাতে। তার প্রায় আড়াই দশকেরও বেশি সময় পর মহাদেশের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন হাকিমি। শুধু তাই নয়, ৫২ বছর পর এই পুরস্কার জিতলেন কোনও ডিফেন্ডার। গত দুই বছর অল্পের জন্য বর্ষসেরার পুরস্কার হাকিমির হাতছাড়া হয়। এবারও তাঁর সঙ্গে বর্ষসেরার লড়াইয়ে ছিলেন মহম্মদ সালাহ ও ভিক্টর ওসিমেন। তাঁদের পিছনে ফেলেই সেরার তকমা ছিনিয়ে নিলেন হাকিমি। বুধবার মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অনুষ্ঠিত 'কনফেডারেশন অফ আফ্রিকান ফুটবল'এর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাকিমি বলেছেন, 'দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল এই স্বীকৃতি। ধন্যবাদ মরক্কোর সমস্ত মানুষকে যাঁরা আমার পাশে ছিলেন। আশা করি, আমার এই স্বীকৃতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে মহাদেশের সেই ছেলে-মেয়েদের অনুপ্রাণিত করবে, যারা ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখে।'

হাকিমি একাই নন, সিএএফ-এর এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাপট ছিল মরক্কোরই। মহাদেশের বর্ষসেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন ইয়াসিন বৌনৌ। আফ্রিকার বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলারের শিরোপা জিতেছেন ঘিজলেন চেবাক।

ভারতকে সতর্ক করছেন পন্টিং

চোখ খুলবে গম্ভীরদের, বিশ্বাস গাভাসকারের

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : পার্ট টাইম অলরাউন্ডার দিয়ে চলবে না।

টেস্টে সাফল্য পেতে হলে বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটারের ওপর জোর দিতে হবে। সুনীল গাভাসকারের বিশ্বাস ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট গৌতম গম্ভীরদের চোখ খুলে দিয়েছে। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে নিজেদের ভাবনায় রদবদল আনবে। ভারতীয় দলের ইডেন পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়ায় উসকে দিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল সরফরাজ খান, করুণ নায়ারদের গুরুত্ব দেওয়ার কথাও।

অজিত আগরকার, গম্ভীরদের উদ্দেশে গাভাসকার লিখেছেন, 'আশা করি দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার সবার চোখ খুলে দেবে। এই ধরনের পিচে, যেখানে বল টার্ন করে, নীচু হয়, সেখানে খেলে যারা সাফল্য পাচ্ছে, তাদের দিকে নজর দেবে। জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা সারা বছর বাইরে খেলে বেড়ায়। ফলে ঘরোয়া পিচে খেলা, প্রস্তুতির সুযোগ সেভাবে হয় না।'

গম্ভীরের অলরাউন্ডার-প্রীতির দিকেও আঙুল তুলছেন। সানির যুক্তি, টেস্ট অলরাউন্ডার আর ওডিআই অলরাউন্ডার এক নয়। তফাৎ বুঝতে হবে। টেস্ট ক্রিকেটে চালিয়ে দেওয়ার মতো কয়েক ওভার করা বা কিছু রান করলে হয় না। নির্বাচকদের বোঝা উচিত, আধা-আধুরি ক্রিকেটার দিয়ে টেস্টে চলে না। বাস্তবটা বুঝতে না পারলে, এবারও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট হাতছাড়া হবে ভারতের, আশঙ্কা গাভাসকারের।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দল নির্বাচনেই গোড়ায় গলদ দেখছেন। গাভাসকারের অভিযোগ, ভারতীয় পরিবেশে খেলার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা গুরুত্ব পাচ্ছে না। আরও বলেছেন, 'ইগো সরিয়ে ক্রিজে পড়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে সাফল্য পেতে। কিছু কিছু বলে পরাস্ত হলে হোক। জবাবে মাঠের বাইরে বোলারকে পাঠানোর দরকার নেই। প্রয়োজন ঠান্ডা মাথায় ক্রিজে সময় কাটানো। বুঝতে হবে ক্রিজে নেমে শুরুতে বোলার, পরিস্থিতিকে সম্মান জানালে বাকি সময় তোমার হবে।'

ভারতীয় দলকে সতর্ক করেছেন রিকি পন্টিংও। স্পিন ট্র্যাক বানানোর চেষ্টায় নিজেদের ব্যাটারদের যেভাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বিপদে ফেলেছে, অবাক প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। ১২৪ রান তাড়া করে ইডেনে ম্যাচ হাতছাড়া নিয়ে পন্টিং বলেছেন, 'নিজেদের স্পিন ব্রিগেডের কথা মাথায় রেখে স্পিন সহায়ক পিচ প্রস্তুত করেছে। যদিও এর ফায়দা নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনাররাই। ভারতীয় টিমের যে পদক্ষেপে আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত দলের ব্যাটাররাই। বাস্তব হল, গত ৫-৬ বছরে ভারত স্পিন সেভাবে সামলাতে পারছে না।'

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে মহম্মদ সিরাজ।

সিরিজ বাঁচাতে শনিবার শুরু গুয়াহাটি টেস্টে জিততেই হবে। যেখানে অনিশ্চিত শুভমান গিল। সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভার ঋষভ পন্থের ওপর। নিজের প্রাক্তন আইপিএল ছাত্রকে (দিল্লি ক্যাপিটালসে) নিয়ে পন্টিং বলেছেন, 'স্টপগ্যাপ দায়িত্ব সহজ নয়। বিশেষত, যেখানে কয়েকদিন আগেই দল হেরেছে। তবে টেস্ট ক্রিকেটে ও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। গত কয়েক বছর আইপিএলে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আশা করি, সামলে নেবে। ব্যাটার-অধিনায়ক হিসেবে ঋষভের পারফরমেন্সের দিকে নজর রাখব।'

মহিলাদের সদ্যসমাপ্ত ওডিআই বিশ্বকাপের মাঝেই জানা গিয়েছিল, দীর্ঘদিনের প্রেমিক সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলকে বিয়ে করতে চলেছেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। বিয়ের আগে বাগদান সারলেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে 'লগে রহো মুন্নাভাই' সিনেমার গানে তৈরি ভিডিওর মাধ্যমে চার সতীর্থ-জেমিমা রডরিগেজ, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল, রাধা যাদব ও অরুন্ধতি রেড্ডির সঙ্গে নেচে এই খবর প্রকাশ্যে আনলেন স্মৃতি। মান্ধানা ও পলাশকে বিয়ের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

পারথ টেস্টের প্রথম এগারোয় দুই আদিবাসী

মাঠে নামার আগেই ইতিহাস অস্ট্রেলিয়ার

পারথ, ২০ নভেম্বর : অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে কোনও বল পড়ার আগেই নতুন ইতিহাস অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে। ১৪৮ টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া দলে একসঙ্গে দুজন আদিবাসী ক্রিকেটারকে খেলতে দেখা যাবে! স্কট বোল্যান্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিচিত মুখ। বেশ কয়েক বছর ধরে ক্যাঙারু ব্রিগেডের অংশ।

শুক্রবার শুরু পারথ টেস্টের দলেও বোল্যান্ড রয়েছেন। বোল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় আদিবাসী ক্রিকেটার হিসেবে পারথ টেস্টের একাদশে জায়গা পেয়েছেন ব্রেন্ডন ডগেট। ১৮৭৭ সালে প্রথমবার টেস্ট খেলে অস্ট্রেলিয়া। সুদীর্ঘ ইতিহাসে একসঙ্গে দুজন আদিবাসী ক্রিকেটারকে কখনও দেখা যায়নি। সেই ট্র্যাডিশন ভেঙে নয়া নজির বোল্যান্ড-ডগেটের সুবাদে।

অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড চোটের কারণে সিরিজের প্রথম টেস্টে নেই। মিচেল স্টার্ক, বোল্যান্ডের সঙ্গে পেস ব্রিগেডের শূন্যস্থান পূরণে ডাক স্থানীয় উরিমি জনগোষ্ঠীর ডগেটকে। অভিষেক টেস্ট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৬.৫ গড়ে ১৯০টি উইকেট রয়েছে বছর একত্রিশের ডগেটের ঝোলায়। ডগেট, বোল্যান্ডের আগে অজি পুরুষ দলে আদিবাসী ক্রিকেটার হিসেবে খেলার কৃতিত্ব রয়েছে জেসন গিলেসপির।

কামিন্সের অবর্তমানে অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ অত্যন্ত আশাবাদী ডগেটকে নিয়ে। পারথ টেস্টের একাদশ ঘোষণা করতে গিয়ে স্মিথ বলেছেন, 'অত্যন্ত স্কিলফুল। গত কয়েক বছরে প্রভূত উন্নতি করেছে। টেস্ট আঙিনায় ওকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছি।' অভিষেক ঘটছে জেক ওয়েদারাল্ডেরও। উসমান খোয়াজার নতুন ওপেনিং পার্টনার হচ্ছেন গত শেফিল্ড শিল্ডের সর্বাধিক রানকারী তাসমানিয়ার জেক।

মিডল অর্ডারে রয়েছেন তিন অভিজ্ঞ ব্যাটার মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ, ট্রাভিস হেড। মার্ক উড, জোফ্রা আর্চার সমৃদ্ধ ইংরেজ বোলিংকে ভোঁতা করতে লাবুশেনের ওপর দল তাকিয়ে রয়েছে। স্মিথের বিশ্বাস, লাবুশেনের ব্যাট চওড়া হবে আসন্ন অ্যাসেজে। অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ছাড়া ব্যাটিং গভীরতা বাড়াবে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির উপস্থিতি। একমাত্র স্পিনার নাথান লায়োন।

অপটাস স্টেডিয়ামের গতিময় বাউন্সি পিচে শক্তিশালী ইংল্যান্ড ব্যাটিং, বেন স্টোকসদের বাজবল স্ট্র্যাটেজিকে বেলাইন করতে স্টার্ক-বোল্যান্ড-ডগেট সমৃদ্ধ পেস ব্রিগেডের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। অজি ব্রিগেডে একাধিক নতুন মুখ। যদিও ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ সহজ হচ্ছে না। চার বছর আগে শেষ অজি সফরে ৪-০ ব্যবধানে দুরমুশ হয়েছিল ইংল্যান্ড। অ্যাওয়ে অ্যাসেজ সফরে শেষ ১৫টি টেস্টে একটাতেও জয় নেই। আগামীকাল শুরু পারথ টেস্টে সেই দাপট অব্যাহত রাখতে নবাগত ডগেট, ওয়েদারাল্ডদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

অ্যাসেজের ট্রফির সঙ্গে দুই অধিনায়ক - স্টিভেন স্মিথ ও বেন স্টোকস।

অ্যাসেজ

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড

প্রথম টেস্ট শুরু আজ

সময় : সকাল ৭.৫০ মিনিট
স্থান : পারথ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

চেন্নাই জার্সিতে 'চ্যাম্পিয়নের' মেজাজে সঞ্জু

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : হলুদ জার্সিতে প্রথমবার। আইপিএলের সফলতম দল চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলার সম্মান। রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে মেগা লিগে সঞ্জু স্যামসনের নতুন ঠিকানা এখন চেন্নাই। দলবদল, জার্সির রং বদলের উচ্ছ্বাস আড়ালও করছেন না কেরলের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। সিএসকে-র পোস্ট করা ভিডিওতে হলুদ জার্সি পরা সঞ্জু প্রথম প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, নিজেকে চ্যাম্পিয়ন মনে হচ্ছে।

রাজস্থানের হয়ে দীর্ঘদিন খেললেও আইপিএলের স্বাদ পাননি। বিশ্বাস, চেন্নাই জার্সিতে আক্ষেপ মুছবে। আইপিএল ট্রেডিংয়ে সঞ্জুকে পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। যেখানে ১১ নম্বর জার্সি পরিহিত সঞ্জু বলেছেন, 'আমি এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি ভাগ্যবান শেষপর্যন্ত হলুদ জার্সি গায়ে চাপাতে পারলাম। অসাধারণ অনুভূতি। একেবারে অন্যরকম এনার্জি। নিজেকে চ্যাম্পিয়ন মনে হচ্ছে। আমি খুশি।'

বছর উনত্রিশের সঞ্জুর টিম চেন্নাইয়ে পা রাখা গুরুত্বপূর্ণ দলের জন্য। আগামী দিনে মহেন্দ্র সিং ধোনির

শুভমান 'কাঁটা' নয়, বিশ্বাস সূর্যর

বিকল্প ধরা হচ্ছে। ১৭৭টি আইপিএল ম্যাচের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়কের গুরুভারও সামলেছেন। ফলে সেই রাস্তাও খোলা থাকছে।

এদিকে, সূর্যকুমার যাদবের মুখে আবার শুভমান গিল। রোহিত শর্মার হাত থেকে টেস্ট ও ওডিআই, জোড়া অধিনায়কের ভার এখন গিলের কাঁধে। সহ অধিনায়ক করে টি২০ ভারতীয় দলেও ফেরানো হয়েছে তাঁকে। কারও কারও মতে, সূর্যকে সরিয়ে টি২০ দলের দায়িত্বও দেওয়া হতে পারে শুভমানকে। এদিন যে বিতর্কে স্কাইয়ের দাবি, শুভমানকে মোটেই 'কাঁটা' হিসেবে দেখছেন না।

সূর্য বলেছেন, 'শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক। শুভমান কীরকম প্লেয়ার, সেই সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। একইসঙ্গে জানি ও কীরকম মানুষ। এমন একজনের উপস্থিতি আমাকেও সাহায্য করে। ভয়ের কথা যা বলা হচ্ছে, তা পিছনে ফেলে এসেছি। আমি যদি ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করি, বাকি কিছু নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। আর শুভমান খুব ভালো কাজ করছে। ওর জন্য আমি খুশি।' গৌতম গম্ভীরকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত সূর্য। বলেছেন, 'আমাদের সম্পর্ক দাদা-ভাইয়ের মতো। কলকাতা নাইট রাইডার্সে ওর সঙ্গে খেলেছি। এখন ভারতীয় দলে গৌতমভাই আমার কোচ! বৃত্ত সম্পূর্ণ। আমাদের ভাবনাতেও প্রচুর মিল। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশ মিলে যায়। মাঠে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও ডাগআউটের দিকে তাকিয়ে ওর মতামত (ইশারায়) নিতে দুইবার ভাবি না।'

বুধবার ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির স্ত্রী সাক্ষীর জন্মদিন। তাঁকে কেক খাওয়ালেন মাহি। চেন্নাই সুপার কিংসের ইনস্টাগ্রাম পেজে পোস্ট করা হল এই ছবি।

একাকিত্বে ভুগছেন সানিয়া

হায়দরবাদ, ২০ নভেম্বর : পাক তারকা শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর একাকিত্বে ভুগছেন ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। এই পরিস্থিতিতে নিজের ছেলেকে সময় দেওয়াটা কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সানিয়া বলেছেন, 'আমার কাছে একক অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করা বেশ কঠিন। কারণ, সবসময় নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকি। এখন আমি দুবাইয়ে বাস করি। আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন বিষয়, ছেলেকে ছেড়ে কাজের জন্য ভারতে আসা। এই সময়টা জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়।'

নিজের একাকিত্বের কথা বলতে গিয়ে সানিয়া বলেছেন, 'আমি অনেক সময় ডিনার না করেই ঘুমাতে যাই। কারণ, একা ডিনার করতে চাই না। এটা অবশ্য আমার ওজন কমাতে সাহায্য করেছে।'

শেষ তিন বছরে শুধু অধঃপতনই হয়েছে ভারতীয় ফুটবলের

ফিফা র‌্যাংকিংয়ে সন্দেশরা এখন ১৪২

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : দুটি ছোট্ট খবর! কুরাসাও এবং হাইতি নামে দুই অতি ক্ষুদ্র দেশের আগামী বছরের বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে আলোড়ন ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের মধ্যে।

অবশ্য এটাকে আলোড়ন না বলে হাহাকার বলাই ভালো। কারণ যেদিন কুরাসাও এবং হাইতি বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল সেদিনই ফিফা ক্রমপর্যায়ে ভারত নেমে গেল ১৪২ নম্বরে। এই কুরাসাওয়ের বিপক্ষে ২০১৯ সালে ভারত যখন কিংস কাপে খেলে তখন তাদের ক্রমতালিকা ছিল ৮২। আর ভারতের ১০১। সেই ৮২ নম্বর থেকেই কুরাসাও বিশ্বকাপের আসরে পৌঁছে গেল। কিন্তু ভারত সেখানে নামতে নামতে এখন ১৪২ নম্বরে। মাত্র ছয় বছরে ভারতীয় ফুটবলের এই অধঃপতনের পিছনে কারণ কী কী খুঁজতে গেলে নিশ্চিতভাবেই প্রাথমিকভাবে দায়ী করতে হবে ফুটবলারদেরই। যাঁরা নিজেদের তারকাখচিত ইমেজ দেখিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নেন ক্লাব দলগুলির কাছ থেকে, তাঁরা যে আদতে কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই নন, সেটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গেলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। দায়ী করতে হবে, শেষ দুই কোচকেও। এঁদের মধ্যে খালিদ জামিলের মধ্যে তবু কিছু চেষ্টা ছিল। কিন্তু তিনিও দায় এড়াতে পারবেন না। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কর্তৃপক্ষ একটা সময়ে ফুটবলার না ছেড়ে অন্যায় করেছেন। কিন্তু তার জন্য জাতীয় দলের হেড কোচ যদি নিজের গোঁ বজায় রেখে সেরা দল নিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে না যান, তাহলে দোষটা তাঁরই। অবশ্যই এমনটা নয় যে লিস্টন কোলাসো, আপুইয়ারা দলে থাকলেই ভারত জিতে যেত। কিন্তু এই

চেষ্টা করেও হাল ফেরাতে পারছেন না ভারতের কোচ খালিদ জামিল।

মুহূর্তে অন্তত এই দুজনের বিকল্প জাতীয় দলে নেই। খালিদ এঁদের বাদ দিয়ে দলে রাখলেন এমন একজনকে যাঁর ছাড়পত্রই এল না ম্যাচের আগে।

সবশেষে দায় সবথেকে বেশি যাঁদের, তাঁরা হলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের মহান কর্তারা। যাঁরা মোটামুটিভাবে এদেশ থেকে ফুটবলটাই তুলে দিতে চলেছেন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কল্যাণ চৌবে অ্যান্ড কোং যখন দায়িত্ব নেন, তখন ভারত ক্রমতালিকায় ১০৪-এ। ঠিক এক বছর পর যখন ইগর স্টিমাককে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জেদের জন্য কল্যাণ তাড়িয়ে দিলেন তখন ভারত ১০২ নম্বরে এবং পরপর তিনটি ট্রফি জিতে মানসিকভাবে টগবগে অবস্থায়। সেখান থেকে স্রেফ স্টিমাককে শায়েস্তা করতে পরপর ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে গেলেন কল্যাণ। সেই বছর এশিয়ান কাপ। এফএসডিএল এবং ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনায় ঠিকই ছিল টুর্নামেন্টের এক মাস আগে বন্ধ করে দেওয়া হবে আইএসএল। শিবির করবেন স্টিমাক। তার আগে শুধুই এশিয়ান গেমসে অংশ নেবে মূলত অনূর্ধ্ব-২৩ দল। কিন্তু কল্যাণ কিংস কাপ ও মারডেকা কাপে জোর করে দল পাঠাতে গিয়ে পুরো পরিকল্পনাটাই নষ্ট করে দিলেন। ওখানে ফুটবলারদের চোট ও সময় নষ্ট করায় এশিয়ান কাপের আগে পরিকল্পনামাফিক আইএসএল বন্ধ হল না। ফল যা হওয়ার তাই হল। অথচ তার আগে কুয়েত ম্যাচ জিতে ভারত বিশ্বকাপের তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার দৌড়ে ভালোমতোই ছিল। কিন্তু ফেডারেশন কর্তাদের কাছে দেশের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ নিজেদের স্বার্থ ও জেদ। তাই ভারত ১৪২-এ পৌঁছালে সারা দেশবাসীর রক্তক্ষরণ হলেও এআইএফএফ কর্তাদের কি আদৌ কিছু এসে যায়?

এদিকে, ভারতীয় ফুটবলের অচলবস্থা কাটাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁকে চিঠি পাঠালেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া।

ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের শাহনওয়াজ দাহানির সঙ্গে হাত মেলালেন হরভজন সিং।

পাক ক্রিকেটারের সঙ্গে করমর্দন ভাজ্জির

আবু ধাবি, ২০ নভেম্বর : পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন নয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে নীতির উলটো পথেই হাঁটলেন হরভজন সিং। অতীতে করমর্দন বিতর্কে কড়া পদক্ষেপ নিলেও আবু ধাবি টি১০ টুর্নামেন্টে অন্য ছবি। ম্যাচ শেষে হাত মেলাতে দেখা গেল প্রতিপক্ষের পাক বোলার শাহনওয়াজ দাহানির সঙ্গে। দুইজনকে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলতে দেখা যায়। ম্যাচের ফলাফল ছাপিয়ে পাক ক্রিকেটারের সঙ্গে হরভজনের যে সৌজন্যতা খবরের শিরোনামে।

বুধবার জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আবু ধাবি টি১০ লিগে হরভজন সিংয়ের অ্যাসপিন স্টালিয়ন্স বনাম নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ম্যাচে ঘটনাটি ঘটে। উত্তেজক ম্যাচে ৪ রানে হারে হরভজনের নেতৃত্বাধীন দল। শেষদিকে দাহানির (১০/২) দুরন্ত বোলিংয়ে আটকে যান তাঁরা। ম্যাচের পরই কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে সৌজন্যের হাত বাড়িয়ে দেন হরভজন। যদিও যে সৌজন্য করমর্দন নিয়েই বিতর্কের ঝড়।

পহলগাম জঙ্গি আক্রমণের পর 'নো হ্যান্ডশেক' অবস্থান নেয় ভারতীয় ক্রিকেট

আবু ধাবি টি১০

দল। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদব। পরবর্তী সময়ে অন্য পর্যায়ে ভারত-পাক ম্যাচে একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। লেজেন্ড লিগে পাক ম্যাচ পর্যন্ত বয়কট করে ভারত। যে দলে ছিলেন হরভজনও এবং পাক-বয়কট নিয়ে সোচ্চারও হয়েছিলেন।

'হল অফ ফেমে' ফেডেরার

ওয়াশিংটন, ২০ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক টেনিসের 'হল অফ ফেমে' স্থান পেলেন সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার।

৪৪ বছরের রজার ফেডেরার প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন। সেই সঙ্গে ১০৩টি এটিপি খেতাবও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ২০২২ সালে টেনিস কোর্টকে বিদায় জানিয়ে ছিলেন এই কিংবদন্তি তারকা।

'হল অফ ফেমে' স্থান পেয়ে উচ্ছ্বসিত ফেডেরার বলেছেন, 'টেনিসের হল অফ ফেমে স্থান পাওয়া এবং টেনিস কিংবদন্তিদের সঙ্গে এক আসনে বসা আমার কাছে খুব গর্বের বিষয়। আগামী অগাস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ পোর্টে যাব এই বিশেষ মুহূর্তটি উদযাপন করার জন্য।'

টেনিস জগতে ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচ এই তিনজনকে 'বিগ থ্রি' নামে ডাকা হত। সেই 'বিগ থ্রি'-র প্রথম সদস্য হিসেবে 'হল অফ ফেমে' জায়গা পেয়েছেন রজার।

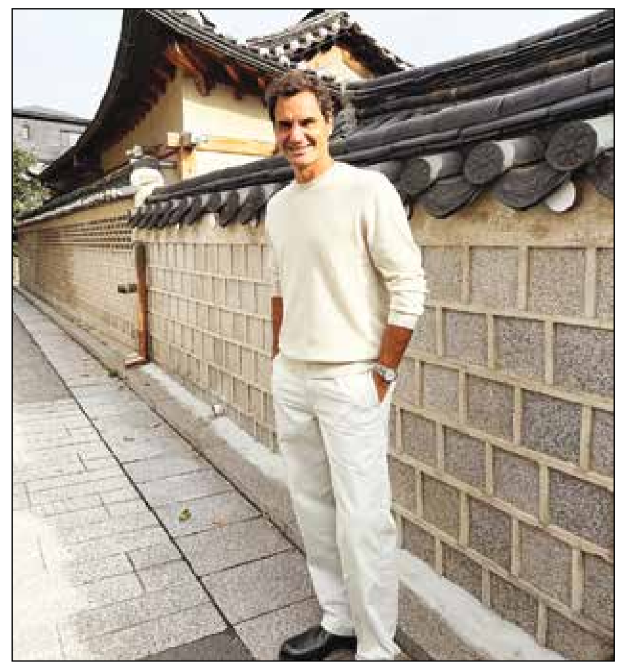

ছুটির মেজাজে সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার।

সমর্থকদের চোখে জনপ্রিয় লিও

বার্সা নির্বাচনে অস্ত্র সেই মেসি

বার্সেলোনা, ২০ নভেম্বর : বার্সেলোনা ছেড়েছেন বছর চারেক হল। তবে সমর্থকদের চোখে এখনও বার্সার সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসিই। স্পেনের এক প্রথমসারির সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট সেটাই বলছে। সেই মেসিকেই ক্লাবের নির্বাচনে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন সভাপতি পদপ্রার্থী ভিক্টর ফন্ট। বার্সেলোনার জার্সিতে ৭৭৮ ম্যাচে ৬৭২ গোল। কাতালান ক্লাবটির হয়ে ১০টি লা লিগা, ৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ৩টি ক্লাব বিশ্বকাপ সহ মোট ৩৫টি খেতাব জিতেছেন মেসি। ২০২১ সালে বার্সা ছেড়েছেন তিনি। তবুও সম্প্রতি সমর্থকদের ভোটে আর্জেন্টাইন মহাতারকা পিছনে ফেলেছেন রোনাল্ডিনহো, আন্দ্রে ইনিয়েস্তাদের। সমর্থকদের এই ভালোবাসায় আপ্লুত মেসি। তিনি বলেছেন, 'আমি আবার ফিরব বার্সেলোনায়। গ্যালারিতে সাধারণ সমর্থকদের মতো দলকে উৎসাহ দেব। বার্সেলোনা আমার ঘর। অনেক ভালো-মন্দ মুহূর্ত কাটিয়েছি এখানে। এখানকার সবাই আমার আপন।'

এরইমাঝে আবার বার্সেলোনার আসন্ন ক্লাব নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী তথা বর্তমান সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার বিরোধী গোষ্ঠীর প্রধান মুখ ভিক্টর বলেছেন, 'নির্বাচন জিতলে সবার প্রথম আমি মেসিকে কল করব। ওকে কাছে টেনে নেব আমরা। ওর জন্য যতটা সম্ভব তাই করব। ন্যু ক্যাম্পে ওর মূর্তি কেবল তার শুরু।' তিনি আরও বলেছেন, 'লাপোর্তার মতো মেসিকে রাজনৈতিক স্বার্থে আমরা ব্যবহার করব না।'

অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের দলগত বিভাগে রুপো

রাজ্য টিটি-তে প্রথম সোনা শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (চ্যাপ্টার টু) ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল রাজ্য ও আন্তঃজেলা টেবিল টেনিসের দ্বিতীয় দিনেই সুখবর শিলিগুড়ির জন্য। বৃহস্পতিবার অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছে শিলিগুড়ি। ফাইনালে তারা ৩-১ ব্যবধানে উত্তর ২৪ পরগনাকে হারিয়েছে। প্রথম সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির দয়িতা ৩-০ গেমে দেবপ্রিয়া কর্মকারকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির রূপকথা দাস ০-৩ গেমে দেবান্না আরির কাছে হেরে যায়। কিন্তু ডাবলসে দয়িতা-রূপকথা ৩-২ গেমে দেবান্না-বহ্নিজিতাকে হারিয়ে শিলিগুড়িকে লড়াইয়ে ফেরায়। রিভার্স সিঙ্গলসে দয়িতা ৩-০ গেমে অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে ভারতের এক নম্বর দেবান্নাকে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত করে। সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ৩-১ ব্যবধানে হুগলিকে হারিয়েছিল।

অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের দলগত বিভাগে রুপো জিতেছে শিলিগুড়ি। ফাইনালে তারা ১-৩ গেমে হাওড়ার বিরুদ্ধে হেরেছে। প্রথম সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির জেম মহালানবিশ ০-৩ গেমে অরিভ দত্তর বিরুদ্ধে হেরে যায়। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির সৌমিক দেব ৩-২ গেমে ইথান কবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। ডাবলসে জেম-সৌমিক ২-৩ গেমে অরিভ-ইথানের বিরুদ্ধে হেরেছে। রিভার্স সিঙ্গলসে সৌমিক ০-৩ গেমে অরিভের বিরুদ্ধে হেরে যায়। সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ৩-০ ব্যবধানে উত্তর কলকাতাকে হারিয়েছিল।

অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দলগত বিভাগে ফাইনালে উঠে অন্তত রুপো নিশ্চিত করেছে শিলিগুড়ি। সেমিফাইনালে তারা ৩-২ ব্যবধানে বিটিটিএ-কে হারিয়েছে। ফাইনাল শুক্রবার। অনূর্ধ্ব-১১ ও ১৭ ছেলেদের দলগত বিভাগে সেমিফাইনালে হেরে শিলিগুড়িকে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব অনুপ বসু বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগেও শিলিগুড়ি ফাইনালে উঠেছে। ওদের থেকেও সোনা আশা করছি।' অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলে ও অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের দলগত বিভাগেও সেমিফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ি। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে ও অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উত্তর কলকাতা। অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে সোনা জিতেছে উত্তর ২৪ পরগনা।

অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের দলগত বিভাগে সোনা জয়ের পর শিলিগুড়ি দল।

ফিফার ছাড়পত্র রায়ানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : রায়ান উইলিয়ামসকে ভারতের হয়ে খেলার অনুমতি দিল ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস চেম্বার্স। ১৯ নভেম্বর রাতেরদিকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে এই অনুমতির চিঠি এসে পৌঁছায়। বাংলাদেশ ম্যাচের আগেই এই ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করে এইআইএফএফ। ফুটবল অস্ট্রেলিয়া থেকে অনুমোদন এলেও ফিফার ছাড়পত্র না আসায় ওই ম্যাচ খেলতে পারেননি রায়ান।

আজ ফের শুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের বাণিজ্যিক সঙ্গী না পাওয়া নিয়ে বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্টের বিষয়ে কোনও রায় এদিন দিলেন না শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। শুনানির সময়ে এত বেশি বর্তমান এবং অতীত প্রসঙ্গ বারবার আসে যে শুনতে শুনতে শোনার দৃশ্যতই ক্লান্ত লেগেছে বিচারপতিদের। তাঁরা জানিয়ে দেন, শুক্রবার দুপুর ১.৩০ মিনিটে এই বিষয়ে শুনানি হবে। তবে এদিন তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে গোটা বিষয়টি জানানোর প্রসঙ্গ তোলেন। মূলত সম্প্রচারকারী সংস্থা হিসাবে দূরদর্শনের কথা ভাবনাচিন্তা করা যায় কিনা সেই প্রসঙ্গ ক্লাব-ফেডারেশন সভাতেই উঠে আসে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা।

জিয়াংডার কাছে হার লাল-হলুদের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-০ উহান জিয়াংডা উইমেন্স এফসি-২ (ওয়াং-২)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপপর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ পেল ইস্টবেঙ্গল।

প্রথম ম্যাচে বাম খাতুনকে হারিয়ে দুরন্ত সূচনা করেছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু বৃহস্পতিবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন উহান জিয়াংডার কাছে ২-০ গোলে হেরে ছন্দপতন হল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দলের। ব্যবধান আরও বাড়তে পারত, যদি দ্বিতীয়ার্ধে গোলকিপার পান্থোই চানু দুর্দান্ত না খেলতেন। তবে এই পান্থোই কিন্তু প্রথমার্ধে বিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে দলকে ডুবিয়ে দেন।

প্রথম ম্যাচে উহান জিয়াংডা উজবেকিস্তানের নাসাফের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করেছিল। কিন্তু সেই ম্যাচে দলের ক্যাপ্টেন ইয়াও উই ও তারকা স্ট্রাইকার ওয়াং শুয়াং খেলেননি। কিন্তু এদিন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরু থেকেই এই দুই ফুটবলারকে নামিয়ে দেন উহান জিয়াংডা কোচ ওয়েইওয়েই চ্যাং। ৮ মিনিটেই গোলের খাতা খোলে উহান জিয়াংডা। সং ফেইয়ের ক্রস থেকে লক্ষ্যভেদ করেন ওয়াং শুয়াং। ১৭ মিনিটে বক্সে ওয়াংকে ফাউল করে বিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দেন ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার চানু। স্পটকিক থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি ওয়াং।

ইস্টবেঙ্গল আক্রমণভাগ এদিন সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি প্রতিপক্ষ রক্ষণে। আসলে লাল-হলুদ মাঝমাঠের স্তম্ভ রেস্টি্র নানজিরিকে কড়া মার্কিংয়ে রাখেন উহান ফুটবলাররা। ফলে আপফ্রন্টে কার্যত একা হয়ে যান আফ্রিকান গোলমেশিন ফাজিলা ইকাওয়াপুট। সৌম্যা গুগুলথ, জ্যোতি চৌহানদেরও কাঙ্ক্ষিত ছন্দে পাওয়া যায়নি। বরং ৫৬ ও ৬১ মিনিটে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন পান্থোই চানু। ৭৭ মিনিটে অবশ্য সুস্মিতা লেপচা সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে গোলের ব্যবধান কমাতে পারত ইস্টবেঙ্গল।

এই ম্যাচে হারলেও ইস্টবেঙ্গলের কাছে নকআউটে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে এফসি নাসাফের বিরুদ্ধে তাদের ড্র করতে হবে।

কোয়ার্টারে সাতচি, আয়ুষ

সিডনি, ২০ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনের পুরুষদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ভারতের আয়ুষ শেট্টি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ২১-১৭, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন বিশ্বের ৯ নম্বর জাপানের কোডাই নারোকাকে। এর আগে হংকং ওপেনেও নারোকাকে হারিয়েছিলেন আয়ুষ। কোয়ার্টার ফাইনালে আয়ুষের প্রতিপক্ষ আর এক ভারতীয় লক্ষ্য সেন। পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা পেয়েছেন শীর্ষ বাছাই সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টিও। তাঁরা ২১-১৮, ২১-১১ পয়েন্টে হারিয়েছেন চিনা তাইপেইয়ের সু চিঙ্গ হেঙ্গ-উ গুয়ান জুঙ্গকে। সেমিফাইনালে জায়গা পেতে 'সাতচি' জুটিকে হারাতে হবে ইন্দোনেশিয়ার পঞ্চম বাছাই ফজর আলফিয়ান-মহম্মদ শোহিবুল ফিকরিকে। পুরুষদের সিঙ্গল থেকে বিদায় নিয়েছেন এইচএস প্রণয়। ১৯-২১, ১০-২১ পয়েন্টে তিনি হেরেছেন ফারহান আলওয়াইর কাছে।

অনুশীলনে নামলেন মহেশ, এডমুন্ডরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন নাওরেম মহেশ সিং, এডমুন্ড লালরিনডিকা ও জয় গুপ্তা।

ভারতীয় দলে ছিলেন লাল-হলুদের মোট চার ফুটবলার।

ছুটিতে আনোয়ার

মঙ্গলবার জাতীয় দলের হয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার পর ঢাকা থেকে সরাসরি কলকাতায় চলে আসেন মহেশ, এডমুন্ড ও জয়। একদিন বিশ্রাম নিয়েই সুপার কাপ সেমিফাইনালের মহড়ায় মাঠে নেমে পড়লেন তাঁরা। তবে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর থেকে বাড়তি ছুটি চেয়ে নিয়েছেন আনোয়ার আলি। তিনি কয়েকদিন পর অনুশীলনে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, শনি অথবা রবিবার কলকাতায় আসবেন আনোয়ার।

এদিকে, শুক্রবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে নিজেদেরই রিজার্ভ দলের বিরুদ্ধে রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপ সেমিফাইনাল ৪ ডিসেম্বর। জানা গিয়েছে, গ্রুপ পর্বের মতো এবারও খানিক আগেভাগেই গোয়া উড়ে যাবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সেখানে গিয়েও ইস্টবেঙ্গলের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্ব পাওয়ার লিফটিংয়ে শিলিগুড়ির মানব, গোপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : কলম্বোয় ২৭-৩০ নভেম্বর বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন শিলিগুড়ির মানব সরকার ও গোপাল দাস। দার্জিলিং জেলা ফিজিকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব নান্টু পাল জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় মানব ৬২ কেজি ও গোপাল ৯৫ কেজি ওজন বিভাগে নামবেন। ২৫ নভেম্বর তারা রওনা হবেন। দুইজনই অগাস্টে এশিয়ান পাওয়ার লিফটিংয়ে সোনা জিতেছিলেন। দার্জিলিং জেলা ফিজিকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে তাদের ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

কলম্বোয় পদকের লক্ষ্যে নামবেন গোপাল দাস (বাঁয়ে) ও মানব সরকার।

ম্যাচের সেরা মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের বীরেন প্রধান।

দেশবন্ধুকে হারাল মহানন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে। বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩৫ মিনিটের আত্মঘাতী গোলেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ম্যাচের সেরা হয়ে মহানন্দার বীরেন প্রধান পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। শুক্রবার মুখোমুখি হবে এসএসবি ও উল্কা ক্লাব।

রাখিকে সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ২০ নভেম্বর : ইস্টবেঙ্গলে ক্লাবের মহিলা ফুটবল দলে সুযোগ পাওয়া রাখি মুন্ডাকে বৃহস্পতিবার জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হল। রাখি বাগডোগরার জেপিএফসি কোচিং ক্যাম্পে জসসি সিং ও অরুণ শশাঙ্কের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। রাখি ইস্টবেঙ্গল দলে সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত জেমস স্পোর্টিংয়ের সচিব সমীর ঘোষাল।

সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে রাখি মুন্ডাকে।

সেমিতে সূর্য সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় (কেজিটিএম), সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ও ফালাকাটা কলেজ। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে কেজিটিএম টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে রাজগঞ্জ কলেজকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ২-২ ছিল। কেজিটিএমের চঞ্চল বর্মন ও শান্ত সোনার গোল করেন। রাজগঞ্জের গোলস্কোরার সুব্রত রায় ও রোহিত আলম। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে সূর্য সেন ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে জলপাইগুড়ির এসি কলেজকে। জোড়া গোল করেন সূর্য সেনের প্রজল কামি। তাদের বাকি স্কোরার জিৎ রায়, আদর্শ গুরুং ও কুশল সুব্বা। পরে ক্ষুদিরাম টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জয় পেয়েছে শিলিগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ২-২। ক্ষুদিরামের সুমনকুমার পাল ও রূপম মণ্ডল গোল করেন। শিলিগুড়ির গোলস্কোরার ত্রিদীপ রায় ও রোহিল রাই। শেষ কোয়ার্টারে ফালাকাটা ২-১ গোলে হারায় বিরসা মুন্ডা কলেজকে। ফালাকাটার গোলস্কোরার মিগ রসাইলি ও রোহন মুন্ডা। বিরসা মুন্ডার গোলটি পঙ্কজ মোহান্তির।